মন্মথ রায়

একাঙ্কিকা

একাঙ্কিকা

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

এ-৪৪

মন্মথ রায়, এম-এ

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সম্পাদিত

প্রকাশক :—শ্রীঅখিল নিয়োগী
নিয়োগী নিকেতন,
১৯২।এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য পাঁচসিকা

ন - ৪৭
Acc 21848
14/9/2005
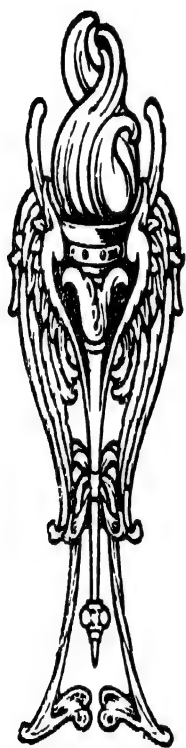
প্রিন্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ রামাপুকুর লেন, কলিকাতা

সম্পাদকের কথা

আমার এই সামান্য জীবনের মধ্যে এই কথাটাই বার বার উপলব্ধি করেছি যে কোন শক্তিশালী লেখকের রচনা পড়বার অব্যবহিত পরেই— তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বছর কয়েক আগের কথা। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দিনাজপুর বেড়াতে যাই। সেখানে "চাঁদ সদাগর" নাটকখানা পড়বার সৌভাগ্য লাভ করি।

বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলাম, কিন্তু মনে হল এ রকমটি যেন এর পূর্ব্বে আর চোখে পড়েনি। সমস্ত গতানুগতিক প্রথাকে উল্টে দিয়ে—স্বচ্ছ, সাবলীল ভঙ্গীতে নাটকীয় রসধারা কী অপূর্ব্ব ভাবেই না জমাট বেঁধে উঠেছে!

মনে হল এই অভিনব স্রষ্টাটির সঙ্গে পরিচিত না হ'তে পারলে— জীবনের একটা দিক যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম—মাঝে মাঝে নাট্যকার দিনাজপুর আসেন বটে, কিন্তু থাকেন তিনি কলকাতাতে। সেবার আর কোন মতেই দেখা করা সম্ভবপর হল না।

এর বছর দুই পরের কথা। পূজোর ঠিক আগে দিনাজপুর হয়ে

ছোট দাদামশায়ের সঙ্গে দেশে যাচ্ছি। ট্রেনে এক প্রিয়দর্শন যুবক তাঁর সঙ্গে আলাপ করে পার্ব্বতীপুরে নেমে গেলেন।

দাদামশাই আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, তোর সঙ্গে আলাপ নেই? আমি বল্লাম, কে? জবাব পেলাম মন্মথ রায়, নাটক লেখেন। সমস্ত শরীরে যেন একটা শিহরণ জেগে উঠ্‌ল। এই মন্মথ রায়!—শুধু নাট্যকার বল্লে ত ওকে চেনা যায় না—ও যে যাদুকর!

প্ল্যাট্‌ফরমে নেমে ছুট্‌লুম।

কিন্তু ততক্ষণে তিনি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। কামরায় ফিরে এসে দাদামশাইকে অনুযোগ করে বল্লাম, কেন আপনি আগে বল্লেন না? তিনি হেসে জবাব দিলেন, ভয় নেই উনি যাবেন হিলি অবধি। এই এলেন বলে।

আলাপ হ'ল। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচে, যা বল্‌তে চাই কিছুই বল্‌তে পারলাম না। মনে হ'ল মন্মথ বাবুর সঙ্গে খুব খানিকটা আবোল তাবোল বকি! তার স্বষ্ট চরিত্রগুলির মূল রসধারা কোত্থেকে আবিষ্কার করেছেন জিজ্ঞাসা করি। তাঁর নিজের মুখে তাঁর নাটকের আবৃত্তি শুনি!

সেদিন যে কামনা সার্থক হয়নি, পরবর্ত্তী জীবনে তার চতুর্গুণ লাভ হয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী তার সঙ্গে সাহিত্য চর্চ্চা করে কাটিয়েছি! কত নূতন তত্ত্ব—কত নূতন কাহিনী! তখন জান্‌লুম নাট্যকার মন্মথ রায়ের চাইতে মানুষ মন্মথ রায় আরো বড়।

আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নাট্যকারের প্রশংসাপত্র লিখতে বসিনি। সে ধৃষ্টতা আমার নেই। যাঁর ঢাকায় ছাত্রাবস্থার লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তোমার টেক্‌নিক্‌ Perfect, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যাঁর লেখা পড়ে তারিফ করেছেন ও নজরুল যাঁর প্রশংসা কর্ত্তে গিয়ে বলেছিলেন সূর্য্যকে

অভিবাদন কর্ত্তে পারি কিন্তু তাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই—তাঁর সম্বন্ধে নূতন করে আর কি বলব!

বঙ্গ সাহিত্যে এই একাঙ্ক-নাটিকাগুলি মন্মথ রায়ের এক অভিনব দান। মাসিকের পাতায় যেগুলি ছড়িয়েছিল তাই কুড়িয়ে নিয়ে এই একাঙ্কিকার জন্ম।

আমি জানি এই একাঙ্ক-নাটিকা সম্পাদনের ভার পড়লে যে কোন সাহিত্যিক গর্ব্ব অনুভব কর্ত্তেন! কিন্তু যে অনুরাগে ও যে আন্তরিক স্নেহে তিনি সে ভার আমার ওপর অর্পণ করেছেন, তা আমি জানি। আর জানি বলেই সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবো না!

কিন্তু আজকের দিনে শুধু এই সঙ্কোচই হচ্ছে, বুঝি এই সম্পাদনা যে ভাবে সম্পন্ন করলে সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হতো তা আমি করতে পারিনি! এইখানেই বলে রাখা ভালো কাজের তাড়ায় ও প্রেসের গোলমালে ১৪৫ থেকে ১৬২ পৃষ্ঠা অবধি ভুলে গণনা করা হয়নি। এজন্য অবশ্য পুস্তকের পাঠ্যাংশের কোনো ক্ষতি হয়নি। তার জন্য যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে সে জন্য দায়ী আমি। নাটিকা নির্ব্বাচনের সমস্ত দায়িত্বও আমার। তিনি সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। তাঁর সে স্নেহের মর্য্যাদা যদি রাখতে পেরে থাকি ত নিজেকে ধন্য মনে করবো।

নাটকের নামাকরণ করেছেন নাট্যকার স্বয়ং এবং এর চাইতে সুন্দরতর নাম আমার পরিকল্পনায় আসত না।

এই একাঙ্ক-নাটিকা-সংগ্রহ যে বাঙলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব দান বলে গৃহীত হবে এবং এর যে বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে—একথা ইতিপূর্ব্বে আমি বহু সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে শুনেছি।

নাট্য-সমালোচক বন্ধুবর চন্দ্রশেখর এই পরিকল্পনার কথা শুনে উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, এর একখানি আমার চাই-ই।

আজ দীপান্বিতা-পূজার দিনে নাট্যকারের একাঙ্ক-নাটিকার দীপান্বী সাজিয়ে বাণীর পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করলুন—জানি, আরতি করবার এর চাইতে যোগ্যতর উপকরণ আর আমার জুটবে না।

দীপান্বিতা, '৩৮
নিয়োগী-নিকেতন
কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৪৫

শ্রীঅখিল নিয়োগী
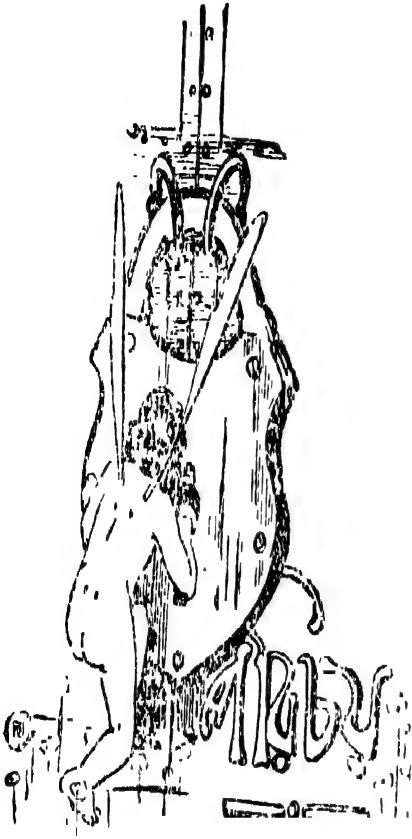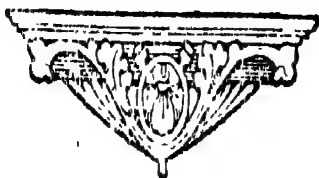
রাজপুরী

রাজপুরী

[কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎএর রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ মহাসমারোহে-সজ্জিত উদ্যান-ভবন। বাহিরে পূর্ণিমার জোৎস্না-স্নাত কুঞ্জ-বীথি। সম্মুখে শ্বেত পাথরের অঙ্গনে ঝর্ণা। কক্ষ মধ্যে সহস্র প্রদীপের পূর্ণদীপ্তি।

চৈত্র মাসের বসন্ত-উৎসব। আজ কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি বলিয়া বসন্তোৎসবের বিচিত্র গরিমা সমধিক বর্দ্ধিত।

কুঞ্জ-বীথির অন্তরালে, ঝরণার চারি পাশে, প্রাসাদকক্ষের মধ্যে আবির কুঙ্কুম ও রং লইয়া রাজান্তঃপুরের নরনারী উৎসবমত্ত।

দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইলে দেখা গেল সেই পরিপূর্ণ উৎসবের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলতা,—আর শোনা গেল অজস্র কণ্ঠের বিচিত্র কলগান। সহসা ভেরী ও দামামা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষগণ "রাজা" এবং নারীগণ "রাণী" "রাণী" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে কক্ষমধ্যে যথাশীঘ্র সমবেত হইলেন।

কক্ষের তিনটি দরজা। দক্ষিণের ও বামের দরজা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র...কিন্তু মধ্যের দরজাটি সুবিশাল। মধ্যের এই সুবিশাল দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এই দরজা দিয়া রাণী বাসবক্ষত্রিয়া তাঁহার

তিন বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র কুমার রাজশেখরকে দুইহস্তে উর্দ্ধে ধারণ পূর্ব্বক নাচাইতে নাচাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ...তাঁহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণ-পেটিকা। রাজা ও রাণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহাদের এক পার্শ্বে পুরুষগণ ও অন্য পার্শ্বে নারীগণ রংএর পিচকারী হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রং-ক্রীড়া করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন।

—গান শেষ হইলে সকলেই আভূমি নত হইয়া রাজা-রাণীকে অভিবাদন করিলেন।]

রাজা। [দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

[তাহার পর]—উৎসব এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। তোমাদের জন্য ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আবির কুঙ্কুম নিবেদন ক'রে সেই চরণাশীষ এনেছি। রাণী! কুমারকে আমার ক্রোড়ে দিয়ে তুমি এই চরণাশীষের ডালি নাও...সবার কপালে এই মঙ্গল-ধূলির টিপ্ দিয়ে দাও...

রাণী। [চমকিয়া উঠিয়া] আমি!

রাজা। হাঁ, তুমি।

রাণী। না রাজা,—তুমিই দাও...চেয়ে দেখ রাজশেখর এই রংএর খেলা দেখে কেমন খুসী 'হয়ে উঠেছে!...ওর এই পদ্ম-আঁখি দুটিতে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে!—কি চোখ!—কি সুন্দর! [কুমারের চোখে চুম্বন করিতে লাগিলেন।]

পুরুষগণ।—দিন্...আমাদের মাথায় ভগবানের চরণ-ধূলি দিন্...

নারীগণ। রাণীমা!—আমাদের কপালে ভগবানের ঐ চরণ-ধূলির টিপ্ পরিয়ে দিন্...

রাজা। রাণী!—কুমারকে আমার হাতে দিয়ে এই ডালি ধর...

রাণী। রাজা!—রাজশেখর আমার পানে চেয়ে আছে!...অপলক চোখে চেয়ে আছে!—চরণ-ধূলি তুমিই বিলিয়ে দাও...শেখর! আমার সোণা! আমার মাণিক!

[কুমারকে পুনরায় চুম্বন-বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন।]

রাজা। কিন্তু রাণী, এ মঙ্গলাশীষ তোমার পুণ্য-হস্তেই বিতরিত হয়... স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা!

রাণী। আমার পুণ্য-হস্তে! [কাঁপিয়া উঠিলেন।] [সংযত হইয়া কুমারের পানে অপলক দৃষ্টিতে...] না রাজা! আমাকে ক্ষমা কর।—আমি পার্ব্ব না...আমার মাণিক আমার পানে তাকিয়ে আছে...আমার এটুকু তৃপ্তি...থাক্ না!

রাজা। কিন্তু, তুমি যে রাণী শাক্য-কুল-দুহিতা...! ভগবান বুদ্ধের পুণ্য-বংশের পূত-রক্তে তোমার জন্ম! ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাক্য-বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ ব'লে ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলে যে তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে!

রাণী। আর এই শেখর!...সে কি আমার মুখের দিকে চেয়ে নাই? —না রাজা, শেখর ভয় পেয়েছে...সে কেঁপে উঠেছে...তার আঁখিতারা ভয়ে মিট্ মিট্ কর্চ্ছে...ও কেঁদে উঠবে!—আমি ওকে নিয়ে বাইরে ঐ ঝর্ণার ধারে চললুম...শেখর!—আমার সোণা! আমার মাণিক! আমার লক্ষ্মী!

[তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে অঙ্গনের পথে ঝর্ণার দিকে প্রস্থান।]

রাজা। রাণী কুমারকে নিয়েই পাগল। আমি এ চরণাশীষ তুলে

রাখলুম...রাণী অন্য সময় তোমাদের এ প্রসাদ দেবেন। চল, আমরা কলা-ভবনে যাই। কুমারের জন্ম-তিথি উপলক্ষে রাণী কপিলাবস্তু হতে তাঁর পিতা শাক্যরাজার সভাকবি কবিশেখরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—তাঁর গীতিকাব্য, তাঁর গান...সুন্দর...অতি সুন্দর। যাও, তোমরা সেই সঙ্গীত-সুধায় স্নান করে ধন্য হয়ে এস...রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও এখনি যাবো...

[অঙ্গনের পথে রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।]

[রাজা ধীরে ধীরে অঙ্গনের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীকে ডাকিবেন, কি, নিজে রাণীর নিকট যাইবেন চিন্তা করিতে করিতে রাণীকেই ডাক দিলেন...]—রাণী!

রাণী। [প্রাঙ্গন হইতেই] আমায় ডাকছো?

রাজা। ডেকে কি কোন দোষ করলুম? [এমন সময় কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া রাণী রাজার নিকট কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

রাণী। [রাজার প্রতি]—রাগ করেছ বুঝি?—কিন্তু, র'সো...,—মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর সহচরী মল্লিকার প্রবেশ] জলতরঙ্গের বাদ্য এনে বাজা...শেখরের চোখে ঘুমের পরী উড়ে এসে চুমো দিক্...[কুমারকে চুম্বন করিয়া মল্লিকার ক্রোড়ে দিলেন। মল্লিকা তাহাকে লইয়া দক্ষিণের দ্বারপথে পার্শ্বস্থ কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং শীঘ্রই জলতরঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হইল। সেই মৃদু সুর-লহরীর মধ্যেই রাজা রাণী কথোপকথন করিতে লাগিলেন] খুব রাগ করেছ, না?

রাজা। আমি হয় ত রাগ করিনি...কিন্তু, পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তোমার ঐ কল্যাণহস্তের মঙ্গলস্পর্শ হতে তাদের বঞ্চিত কর্লে কেন রাণী?

—রাজপুরী—

রাণী। রাজা!—আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।—ঠিক উত্তর দেবে?

রাজা। কি রাণী?

রাণী। আমাকে তুমি কি ভাবো?—আমি মানুষ, না দেবী?

রাজা। তুমি দেবী...স্বয়ং ভগবানের পূত-রক্ত তোমার শিরায়... ধমনীতে প্রবাহিত...

রাণী। এবং সেই জন্যই, বৌদ্ধসঙ্ঘে কৌলিন্য লাভের সহজ পন্থা স্বরূপ তুমি তোমার সামন্ত শাক্যরাজকে তোমার রক্তচক্ষুতে বশীভূত করে আমাকে তোমার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেছ,—কেমন?

রাজা। ঠিক্।

রাণী।—বেশ। কিন্তু, এই আমি যদি ঐ শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ না করতুম, তবে...আমার এই সাধারণ রূপ সম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ কর্ত্তে পার্ত্তুম না...

রাজা। পদ্ম কি তার নিজের রূপ নিজে উপলব্ধি কর্ত্তে পারে?

রাণী।—ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার...কিন্তু, তোমার সত্যিকার উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তিটুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই জন্যই আমি দেবী ...সেই জন্যই আমি সহধর্ম্মিণী। কিন্তু, রাজা, এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয়?

রাজা। তার অর্থ?

রাণী। আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ...জন্ম আমাদের যা-ই হোক্ না কেন!

রাজা। কিন্তু তোমার এই জন্ম-গৌরবের উপরই যে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে

আমার সকল সম্মানের প্রতিষ্ঠা! আজকে সেই পুরানো কথাটি মনে পড়ছে। ষোল বছর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্ঘে আমি তাঁদের জন্য আহার্য্য পাঠাতুম। কিন্তু, দেখতুম, তাঁরা তা শ্রদ্ধায় গ্রহণ কর্ত্তেন না। এক দিন আমি নিজে স্বয়ং ভগবানের নিকট গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। ভগবান বল্লেন "বন্ধুত্বের দান ভিন্ন আমরা অন্য দান গ্রহণ করি না।" শুনলুম "জ্ঞাতিবন্ধুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

রাণী। তারপর আমাকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞাতিত্ব অর্জ্জন করেছ। কিন্তু রসাতলে যাক্ সেই সমাজ...যে সমাজে বন্ধুত্ব জ্ঞাতিত্বের চোরাবালির উপর নির্ভর করে!

রাজা। রাণী! তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছ কেন?

রাণী। [রাজার প্রতি অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] আমি এখন রাত্রিতে ঘুমুতেও যে পারি না রাজা!

রাজা। সে আমি দেখেছি। কিন্তু কেন রাণী?

রাণী। আমি ভাবি...সারাক্ষণ ভাবি!...আমি ভয় পাই...ইচ্ছা হয়...ইচ্ছা হয়—

রাজা। কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। আমি হয় ত পাগল হব! হব কি, হয় ত হয়েছি,—না রাজা?

রাজা। তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। হাসবে না?

রাজা। হাসবো কেন!

রাণী। কাঁদবে না?

রাজা। কাঁদবো কেন! ছিঃ রাণী!

রাণী। রাগ কর্ব্বে না?

রাজা। [রাণীর হাত দুখানি ধরিয়া] তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী। [অপ্রকৃতিস্থ ভাবে]—আমি আমার এই বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব...

রাজা। [হাসিয়া] আমার এক রাজ্যখণ্ড-মূল্যে এর চাইতে সহস্রগুণে গরিমাময় বসন ভূষণ তোমায় আমি পরিয়ে দেব...

রাণী। না রাজা। সেদিন কাশী হতে এক নর্ত্তকী এসে আমাদের সম্মুখে নৃত্য করেছিল—নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে সে বিবসনা হয়ে পড়েছিল। আমি তার সেই অসভ্যতার জন্য তোমার চোখের সম্মুখেই তার মস্তক মুণ্ডন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলুম।—মনে পড়ে?

রাজা। হাঁ, তুমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্লে না...

রাণী। [নিম্নস্বরে চারিদিকে চাহিয়া] এখন আমার ইচ্ছা হয়... আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি...দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি...আত্মার উলঙ্গ মূর্ত্তি নিয়ে তোমার চোখের সম্মুখে দাঁড়াই!—রাজা! রাগ কর্লে?

রাজা। রাণী!—রাজসভায় চল...তোমার পিত্রালয়ের সভা-কবি কবিশেখর এসেছেন,—তিনি গান কর্ব্বেন...হয়ত আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

রাণী। [রাজার মুখে কবিশেখরের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক, সহজ সংযত স্বরে] কবিশেখর! হাঁ, সে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। এসেছে,—না?—কিন্তু, আমি যে আমার বিরূধকের প্রতীক্ষা করছি...তারও তো কবিশেখরের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে ফিরে আসার কথা...

রাজা। কুমার বিরূধক আর কবিশেখর একসঙ্গেই কপিলাবস্তু হতে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু, সৈন্যদলের নদী পার হ'তে একটু বিলম্ব হওয়াতে যুবরাজের পুরপ্রবেশেও একটু বিলম্ব হবে। তবু, খুব সম্ভবতঃ সে আজ রাত্রিতেই এসে পড়বে...

রাণী। আমি বিরূধকের সঙ্গে দেখা না করে কোনখানে যেতে পার্ব্ব না...

রাজা। এলেই দেখা হবে...

রাণী। না, কারো সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পূর্ব্বে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই...

রাজা। বেশ্...তা-ই ক'রো...। এখন চল...

রাণী। না, আমি যাব না। আমি তার সঙ্গে সবার আগে গোপনে দেখা কর্ব্ব...

রাজা। কেন রাণী?

রাণী [হাসিয়া] কৌতূহল, শুধু কৌতূহল। ছোটবেলাতে সে এসে আমাকে জ্বালাতন কর্ত্ত "মা, আর সব রাজপুত্রদের মামার বাড়ী থেকে কত উপহার আর উপঢৌকন আসে।—আমার আসে না কেন?" আমি বলতুম "তোমার মামার বাড়ী, সেই কপিলাবস্তু—কত দূ—র! তাই তোমার দাদামশায় বা দিদিমা কিছু পাঠাতে পারেন না।" তারপর এই ষোল বছর বয়সে যুবরাজ হয়েই সে জিদ্ ধরল সে কপিলাবস্তুতে যাবে। আমি বাধা দিতে পারলুম না—...

রাজা। বাধা দেবেই বা কেন! তোমার বাবা মা তাকে দেখে না জানি কত খুসী-ই হয়েছেন...কত আদর-যত্নই না জানি তাকে করেছেন!

রাণী। সেই কথা শোনবার জন্যই তো আমি ছট্ফট্ কর্চ্ছি—তুমি

যাও রাজা...রাজশেখর একলাটি ঘুমিয়ে রয়েছে তাকে ফেলে আমি যেতে পার্ব্ব না...

রাজা। কিন্তু তোমাকে রেখে আমি একলাটি সভায় গেলে কবিশেখরের গান জমবে তো? [রসিকতার হাসিটুকু হাসিয়া বামপার্শ্বস্থ দরজা দিয়া প্রস্থান। রাণীও দক্ষিণের দরজা দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতেছিলেন এমন সময় সহসা বাহিরে অতি তীব্রভাবে ভেরীবাদ্য হইতে লাগিল। রাণী চমকিয়া উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। জলতরঙ্গের বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল।]

রাণী। মল্লিকা...

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা। মা!

রাণী। [উত্তেজিতভাবে] অকস্মাৎ এই ভেরীবাদ্য কেন?

মল্লিকা। তা তো জানি না মা...

রাণী। [ভয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায়]—হয় ত বিরূধক এসেছে!—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি। না, সে এখনো আসে নি—

রাণী। [ক্রমে, চেষ্টা করিয়া সংযত ও শান্ত হইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থভাবে] তবে ও বুঝি তোমারি অভিনন্দন?

কবি। আমার অভিনন্দন তোমার ঐ দৃষ্টি-প্রসাদে।

রাণী। [অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া] বটে! হুঁ। [ভেরীবাদ্য] তবে ও কি?

কবি। যুদ্ধের আশঙ্কা।

রাণী। যুদ্ধ ?

কবি। হাঁ, খণ্ডযুদ্ধ। আজ বসন্তোৎসব আর কুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে নগরবাসী প্রমোদোন্মত্ত জেনে গুপ্ত বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে খবর পাওয়া গেছে। সেনাপতির এই সংবাদে এই মাত্র রাজা স্বয়ং দুর্গে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আর সময় না পেয়ে আমাকে দিয়ে তিনি তোমাকে এ খবর পাঠিয়ে দিলেন—

রাণী। [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্যে] শেখর !—আমার বিরূধক ?

কবি। ভয় নেই। সে নিরাপদ। তার নিকট খবর গেছে। নগরের বাইরে সে সুগুপ্তভাবে অবস্থান কর্ব্বে।

রাণী। কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করার পর—

কবি। রাজা বলে গেলেন কোনই আশঙ্কা নেই। বিদ্রোহীরা ঐ ভেরীবাদ্যে রাজধানী সতর্ক রয়েছে বুঝতে পেরে খুব সম্ভবতঃ আর আত্ম-প্রকাশই করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—

রাণী। [দারুণ উত্তেজনায়] সম্মুখে বিরূধক...তবু আমি নিশ্চিন্ত ! কবি ! এবার কি তবে শুধু ব্যঙ্গ কর্ত্তেই এসেছ ?

কবি। কেন রাণী ?

রাণী। আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তোমার স্পর্দ্ধা দেখে...আবার পরক্ষণেই তোমার ঐ চোখের দিকে যেই চাই—আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি !

কবি। আমি তোমাকে রাজার খবর দিতে এসেছিলাম, এইবার তবে কলা-ভবনে যাই...

রাণী।—দাঁড়াও...

কবি।—বল...

রাণী। কাছে এস...আরো কাছে এস...

কবি। [অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাছে আসিয়া]—বল...

রাণী। [চারিদিকে চাহিয়া নিম্ন-স্বরে] বিদূষক কি কিছু জেনে এসেছে ?

কবি। সে পথ তো তুমি পূর্ব্ব হতেই রুদ্ধ করে রেখেছিলে—

রাণী। তবু...যদি কারো বিন্দুমাত্র অসাবধানতায়—

কবি।—না, তা হয় নি।—হ'লে আমি শুনতে পেতাম।

রাণী। কবিশেখর!

কবি। রাণী!

রাণী।—আর যে আমি পারি না!—এ যে অসহ্য!

কবি। চল, আমি গান গাইব...তুমি শুনবে...

রাণী। কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার গানখানি শোন...শুনবে ?

কবি।—গাও...

রাণী।—তোমার সেই কালো পাখীটি ভালো আছে ?

কবি। কালো পাখী ?

রাণী।—তোমার বৌ...সেই "কোকিল"...

কবি। তার নাম ত কোকিল নয়...

রাণী। ও...তবে, তবে...হাঁ, "কাক" ; না ?

কবি। তার নাম "কাকলী"। আমি চললুম...

[প্রস্থানোদ্যত...]

রাণী। না, না, রাগ ক'রো না। আমি ভুলে গিয়েছিলুম। তা তার চোখ ভালো হয়েছে ?

কবি।—সে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ...

রাণী। এখনো তুমি তাকে...তেমনি ভালোবাসো...না?

কবি। [পরিপূর্ণ বিরক্তিতে চলিয়া যাইতে যাইতেই সহসা ফিরিয়া]। তোমার কি মনে হয়?

রাণী।—আমাকে রক্ষা কর। হাঁ, ভালো কথা, তোমার মেয়ে ভালো আছে?

কবি।—আছে।

রাণী। সে দেখতে কেমন হয়েছে কবি?

কবি। কালো হলেও সে আমাদের কুটীরখানি আলো করে রেখেছে রাণী!

রাণী। কবি! আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব...রাগ কর্ব্বে না?

কবি। বল রাণী...

রাণী। তোমার মেয়ে দেখতে কার মত হয়েছে কবি?

কবি। [একটু ভাবিয়া] কেমন করে বলব!

রাণী। এই ধর, তোমার মতো...কি তার মা কাকলীর মতো... কিম্বা...

কবি। ...কিম্বা—

রাণী। ...[একটু ইতস্ততঃ করিয়া] এই আমার মতো...

কবি। তার রং হয়েছে তার মার মতো...আর মুখ হয়েছে বোধ হয় কতকটা আমারি মতো...

রাণী। শেখর! শেখর! আমার মত কি তার কিছুই হয় নি... এতটুকুও না?

কবি। —অপরূপ তোমার রূপ।—সে রূপসী হয় নি রাণী!

রাণী। —হুঁ। তার চোখ দুটি ঠিক তোমারি মত হয়েছে, না ?

কবি। —হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু, একরত্তি ঐ মেয়েটির উপর তোমারি বা এত আক্রোশ কেন ?

রাণী। ...তোমার ঐ চোখ...ও যে অতুল !...অনুপম !—এখন কি ভাবি জানো ?

কবি। —কি ভাব রাণী ?

রাণী। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কবি। কিরূপ ?

রাণী। আমি তোমার ঐ চোখদুটির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম ; কিন্তু তুমি আমার পানে ফিরেও তাকাও নি...আজ তোমার ঐ...কাকলীই তার শোধ নিয়েছে...

কবি। আজ আর সে পুরানো কথা কেন ?

রাণী। —আজ নয়ই বা কেন ? আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্।...তোমার ঐ চোখ দুটি আমার বড়ই ভাল লাগতো...মনে করে দেখ সেই কিশোর কালের কথা। আমাদের রাজসভায় তুমি গান গাইতে... আমি কখনো বা নাচতুম কখনো বা বীণা বাজাতুম।...আমার নৃত্যের তালে তালে তোমার গান অগ্নিশিখার মত খেলতো...আমার সুরের ঝঙ্কারে তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ চমকাতো...

কবি। —মনে আছে। তুমিই আমার কণ্ঠে সুর দিয়েছিলে, প্রাণে গান দিয়েছিলে...

রাণী। [শ্লেষ হাস্যে]—দিয়েছিলুম,...সত্যি ?—কিন্তু তার চাইতেও তো আরো বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলুম...তবে আমার সে বরমাল্য

প্রত্যাখ্যান কর্লে কেন কবি ?...তোমার সেই বালিকা-বধূ...সেই গ্রাম্যবালা ...সেই দৃষ্টিহীনা কালো বৌ-টি...সে কি...

কবি। —রাণী, ক্ষমা কর,...আমি আসি...

[প্রস্থানোদ্যত...]

রাণী। [হঠাৎ আদেশসূচক স্বরে] না, যেতে পার্ব্বে না...দাঁড়াও...

কবি। [চমকিয়া উঠিয়া...সবিস্ময়ে]—এ কি ! ও হাঁ...তুমি রাণী... কি আদেশ ?

রাণী। —হাঁ, আমি রাণীই বটে...কিন্তু, এ মণি-মুকুট আমি চাই নি...আমি চেয়েছিলুম তোমার ভাঙ্গা-ঘরের চাঁদের আলো। আমি তো রাজশক্তির দিব্যদৃষ্টি চাই নি আমি তোমার ঐ পদ্ম-চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসাদ চেয়েছিলুম। তুমি বলেছিলে কাকলী কি মনে কর্ব্বে...আমি বলেছিলুম কাকলী যে আকাশের তলে বাস করে সেই একই আকাশে চাঁদও ওঠে... সূর্য্যও ওঠে...ওঠে না ?—বল তুমি...

কবি। —ওঠে। কিন্তু সে ছিল কালো, তার উপর সে ছিল দৃষ্টি-হীনা, তারো উপর সে ছিল শিক্ষাশূন্যা। তার এই অনন্ত দৈন্যকে আমি তো একদিনও তার দৈন্য মনে কর্ত্তে দিই নি...সে তাই পরিপূর্ণ নির্ভরে আমার উপর নির্ভর করে ছিল। রাজকন্যাকে তার পাশে এনে দাঁড় করালে সে মনে কর্ত্ত জীবন তার ব্যর্থ...আমি তার রিক্ততা ঐ রাজকন্যাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিলুম...

রাণী। হাঁ, তাকে দয়া করে গেলে, কিন্তু আমাকে দয়া কর্ত্তে তোমার হাত উঠলো না। আমিও প্রতিশোধ নিলুম। তারা যখন জোর করে আমার মাথায় কোশলের রাজমুকুট তুলে দিলে, আমি আপত্তি কর্লুম না। আজ আমি তো সেই রাণী !

কবি।—কল্পনাতীত সুখেই তো রয়েছ রাণী!

রাণী।—সুখে আছি! আর যদি কেউ এই কথা আমায় বলতো... আমি স্বহস্তে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম!

কবি।—এ পক্ষপাত আমার উপর না হয় না-ই করলে।

রাণী।—তোমার ঐ চোখ...তোমার ঐ চোখ...আমি সব ভুলে যাই। [বলিয়াই যেন লজ্জা পাইলেন। পরে সংযত হইয়া]—আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি শেখর?

কবি। অপ্রকৃতিস্থ হবে কেন রাণী?

রাণী।—আচ্ছা কবি, আমার এই নূতন রূপ দেখে কি বুঝেছ?

কবি।—তুমি বসন্তের রাণী বাসন্তী!

রাণী—রংএ লাল হয়েছি, না? মূর্খ! এ রং নয়!...এ রক্ত! তাজা রক্ত! টাট্‌কা রক্ত! এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ!—আর কত যুদ্ধ কর্ব্ব! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্ত্তে পারি!...শেখর! আমায় বাঁচাও...আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল...আমাকে মুক্তি দাও...আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে চল—

[কবির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন...]

কবি।—[বিচলিত হইয়া]—কিন্তু রাণী, সে যে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ! আঘাত যদি সে পায়, তবে এখনি যে সে সব চাইতে বেশী পাবে!

রাণী। [করুণ নেত্রে] শেখর!

কবি। শোন রাণী! জীবনের পুরানো পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে নূতন পাতায় নূতন পুঁথি লেখ...শান্তি পাবে...মুক্তি পাবে. .

রাণী।—কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব! না শেখর, আমার এই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে সত্যের সম্মান রক্ষা কর...

কবি।...ভুলে যাও...ভুলে যাও রাণী...আমাকে ভুলে যাও...

রাণী। অসম্ভব! অসম্ভব! ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি! আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছ। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কত দিন ঢেকে রাখতে পারি?

কবি। মনে কর আমি মৃত। আর তা-ও যদি না পারো রাণী,... ঐ হাতে একখানি অস্ত্র এনে দাও...এখনি আমি তা সাগ্রহে গ্রহণ করে আমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সত্যকে তোমার চোখের সম্মুখে ধরি...

রাণী। [কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া] তুমি জান না! তুমি দেখ নি!...তা-ই।...কবি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর...আমার কুমার হয়ত জেগে উঠে কাঁদছে...আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি তাকে দেখ নি, না কবি?

কবি।—দেখতে আর অবসর পেলুম কই রাণী?

রাণী। এই সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়...আমি এখানেই তাকে নিয়ে আসি। [প্রাঙ্গণে কে গান গাহিয়া যাইতেছিল...] তুমি ততক্ষণ গান শোন...

কবি। ও কে গাইছে রাণী?

রাণী। ও বলে ও "চৈত্র রাতের উদাসী"...দেখো এখন...এখানেই আসবে...

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[কবি উঠিয়া অঙ্গনের সম্মুখে গেলেন। উদাসী গান গাহিয়া যাইতেছিল...তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। উদাসী গাহিতে গাহিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—গাহিতে গাহিতেই উদাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কবি বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন।]

—রাজপুরী—

[ধীর-পদসঞ্চারে রাণী কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কবির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন...]

রাণী।...কবি!

কবি। [চমকিয়া উঠিয়া] রাণী!

রাণী। বল দেখি এ কে! [কুমারকে কবির সম্মুখে ধরিলেন...]

কবি। তোমার কুমার...

রাণী। এ তুমি। এই পরিপূর্ণ দীপালোকে এস...[এক হাত দিয়া কবিকে প্রদীপের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।]...এই আমার সন্তান... কিন্তু এ কার মুখ?—রাজার নয়...আমারও নয়...তোমার। এ কার চোখ? রাজার নয়, আমার নয়...তোমার। কার মতো এর রং?—রাজার মতো নয়, আমারো মত নয়...ঠিক্ তোমার মতো। তোমার ঐ নাক...তোমার ঐ ভ্রূ...পরিপূর্ণভাবে এই মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমার চোখের মধ্য-মণিতে একটি তিল আছে...দেখ এর চোখেও সেটি বাদ যায় নি...

কবি। [দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া] রাণী! রাণী! এ আমি কি দেখছি! এ আমি কি দেখলুম!

রাণী। দেখলে সত্যের নগ্ন-মূর্ত্তি। রাজার সন্তান আমার গর্ভে ছিল ...তুমি আমার মনের সকল চিন্তা জুড়ে ছিলে...সে তোমার রূপ ধরে আমার নিকট মূর্ত্তিমান হয়ে এল! এর নাম রেখেছি কি জানো?

কবি। [স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে] কি?

রাণী। "শেখর"! "রাজশেখর"! তুমি কবিশেখর...এ আমার রাজশেখর।

কবি। নরক! নরক! আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আমার চোখ জ্বলে গেল!

রাণী। আমারো নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!—আমার হাত ধরো... চল বাইরে চল...

কবি। না রাণী...এ চোখে আর তোমার দিকে চাইবো না...ঐ শিশুর পানে চেয়ে আমার চোখ জলে যাচ্ছে...আমি চললুম...কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে রাখে!...

[অঙ্গনের পথে দ্রুত প্রস্থান। রাণী আরক্তিম চোখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন...অস্ফুট ধ্বনিতে কি সঙ্কল্প আঁটিয়া লইলেন।]

রাণী। মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে মল্লিকার প্রবেশ।]...কুমার [মল্লিকার ক্রোড়ে কুমারকে দিলেন ও তাহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মল্লিকা চলিয়া গেল।] দাসী!—[বামপার্শ্বের দরজা পথে দাসীর : প্রবেশ]...আমার সেই মূক ক্রীতদাস—[দাসী চলিয়া গেল।] [পাদচারণা করিতে করিতে] হাঁ, শুধু তার ঐ চোখ দুটি যদি না থাকতো! কি সুন্দর ঐ চোখ দুটি! ঐ পদ্ম-আঁখির মণি-তারা আমার সমস্ত জীবনটাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে!...ঐ চোখ দুটি...ঐ চোখ দুটি [ভেরীবাদ্য]...ঐ যুদ্ধ-বাদ্য! প্রতিহিংসার ঐ রুদ্র-আহ্বান।—ক্রীতদাস! ক্রীতদাস! [বামপার্শ্বের দরজা দিয়া বিকট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ মূক ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুণ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড শক্তিমান...ভীতিব্যঞ্জক, অতিকায় তাহার শরীর। এক হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ছুরিকা।] [রাণী তাহাকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ সরিয়া গেলেন...ও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন]...না না, প্রয়োজন নেই...আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও... (ক্রীতদাস উঠিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]—যা—ও...

[কৃতদাস তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল] [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া] না, যাক্। বিশ্বের সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ! অক্ষয় হোক্...অমর হোক... [ধীরে ধীরে, আবেগে,] ঐ চোখদুটির পানে কতদিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি...তবু তৃপ্তি পাই নি ! ঐ আঁখিপাতে শুধু একটী চুম্বনরেখা এঁকে দিতে চেয়েছি...কিন্তু, পাইনি, পারিনি... [ভেরীবাদ্য—, ভেরীবাদ্য শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন]—ঐ আবার ! [বিষম উত্তেজনায় যেন নাচিয়া উঠিলেন] আবার আবার সেই আহ্বান...[সপদদাপে]—কৃতদাস— [পূর্ব্ববৎ কৃতদাস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।] ওঠো...[কৃতদাস উঠিয়া দাঁড়াইল] এসো—[তাহাকে লইয়া প্রাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইলেন] কিন্তু আবার পা টলে কেন ? বুক কাঁপে কেন !—দাসী ! [দাসীর প্রবেশ।] জলতরঙ্গ বাজাও দেখি দাসী। আমি তার তরঙ্গের তালে তালে অগ্রসর হব...[দাসী চলিয়া যাইয়াই জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল।] [সহসা কৃতদাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া] এইবার এসো তুমি...[তাহাকে লইয়া অঙ্গনের এক কুঞ্জবীথির ধারে গেলেন—এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ দিতে লাগিলেন। কৃতদাস ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবে...আভাস দিল ! এবং পরে তাঁহার চরণধূলি লইয়া দৃপ্তচোখে দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল...এমন সময় রাণী ঐ কুঞ্জবীথির পার্শ্ব হইতেই চাপা গলায়, কিন্তু, জোরে বলিয়া উঠিলেন]—চিনেছ ? [কৃতদাস ইঙ্গিতে বুঝাইল চিনিয়াছে।] তার নাম ? [কৃতদাস নাম বলিতে চেষ্টা করিল...কিন্তু পারিল না]—"শেখর" ..."শেখর"...যাও—[কৃতদাস চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। রাণী দৃপ্তচরণে অঙ্গন হইতে কক্ষমধ্যে উঠিয়া আসিলেন। এবং ইঙ্গিতে জলতরঙ্গ বাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন।] [বামপার্শ্বের দরজা হইতে কে ডাকিল 'মা']

উঃ বাঁচলুম...যাও দাসী...আমায় বিরক্ত ক'রো না...আমি সম্পূর্ণ সুস্থ! আমি নাচতে পারি থিয়া তাথৈ...থিয়া তাথৈ...থিয়া তাথৈ...আমি হাসতে পারি হাঃ হাঃ হাঃ [দক্ষিণের দ্বারে মল্লিকার প্রবেশ।]

মল্লিকা।—দাসী !—

দাসী। কি ঠাকরুণ!

রাণী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন—মল্লিকার স্বর শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে মল্লিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন।]

মল্লিকা। আমি কি এখন রাণীমার সম্মুখে আসতে পারি?

রাণী। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সভয়ে] না-না-না কখ্খনো না—[মল্লিকার প্রতি এক হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্য হস্তে তাঁহার চোখমুখ আবৃত করিলেন।]

মল্লিকা।—কিন্তু, না এসেও যে পারি না মা...

রাণী। [তদ্রূপ অবস্থাতেই]—দূর হও তুমি...

মল্লিকা। আমি তাকে নিয়ে এসেছি...

রাণী। [বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া]—দাসী! শুনে যা [দাসী নিকটে আসিল] শোন্...[কাণে কাণে কি কহিলেন।] [দাসী মল্লিকার পাশে যাইয়া দরজাপথে উঁকি দিয়া কি দেখিল...ও পরক্ষণেই রাণীর নিকট ছুটিয়া গেল...] [পরিপূর্ণ ব্যাকুলতায়] কে? ও দাসী?

দাসী।—শেখর...

রাণী। [রাগিয়া উঠিয়া, সপদদাপে] কোন্ শেখর...?

দাসী।—কুমার।

রাণী। তার চোখের দিকে চেয়েছিলি?

দাসী। হাঁ, সেই পদ্মচক্ষু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে...

রাণী। [ছুটিয়া মল্লিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে কুমারকে তুলিয়া আনিয়া তাহার চক্ষু চুম্বন-বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন।]

মল্লিকা। [রাণীর সম্মুখে আসিয়া] ওকে দাসীর কোলে দিন... দাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক। বাইরের ঐ ভেরীবাদ্যে কুমার ভয় পাবেন...

রাণী। যাও মানিক...দাসীর কোলে ঘুমিয়ে পড়...দাসীর হস্তে কুমারকে দিলেন। দাসী কুমারকে লইয়া দক্ষিণের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল]—কিন্তু মল্লিকা, একটা কথা...।—জিজ্ঞাসা কর্ত্তে শিউরে উঠ্‌ছি!

মল্লিকা।—কি কথা বলুন মা...

রাণী। [সভয়ে, অতি সন্তর্পণে] সে কোথায়?

মল্লিকা। কে?

রাণী। কবিশেখর?

মল্লিকা। তিনি দেশে চলে গেছেন...

রাণী।—চলে গেছে?

মল্লিকা। হাঁ, আপনাকে তার জন্মের মত বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন...

রাণী। ঘৃণায় হয়তো দেখাটি পর্য্যন্ত করে গেল না,—না?

মল্লিকা। ও কথা বলবেন না মা...তিনি দেবতা...আপনার পাপ হবে...

রাণী। হুঁ।—আর সেই ক্রীতদাস?

মল্লিকা। তিনি তাকে বধ করে তবেই ত কুমারকে রক্ষা করেছেন...। কুমারকে রক্ষা করে আমার হাতে সঁপে দিয়েই তিনি আপনাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করে চলে গেলেন...

রাণী। অর্ঘ্য!

মল্লিকা। হাঁ, অর্ঘ্য। আমি রেখে দিয়েছি।

রাণী।—আমি দেখব...আমি এখনি তা দেখব...

মল্লিকা।—আসুন...

[মল্লিকার সঙ্গে রাণী চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অঙ্গনের পথ দিয়া রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।]

রাজা।—রাণী!

রাণী।—[চমকিয়া উঠিয়া] কি রাজা!

[অঙ্গনে জনতার বিরাট কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল।]

রাজা।—রাণী! বাইরে ঐ উন্মত্ত প্রজাসঙ্ঘ। গুপ্ত-বিদ্রোহ দমন করে এসেছি। কিন্তু ওদের দমন কর তুমি...

রাণী। আমি!

রাজা। হাঁ, তুমি। তাদের এক অভিযোগ আছে।

রাণী। কি অভিযোগ...?

রাজা। আর সে অভিযোগ তোমারি বিরুদ্ধে...

রাণী।—আমার বিরুদ্ধে!

রাজা। হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে।

রাণী। কিন্তু অভিযোগ শোনবার কি এই সময়?—বেশ! তবু শুনি...দেনা পাওনা না হয় চুকিয়েই যাই...

রাজা। তারা বলে এ রাজ্যে আজকে এই যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে...এ শুধু আজ রাত্রে এই প্রাসাদে ভগবানের চরণধূলির অমর্য্যাদা করার দরুণ...

রাণী। কি অমর্য্যাদা হয়েছে শুনি...

রাজা। তুমি ভগবানের জ্ঞাতিকন্যা হয়েও তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করনি...। ভগবদ্বংশে তোমার জন্ম...বংশ-গৌরবে তুমি মহামহিমময়ী...! সদাচারের মধ্যে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা...ধর্ম্মক্রিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার —তুমি আমার রাজপুরীর সেই শ্রেষ্ঠ পূজারিণী হয়েও স্বধর্ম্মে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ...

রাণী।—তা আমাকে কি করতে হবে?

রাজা। সেই চরণধূলি তুমি এখন ঐ উন্মত্ত জনসঙ্ঘের ললাটে স্পর্শ করবে...

রাণী।—[ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাহার পর,] কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার এক অভিযোগ আছে...তার বিচার কর...

রাজা।—আমার আপত্তি নেই। কি তোমার অভিযোগ?

রাণী।—ব্যভিচারের অভিযোগ।

রাজা।—কার বিরুদ্ধে?

রাণী।—সুবিচার পাবো?

রাজা।—কবে না পেয়েছ?

রাণী।—কিন্তু আজ যার নামে অভিযোগ কর্চ্ছি...সে তোমারি এক প্রেয়সী...তাইতেই আশঙ্কা হয়...

রাজা। আমার বিচারকে পক্ষপাত দোষে কলঙ্কিত করেছি... শত্রুতেও তো এ কথা বলে না...

রাণী। তবে শোন রাজা...এই রাজপুরীতে তোমারি এক প্রেয়সী রক্ষিতা অতি গুপ্তভাবে আমাদের এই সুখের সংসারকে তার বিরাট ব্যভিচারে কলঙ্কিত করেছে...সে এক দাসীকন্যা কিন্তু সে কথা গোপন রেখে উচ্চকুলজাত বলে তার পরিচয় দিয়ে তোমার অন্তঃপুরে এসেছিল...

পরে সে তোমার প্রীতির জন্য, আমাকে দিয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান যা কিছু করিয়েছ...সে সবই করেছে...ধর্ম্মের, আচারের এত বড় অনিয়ম আমি কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছিনে...আর সেই জন্যই আজকে ঐ চরণধূলি বিতরণ করবার মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠানে আমার হাত ওঠে নি...! রাজা, আমার বিচার কর্ত্তে ছুটে এসেছ...কিন্তু, কর দেখি এইবার তোমার সেই রক্ষিতার বিচার...

রাজা।—কে সে?

রাণী।—নাম আগে বলব না...আগে দণ্ড উচ্চারণ কর—

রাজা। আমি তার নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করলুম—আজ রাত্রিতেই সে এ নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক......

রাণী। রাজবিধান জয়যুক্ত হোক্। আমি এখনি গিয়ে তাকে তার এই দণ্ড জ্ঞাপন করে আসি—[প্রস্থানোদ্যত...]

রাজা। কিন্তু প্রজাসঙ্ঘ ভগবানের চরণধূলির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে...

রাণী। আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্...শুদ্ধ হোক্...সত্য হোক্... তার পর—

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান।]

[বাহিরে প্রজাসঙ্ঘ "ভগবানের চরণ ধূলি" "ভগবানের চরণ-ধূলি" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

রাজা। [একটি আলো লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া আলোটি নিজের মুখের সম্মুখে ধরিয়া]—প্রজাগণ!

প্রজাসঙ্ঘ। "রাজা" "রাজা" "চুপ্ চুপ্"—"সকলে চুপ কর" "শোন" ইত্যাদি।

রাজা। প্রসাদের জন্য আর একটু অপেক্ষা কর...

প্রজাসঙ্ঘ। কেন ?

রাজা। আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্...

প্রজাসঙ্ঘ। [সমস্বরে]...পবিত্র হোক্—

রাজা। শুদ্ধ হোক্...

প্রজাসঙ্ঘ। [সমস্বরে]—শুদ্ধ হোক্...

রাজা। সত্য হোক্...

প্রজাসঙ্ঘ । [সমস্বরে]—সত্য হোক্।

রাজা। তোমরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে অপেক্ষা কর...আমি রাণীকে নিয়ে যাচ্ছি...বুদ্ধের জয় হোক্...ধর্ম্মের জয় হোক্...সংঘের জয় হোক্...

প্রজাসঙ্ঘ। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি...

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে দৃশ্যের অন্তরালে প্রস্থান।
দুর্গে পুনরায় তিনবার ভেরীবাদ্য।]

রাজা। ঐ সেই সঙ্কেত:..যুবরাজ পুর-প্রবেশ করেছে। দাসী! [দাসীর প্রবেশ] রাণী এলে তাঁকে বলো আমি এখনি ফিরে আসছি...

[বাম দরজা দিয়া প্রস্থান।]

দাসী। কুমার জেগে উঠে দুধের জন্য কাঁদছেন...রাণীমা আসেন না কেন !—ঐ যে—

[দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর প্রবেশ। একমনে অতি সন্তর্পণে তাঁহার

হস্তস্থিত স্বর্ণ-পেটিকায় কি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন। পার্শ্বে মল্লিকা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল।]

রাণী। [পেটিকা হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই] এই তার অর্ঘ্য ?

মল্লিকা। হাঁ, ঐ তাঁর অর্ঘ্য।

রাণী। [মল্লিকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] পদ্মফুল, না ?

মল্লিকা। [নীরব রহিল।]

রাণী। এই পদ্ম দুটি আমি উপ্‌ড়ে নিতে চেয়েছিলুম...পারি নি।—আজ সে তা আমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে গেল...কেন, কেন মল্লিকা ?

মল্লিকা। জানি না মা...

রাণী। ভালো।—না জানা ভালো। জীবনের এই প্রহেলিকা চিরন্তন হয়ে থাক্। চলে আয়...তুই আমার সঙ্গে চলে আয়...এ চোখের দিকে চাইব পরে...,—আগে পবিত্র করি...শুদ্ধ করি...সত্য করি... [মল্লিকার দেহে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বাম দরজা দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন—এমন সময় দাসী তাহাকে ডাক দিল...]

দাসী। মা !

রাণী। [তাহার দিকে না তাকাইয়া] কে মল্লিকা ?

মল্লিকা। দাসী...।

রাণী। কি চায় ?

মল্লিকা। কি চাস দাসী ?

দাসী। কুমার জেগে উঠেছেন, কাঁদছেন—দুধ চান...

রাণী। [হঠাৎ বিকট হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ দুধ—আগে রাজপুরী

পবিত্র হোক্— শুদ্ধ হোক... সত্য হোক...[বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ সচকিত হইয়া হঠাৎ মল্লিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া চকিতে বাম দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দাসী। [বিস্ময়ান্তে]— এ কি! রাণীমার আজ হয়েছে কি! [বাম দরজা-পথে তাকাইয়া রহিল।]

[যুবরাজ বিরূধক সহ প্রাঙ্গণের পথে রাজার প্রবেশ]

রাজা। বিরূধক—তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ ?

বিরূধক। না পিতা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। মাতামহ আমাকে খুবই সমাদর করে কপিলাবস্তুতে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কিন্তু, আমার মাতামহীকে দেখতে পেলুম না—শুনলুম তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন—

রাজা। কই, আমরা তো সে খবর পাই নি—

বিরূধক। আমিও তাঁদের সেই কথাই বললুম...উত্তর পেলুম, মা সে খবর পেলে শোকাতুরা হবেন বলে কোশলে তা গোপন রাখা হয়েছে—

রাজা। তার পর ?

বিরূধক। তার পর দেখলুম, রাজপুরীতে আমাকে প্রণাম করবার জন্য আমার বয়ঃকনিষ্ঠেরা কেউ নেই—শুনলুম তারা সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মৃগয়ায় গেছে। তখনো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি—

তার পর—

বিরূধক। তার পর কোশলে ফিরে আসবার দিন আমরা হাতীতে উঠেছি...এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার শয়নকক্ষে আমার মাতৃ-দত্ত অঙ্গুরীয়ক ফেলে এসেছি...কক্ষে ফিরে যেয়ে দেখি...এক বৃদ্ধা দাসী দুধ-জল দিয়ে আমার সেই কক্ষের যাবতীয় আসবাব ধুয়ে ফেলছে...

আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম...সে আমাকে চিনতে না পেরে বললো, এক দাসীপুত্র,—আমাদের রাজার নাচওয়ালীর নাতি—এই ঘরে বাস করে গেছে...তাই দুধ-জলে এই ঘর ধুয়ে ঘর শুদ্ধ করছি!

রাজা। বিরূধক! বিরূধক!—সে যে মিথ্যা বলে নি...বা পরিহাস করে নি...তার প্রমাণ?

বিরূধক। তখনি আমি ঘর হতে ছুটে বের হয়ে রাজপুরীর বাইরে এসে গ্রামে গ্রামে সন্ধান নিলুম। দেখলুম সব শাক্যই এ খবর জানে। তারা বললো "কোশলরাজ তরোয়ালের জোরে শাক্যবংশের মেয়ে বিয়ে করে কুলীন হবার ফন্দী এঁটেছিলেন...একটা নাচওয়ালীর মেয়ে দিয়ে তাকে খুব ঠকানো গেছে..."

রাজা। এতদূর! এতদূর!

বিরূধক।—আমিও তখনি তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলুম, "ঐ দুধ-জল আমি শাক্যদের রক্ত দিয়ে মুছে ফেলব। মিথ্যাবাদী শঠদের রক্ত দিয়ে ঐ মিথ্যা পুরীকে সত্য আর শুদ্ধ কর্ব্ব।"

রাজা।—কিন্তু, আমি ভাবছি রাণীর কথা। মিথ্যা মূর্ত্তিমতী হয়ে একদিন নয়, দুদিন নয়, এই ষোলটি বছর আমার চোখে ধূলি দিয়ে আছে! অথচ আজ—এখনি একটি পুরনারীর বিরুদ্ধে সে ঠিক্ এমনি এক অভিযোগ এনে নিজে তাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে গেছে—স্পর্দ্ধা তার!—দাসী, কোথায় সে...ডাকো তাকে...

[দাসীর বাম দরজা দিয়া প্রস্থান।]

বিরূধক।—ঐ নির্ব্বাসন্ দণ্ড তাকে দিন...আজই...এই মুহূর্ত্তে—

রাজা।—অবশ্য দেব, অবশ্য দেব—

বিরূধক। অন্য শাক্যদের ভার নিলুম আমি। জানেন পিতা, পুর-

প্রবেশ করেই আমি সেই শঠকুলচূড়ামণি শাক্যমুনি বুদ্ধের আশ্রম শাক্যের রক্তে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে এসেছি...হত্যাকাণ্ড হয়তো এতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে...

রাজা।...না না...সে কি করেছ!—ভগবান যে স্বয়ং শাক্য—

বিরূধক। তাঁর ছিন্ন মস্তক আমি আজ রাত্রেই স্বর্ণ-পাত্রে নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছি...

রাজা। না...না...সে হয় না, সে হবে না...

বিরূধক।—অবশ্য হবে।—সেই হবে আমার প্রথম ও প্রধান গৌরব...

রাজা। আগে রাণীর নির্ব্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থা কর রাজপুত্র...তার পর—

[বাম দরজা-পথে মল্লিকার প্রবেশ]

এই যে মল্লিকা!—রাণী কোথায় শীঘ্র বল...

মল্লিকা। তিনি রাজপুরী হতে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধের আশ্রমে চিরপ্রস্থান করেছেন—

রাজা।—আমি তো এখনো তাকে সে দণ্ড বিধান করি নি...

মল্লিকা। আপনি বহু পূর্ব্বেই, স্বয়ং তাঁকে সে দণ্ডদান করেছেন—

রাজা। কিরূপ!

মল্লিকা। তিনি আপনার নিকট এক পুরনারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন...

রাজা। —তবে সে পুরনারী রাণী স্বয়ং!

[মল্লিকা নীরব রহিল।]

এখন বুঝছি কি নিদারুণ ঝড় এই ষোলটি বছর তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—বিরূধক! বিরূধক! সে শেষে রাত্রে ঘুমাতেও পার্ত্তো না...আমি

আজ বুঝতে পার্ছি তার সেই অন্তর্যুদ্ধের গভীরতা।—কিন্তু সে তবে সেই যুদ্ধে শেষকালে জয়লাভ করেছিল।—বিরূধক! আর আমার ক্ষোভ নেই—আমি তাকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্ব!

বিরূধক।—নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ এনে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছেন!...পিতা, আমি আশ্রমে চললুম...আমার সেই সত্য-কুলজাতা...সেই সত্যাশ্রয়ী মাকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর সেই রাজ-লক্ষ্মীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ব্ব...

[অঙ্গনের দ্বারপথে প্রতিহারীর প্রবেশ]

কি সংবাদ?

প্রতিহারী। [অভিবাদনান্তে] যুবরাজের এক দেহরক্ষী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মস্তক নিয়ে যুবরাজের দর্শন-প্রার্থী—

বিরূধক। হাঃ হাঃ হাঃ—সেই শাক্য-মুনির ছিন্ন মস্তক!—যাও, অবিলম্বে তাকে এখানে উপস্থিত কর—

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান।]

[সহসা ঝড় উঠিল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল]

রাজা। বিরূধক! বিরূধক!—ঝড় উঠেছে...এ তো প্রলয়ের কাল-বৈশাখী নয়? ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে...ঐ—ঐ—

[প্রাঙ্গনে বজ্রপাত হইল]

উঃ উঃ [চোখ বুজিয়া কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

[দেহরক্ষীর প্রবেশ—হাতে তাহার এক স্বর্ণথালা...তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল—* * *]

বিরূধক। [বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—]

এ কি! মা!...আমার মা!

[দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া আসিলেন]

দেহরক্ষী। আশ্রমের প্রথম হত্যা...

বিরূধক।—আশ্রমের হত্যা...

মা! মা! [সেই ছিন্ন মস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল।]

বহুরূপী

বহুরূপী

[মৃত্যুশয্যায় শয়ান সুধীর রায়। সুধীর অচেতন। পার্শ্বে ডাক্তার শিয়রে সুধীরের স্ত্রী তরলা। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে

তরলা॥ কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার॥ শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন কারণেই যেন মনে এতটুকু আঘাত উনি না পান...ওঁর খেয়াল মত চলবেন, যখন যা চান...দেবেন...।

তরলা॥ যখনি জ্ঞান হচ্ছে তখনি শুধু জিজ্ঞেস করছেন, মা কই, খোকা কোথায়? রাণীকে আসতে লিখেছ? বিরজা কি ভুলেই গেল?... এই সব।...কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার॥ খোকাকে নিয়ে আপনার শাশুড়ীর আজ রাত্রেই তো পৌঁছবার কথা ছিল...এখনো এলেন না কেন?

তরলা॥ ট্রেণ ফেল হয়েছেন হয় তো।...কিন্তু সে কথা ওঁকে এখনো জানাইনি।...রাত দুটোর গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছি।

ডাক্তার॥ খোকা বুঝি আপনাদের ঐ একই সন্তান?

তরলা॥ হাঁ ডাক্তার বাবু, সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেশের বাড়ীতে থেকে পাঠশালায় পড়াশুনা করে, ওরা দুজনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে

পারে না। শাশুড়ীও বাড়ী ছেড়ে এখানে আসতে চান না...দেশে গৃহদেবতা ঠাকুর-সেবা নিয়ে পড়ে আছেন!

ডাক্তার॥ রাণী কে?

তরলা॥ ওঁর দেশের বাড়ীর এক প্রতিবাসিনীর মেয়ে। সে অনেক কথা।...ছোটবেলার খেলার সাথী।...দুজনে বর-কনে সেজে খেলতেন।... কিন্তু...পরে আর সত্যি করে বিয়ে হওয়া ঘটল না...।...রাণীর বাবা টাকার মায়ায় ভুলে এক বুড়ো জমিদারের হাতে রাণীকে সঁপে দিলেন।...আর... উনি রাগ করে বিনা পণে বিনা যৌতুকে এক কালো মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আমি ওঁর সেই বৌ!...কিন্তু সেই রাণী বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল।...উনি চাকুরি নিয়ে পাটনায় চলে এলেন।

ডাক্তার॥ আর ঐ বিরজা?

তরলা॥ জানিনে ডাক্তার বাবু, জানিনে...[ক্ষণেক থামিয়া]...জানি ডাক্তার বাবু, জানি!...কিন্তু ঐ যে...আবার বুঝি জ্ঞান হচ্ছে...

সুধীর॥ তরলা!

তরলা॥ [সুধীরের হাত দুখানি হাতে লইয়া সস্নেহে]......কি?

সুধীর॥ ও কে?

তরলা॥ ডাক্তার বাবু।

সুধীর॥ আমি ওষুধ খাবো না।...ডাক্তার, তোমার ওষুধ আমি ফেলে দিয়েছি।...তুমি এখান হতে পালাও বলছি...

ডাক্তার॥ [বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন]

সুধীর॥ মাকে ডাক...

তরলা॥ এখনো তো দুটো বাজে নি...

সুধীর॥ কত বাকী?

তরলা ॥ আরো আধ ঘণ্টা।...এখন না হয় ঘুমাও...ঘুম হতে জেগে উঠলেই তাঁদের দেখতে পাবে...তাঁরা এলেন বলে...

সুধীর ॥...তারা ?

তরলা ॥ মা আর খোকা...খোকার কথাটি বুঝি ভুলেই গেছ ?

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা...আমার পাজী খোকা...আসবে ?... সেও আসবে ?

তরলা ॥ বাঃ...সে আসবে না ? বল কি ?

সুধীর ॥ ওরে...সে যদি ট্রেনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চল্‌তি গাড়ী থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে যায়!...সে যেন আসে না...সে যেন আসে না...না...না...না...

তরলা ॥ মা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছেন...কোনো ভয় নেই...। তাকে কিন্তু চুমু খাবো আগে...আমি...হাঁ—

সুধীর ॥ আমার দুষ্টু খোকা...আমার পাজী খোকা...ছুটে এসে লাফিয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে! তুমি তখন মাকে প্রণাম করতে ব্যস্ত থাকবে...পাবে না...পাবে না...খোকাকে পাবে না!

তরলা ॥ ...কিন্তু মাকে তবে আমিই আগে প্রণাম করছি...তুমি পাচ্ছ না...

সুধীর ॥...সেই ফাঁকে,...যদি রাণী আসে...তবে, সেই ফাঁকে...রাণী আমারি কাছে আগে চলে আসবে...আসবে কি না ?...

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন।]

সুধীর ॥ কি ?...রাণী কি তবে আসছে না ?

তরলা ॥ [নীরব রহিলেন।]

সুধীর ॥ রাণীকে তবে আসতে লেখো নি ?

আমার হয়ে এসেছে...বড় জ্বালা...কোথায় তুমি !...একটি চুমো দাও মা ...একটি চুমো দাও। কই ?...কোথায় তুমি ?...আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে !...গেলুম মা, গেলুম ! তোমার একটি চুমো পেলে আমি বেঁচে যাব...আবার বেঁচে উঠব আবার সারব...আবার হাসবো... আবার আপিস কর্ব্ব...আবার টাকা রোজগার কর্ব্ব...আবার তোমার পায়ে টাকা ঢেলে দেব। কোথায় তুমি...তবে কি তুমি আসো নি !... তবে কি...তবে কি...আমি স্বপ্ন দেখছি...ও—হো—হো...কোথায় তুমি ...কোথায় তোমার হাত দুখানি...কোথায় তোমার মুখখানি...কোথায় তোমার ঠোঁট্ দুটি...কোথায় তোমার আদরের একটি চুমো ? [চুম্বন শব্দ] আঃ...ওগো আমার লক্ষ্মী মা ! একটি চুমু দিয়ে...তুমি আমায় আজ বাঁচালে...আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! আমার ঘুম পাচ্ছে...খোকা আসে নি ?...দেখো...তাকে সামলে রেখো...ঘরের নীচেই পুকুর...কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে !...ত—র—লা ! আমি ঘুমুলুম... তুমি শুধু খোকাকে নিয়েই থেকো না...মার কাছে এস...ওরে খো—কা !...তুই এখন ঘু—মি—য়ে পড়...কাল সকালে জেগে দুজনে গল্প করব...বাঘের গল্প...চোরের গল্প...তেপান্তরের মাঠে ডাকাতের গল্প...সাত ভাই চম্পার গল্প...আমার রাণীর গল্প...সেই ঘু—মি—য়ে প—ড়া রা—জ— রাণীর গ—ল্প ! [আবার অচেতন হইলেন।]

* * * *

[দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। আলো বাড়াইয়া দিয়া তরলা দরজা খুলিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকিলেন।]

তরলা ॥ খোকা কই ? মা কই ?

ডাক্তার ॥—বলছি...

তরলা ॥ বলুন...শীগগীর বলুন—

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ আপনি বলুন শীগগীর...তাঁরা কোথায় ?

ডাক্তার ॥ সুধীর আর জেগেছিল ?

তরলা ॥ জেগেছিলেন...কিন্তু...তবে কি তাঁরা এ ট্রেণেও আসেন নি ?

ডাক্তার ॥ সুধীর জেগে কি তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?

তরলা ॥ ডাক্তার বাবু ! ডাক্তার বাবু !

ডাক্তার ॥ তারা আসে নি !

তরলা ॥ আসেন নি ?

ডাক্তার ॥ না—!

তরলা ॥ সর্ব্বনাশ ! তবে উপায় ? এবার জাগলে...কিম্বা...ভোর হলে...কি বলব ?...আমি কি বলব ?

ডাক্তার ॥ এর পরের গাড়ী কটায় ?

তরলা ॥ সকাল বেলায় !...ডাক্তার বাবু...আপনি এই মুহূর্ত্তে আপনার বাড়ী ফিরে যান।...আমার কথা রাখুন।...যদি আপনার রোগীকে অন্ততঃ এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান...তবে আপনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যান...

ডাক্তার ॥ সে কি !...আপনি একলা !

তরলা ॥ হাঁ...আমি একলা...একাকী...ঐ মুমূর্ষুকে শান্তি দিতে পার্ব্ব...আপনি তাতে বাধা দেবেন না...আপনি যান...আমি আলো নিবিয়ে দিলুম...[দীপ নির্ব্বাণ]

ডাক্তার॥ [আর তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন। তরলা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিলেন]

সুধীর॥ মা!

[উত্তর হইল "এই যে আমি!"]

উইল

উইল

—ডাক্তার ডেকে আনি...

—না মুখার্জ্জি!...অনর্থক ডাক্তারকে মিছিমিছি টাকা দেওয়া কিছু নয়। এ যন্ত্রণাটুকু আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব।

—মুখে বলছেন বটে সহ্য কর্ব্বেন, কিন্তু যন্ত্রণা সে কথা মেনে নিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে না। দেখুন, আপনি আর টাকার মায়া কর্ব্বেন না। চিরটাকাল চির-কুমারই থেকে গেলেন; স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আপনার অবর্ত্তমানে আপনার এ অগাধ সম্পত্তি বারো-ভূতে লুটে খাবে...অথচ আজ ডাক্তারের ওষুধটুকু খেতে আপনার টাকার মায়া! ছিঃ—

—টাকার মায়া কর্ব্বনা আমি!...তুমি জানোনা মুখার্জ্জি, যে যত কষ্টে টাকা রোজগার করে, টাকা খরচ করা তার পক্ষে তত কষ্ট! ও যে আমার কষ্টের ধন...আর কষ্টের ধন বলেই ওর ওপর আমার মায়া মমতার অন্ত নেই!...উঃ কী দিনই গেছে!...জন্মে অবধি মা বাপের মুখ দেখতে পাই নি, জীবনে দুটো স্নেহের কথা শুনতে পাই নি, মামার বাড়ীতে মামার গলগ্রহ হয়ে ছিলুম, মামী তাড়িয়ে দিলেন...এক বস্ত্রে চলে এলুম রাণীগঞ্জে...কুলীর কাজে যোগ দিলুম...তারপর...তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধীরে ধীরে তোমাদের কারবারের বড়বাবু হয়ে আজ কেমন করে আমি লক্ষপতি হয়েছি সে ইতিহাস তোমরা না জানো এমন নয়।...

আমার সেই রক্ত-জল-করা টাকা!...তারই মায়ায় বিয়ে করি নি, তারি মায়ায় স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করেছি।

—কিন্তু আপনার অভাবে এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ কর্ব্বে কে, সে কথা অন্ততঃ আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

—এসেছে,...শুধু আমার নয়...আরো বহু লোকের।.. নীচের ঘরে সেই ভাবনা নিয়ে কত মহাত্মাই না বসে রয়েছেন খবর পেলুম!...কী হবে এই সম্পত্তির, আমি মর্লে কী হবে এই সম্পত্তির...এই ভাবনায় আজ দেখছি দেশের লোকের ঘুম নেই।...দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনের তো কথাই নেই, আবার শুনছি কংগ্রেসের লোক, সভা-সমিতির সভ্য...তাঁরাও এ কথা ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলেন!

—আপনার নানাতো ভাই আজকে সকালের ট্রেনে এসেছেন। আপনার অসুখের সংবাদে তিনি বড়ই চিন্তিত হয়ে ছুটে এসেছেন...

—এসেই আমায় কি বলে জানো? বলে "ঘুমের ভেতর নাকি দৈব স্বপ্নাদ্য ঔষধ মেলে, মা বলে দিয়েছেন।" আমি বল্লুম হ্যাঁ ভাই, সেইটে একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি। বড় সুবোধ আমার ভাইটি! কখনও কথার অবাধ্য নয়।...ছুটে চলে গেল ঘুমুতে।...ঐ শুনছ না ওঘরে তার নাকের ডাক!...সে যাক্। একটু জল দিতে বল দেখি!

—দিচ্ছি...

না, তুমি না।..তুমি আপিসে যাও...বড় কর্ত্তারই না হয় অসুখ, কিন্তু ছোটকর্ত্তাও সেই সঙ্গে আপিসে না গেলে কাজ চলবে না মুখার্জ্জি!

—সে আপনি ভাববেন না। আমি কাজ শেষ করেই এসেছি... এই নিন জল...

—আঃ, লখিয়া কোথায়?

—লখিয়া কে ?

—আঃ, সেই কুলি মেয়েমানুষটা !

—তাকে দিয়ে কি হবে ?

—আমাকে জল দেবে।...ওরাই যে আমায় দেখছে শুনছে !

—কেন, আমিই জল দিচ্ছি—

—না মুখার্জ্জি, তুমি আর দেরী ক'রোনা...আপিসে যাও...তাকে যদি ডাকতে পার ডেকে দাও...না হয় চলে যাও—

—হাঁ, সে বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে।...এই যে সর্দ্দার কুলি!...ডেকে দাও তো লখিয়াকে...

—সর্দ্দার এসেছে ?...মুখার্জ্জি! তুমি ভাই নীচে গিয়ে ভদ্রবৃন্দকে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় দাও তো ভাই !...ওঁদের চাঁদার খাতাগুলি আমার মানসপটে ভেসে উঠ্ছে...আর আমার মাথা ঘুরছে !

—বেশ, আমি যাচ্ছি।...কিন্তু আপনার জ্বরটা কি আবার বেগ দিল ? ...একবার ডাক্তারকে খবর দিলে..

—আমার হার্টফেল কর্ব্বে...বুঝলে মুখার্জ্জি! ডাক্তারকে ষোল মুদ্রা দর্শনী দিতে গেলেই আমার হার্টফেল হবে...বড় হিতৈষী দেখছি তোমরা আমার !

—আমি চললুম।...নমস্কার

—সর্দ্দার !

—মহারাজ !

—ডাক্তার চলে গেছে, না ?

—হাঁ মহারাজ !

—আমায় জল দেবে কে ?

—কেন, লখিয়াকেই তো পেয়েছেন!

—ওকে দেখলুম। ও নয়।...সে যে কোথায় জানিনে, হঠাৎ যদি এক মিনিটের জন্যও একটিবার দেখতে পেতুম, চিনতুম, নিশ্চয়ই চিনতুম... কিন্তু, কোথায় সে!

—কে?

—আমার চোখের ঘুম।.. ঘুম নেই, ঘুম নেই, আমার চোখে ঘুম নেই, আজ একটি মাস ব্যারাম হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু এক মিনিট ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না!

—আপনার কথার অর্থ বুঝতে পাচ্ছি নে মহারাজ!..কি চান আপনি?

—শান্তি ভাই শান্তি!...জানো, আমার কত টাকা?

—লাখ লাখ...

—প্রায় দশ লাখ।...আমি আর দু' একদিনের মধ্যেই মরব...এই দশ লাখ টাকা আমায় ধরে রাখতে পার্ব্বে না...কিন্তু...তার পর? তার পর?

—মহারাজ!

—যখের কথা শুনেছ সর্দ্দার?...আমাকে সেই যখ হয়ে আমার এই দশ লাখ টাকা আগ্‌লাতে হবে!...আমার মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। আমার কি হবে সর্দ্দার?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ!

—ঘুম নেই, চোখে ঘুম আসে না।...এই টাকা আমার বোঝা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে আমায় পিষে মারছে...

—কিছু না হয় বিলিয়ে দিন...

—বিলিয়ে দেব! বিলিয়ে দেব!...কাকে বিলিয়ে দেব? তোমাকে? ওরে হারামজাদা তোকে?

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে?

—গান্ধী মহারাজকে দিয়ে দিন...

—তোকে আমি জেলে দেব পাজী!

—তবে কি হবে মহারাজ? বধ হলে তো বড়ই মুস্কিল হবে...

—বধ হতে হবে ভয়েই তোরা সব বিয়ে করিস, না? তোরা মর্লে তোদের ছেলেরা বিষয় পায় তোদের আর ভাবনা থাকে না! আঃ এ কথাটা তখন মনে হয় নি তাই আজ আঃ, গলাটা শুকিয়ে গেল জল দেবে কে?

—দেব?

—খবরদার

—লখিয়াকে ডাকব?

—না।

—তবে?

—তোদের পাড়ার আর কে আসে নি আমার কাছে?

—কেউ আর আসতে চায় না!

—আসতে চায় না সে বহুদিন শুনেছি। কিন্তু টাকা পেয়েও আসতে চায় না সে কথা আজ শুনছি!

—টাকা পেয়েও আসতে চায় না। আগে এমন ছিল না। তখন যাকে বলেছি সেই উপরি রোজগারের লোভে আসতে চাইতো, এসেও ছিল কয়েকজন...কিন্তু...

—কিন্তু ?

—কিন্তু এখন তারা সন্দেহ করে! মেয়েমানুষ কিনা ওদের সন্দেহটা একটু বেশী !

—আমি তো ওদের কোন অনিষ্টই করি নে ! শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখি। থাকে, হাওয়া করে, জল দেয় একদিন থেকেই চলে যায়...এই তো যত কাজ !...এতেও আপত্তি ?

—হাঁ মহারাজ...

—ঐ লখিয়া তো এল !

—সবার মানা না মেনে এসেছে !

—এসে আবার ঘুমুচ্ছে !...ওকে তুলে আন সর্দ্দার !

—এই হারামজাদী !

—চুপ হারামজাদা !...এসো লখিয়া, আমার সম্মুখে এস।...কোন ভয় নেই...হাঁ...এসো...এগিয়ে এস...

—আমার লাল টুকটুকে শাড়ী ?

—দেব লখিয়া দেব।...সর্দ্দার...আমি চোখেও আর ভালো দেখি নে...তুমি দেখ তো...লখিয়ার চোখের মণি দুটি কেমন ?

—কালো !...আলকাতরার কৌটা !

—তিল নেই ? ও মণিতে তিল নেই ?

—না। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার...তিল থাকলেও হারিয়ে গেছে।

—তিল নেই ! তবে তো ওর চোখ ভালো নয় !...তবুও ওর গরবের অন্ত নেই ! হারামজাদী আবার শাড়ী চায় !...সর্দ্দার ! ওকে পাঁচজুতি মেরে তাড়িয়ে দে—

—মহারাজের জয় হোক্...চল হারামজাদি !...আবার শাড়ী পরতে

সাধ !...চল পেত্নী !...আরে, তিল কি সবার চোখের মণিতে থাকে !... তিল দেখবি তো আমার মেয়ের চোখ দেখগে যা...হাঁ...চোখ বটে। পুটপুট করে যখন চেয়ে থাকে !...তখন—

—সে কি সর্দ্দার ! তোমার মেয়ের চোখের মণিতে তিল আছে ?

—আছে মহারাজ !

—সেই খুকী ?

—মঙ্গলি !

—অতটুকু মেয়ের...

—সাত বছর বয়স হ'ল মহারাজ !

—একটু জল দাও সর্দ্দার !...লখিয়া পালিয়েছে ?

—ছুটে পালিয়েছে মহারাজ।

—তুমিই দাও...

—নিন্।

—আঃ...জুড়িয়ে গেল !...কি তেষ্টাই পেয়েছিল !—আঃ। আচ্ছা সর্দ্দার ! তুমি এমন বাঙলা কথা শিখলে কোথায় ?

—আমি যে মহারাজ কলকাতায় ছিলুম !...

—কবে ?

—সে অনেক দিন হবে।...বিয়ে করে নাকি আমি বৌ-পাগলা হয়ে গেলুম...বাবা একদিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল...বৌকে বললুম চল্... কিন্তু গেল না। একাই গেলুম কলকাতায়...সেখানেই আমার কাজকর্ম্ম শেখা...তাইতো আজ মহারাজের দয়ায় আমার এই উন্নতি !

—বৌ গেল না কেন ?

—বাবার ভয়ে।...ভারী ভীতু ঐ মঙ্গলির মা !

—মঙ্গলিকে ফেলে কলকাতায় মন টিক্‌তো ?

—তখন মঙ্গলি হয়নি মহারাজ !...ফিরে এসে দেখি দুবছরের একটি মেয়ে...তখন আরো ফুট্‌ফুটে ছিল...যেন গোবরে পদ্মফুল।...বাবা বললেন তোর মেয়ে মঙ্গলবারে হ'ল...তাই নাম রেখেছি মঙ্গলি!...এই বলে আমার কোলে তুলে দিলেন !

—মঙ্গলিকে দেখেছি, বেশ মেয়ে! ..সর্দ্দার...কিন্তু মঙ্গলির মাকে কি আমি কোনও দিনই দেখিনি !

—সে যদি আগে দেখে থাকেন! আমি কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর তার যা দেমাক হ'ল মাটিতে পা পড়ে না আর কি!...বলে আমি খাটতে পার্ব্বনা...আমি মঙ্গলিকে নিয়ে শুধু খেলে দিন কাটাব।

—তবে মঙ্গলিকে বড্ড বেশী ভালোবাসে সে।

—হাঁ মহারাজ।...আমি জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।...মেয়ে নিয়ে এমন অস্থির...যে...আমার দিকে তার তাকাবারও ফুর্সৎ নেই।

—তাই বুঝি আর ঘরেরও বের হয় না ?

—ঘরের বের তো আমাদের মধ্যে এখন অনেকেই হয় না...। যার অবস্থা ভালো...সেই তার বৌঝি ঘরেই রাখে। কয়লার খনির বাবুদের স্বভাব চরিত্তির তো আর সুবিধের নয়...।

—নয়ই বটে।...হাঁ, সে কথা বুঝি।...কিন্তু সর্দ্দার, তোদের দেশের মানুষদের মনে দয়ামায়া নেই...হাঁ, নেই, নইলে...

—নইলে ?

—এই আমি বিদেশের একটা মানুষ...মর্ত্তে বসেছি,...কেউ তো একবার উঁকিও দিয়ে যায় না যে আমার কি লাগবে...একফোঁটা জল .. কি...এক দাগ ওষুধ...কি একটু পথ্য—।

—কেন, আপনার দাসদাসীরা তো রয়েছে...

—সে তো আমার রয়েছে...কিন্তু...তোমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য... আছে...

—আমি তো রাত্তির-দিন হাজির—

—কিন্তু তোর বৌ?

—না মহারাজ।

—তবেই দেখ।...আমাদের দেশে ওটি হ'তনা। অমন স্নেহ অমন মায়া...অমন মমতা...তোদের ওরা ভাবতেও পারে না। সে যাক্। সর্দ্দার, আমার জ্বরটা খুবই বাড়লো। সর্দ্দার, আর বুঝি বাঁচি নে!... সর্দ্দার! আমার কাছে কেউ নেই! কেউ নেই! একটা ছেলে নেই যে জড়িয়ে ধর্ব্বে...স্ত্রী নেই যে সেবা কর্ব্বে...আমার ভালো লাগবে!...সর্দ্দার, তোর বৌ আর মঙ্গলিকে আমার এখানে একবার নিয়ে আসবি? শুধু দেখব...চোখের দেখা দেখব! ওদের দেখলেও আমি শান্তি পাব!...আজ এই বিদেশে মর্ত্তে বসে আমার দেশের কথা মনে পড়ছে...মেয়েদের কাজল চোখের কালো ছায়ায় আমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে!...কোথায় পাব? কোথায় পাব?

—আপনি ঘুমোন মহারাজ!

—কাকে দেব? আমি আমার এই অগাধ সম্পত্তি দশলাখ টাকা ...কাকে দেব?

—গান্ধিজী...

—খবরদার সর্দ্দার। রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করেছি...সে টাকা দান কর্ত্তে পার্ব্বনা...খয়রাত কর্ত্তে

পার্ব্বনা। সে টাকা আমি নিজে ভোগ কর্ত্তে কষ্ট পেয়েছি...পরকে দিতে পার্ব্ব...না—না—না—কখ্‌খনো না...

—কিন্তু, আপনারও তো আর কেউ নেই!

—তা ঠিক্।...কেউ নেই...তবু...

সর্দ্দার, টাকা নেবে?

—মহারাজ আপনি ভালো হয়ে উঠুন—

—না সর্দ্দার, আমি জানি আমি মলে তোমরা খুশী হবে...আমি যে কৃপণ!...কিন্তু সর্দ্দার, খুশী আমি বেঁচে থেকেই তোমাকে করে যাচ্ছি...এই দেখ আমার হাতে হাজার টাকার নোট...নেবে?

—মহারাজ!

—নেবে সর্দ্দার?...শুধু একটি কাজ কর্ত্তে হবে!

—কি মহারাজ?

—ঐ মঙ্গলির কথা আমার আজ বড় বেশী মনে পড়ছে!...কি সুন্দর মেয়েটি!...ঝাকড়া ঝাকড়া চুল...কালো দুটি চোখ...মুখে আধ আধ বুলি।...ওকে একটিবার আমার এখানে নিয়ে আসবে?...আমি ওকে বুকে নেব!

—মঙ্গলির মা মঙ্গলিকে ছেড়ে দেবে না...

—বেশ তো!...তাকেও সঙ্গে আনো!

—আমাদের দশের নিষেধ আছে!

—দশের নিষেধ কি আমার আদেশের চাইতেও বেশী ভজন সর্দ্দার!

—মহারাজ!

—আসবে না সে?

—না।

—না ?

— ....

—শোন সর্দ্দার...আমার আদেশ...কয়লার খনির মালীকের হুকুম... তাকে তুমি এখানে এখনি আনবে...বুঝলে ?

—.........

—সর্দ্দার ! সর্দ্দার !

—সর্দ্দার তো নেই দাদা !...সর্দ্দার যে এইমাত্র ছুটে বের হয়ে গেল !

—কে ? বিনল ?

—হাঁ দাদা !...এত চেষ্টা করলুম...স্বপ্নও দেখলুম...কিন্তু অসুখ পেলুন না !

—টাকার স্বপ্ন কোনদিন দেখেছ ?

—দেখেছি।

—কত টাকা পর্য্যন্ত স্বপ্নে একসঙ্গে দেখেছ ?

—এক হাজারও একবার দেখেছিলুম কিন্তু...

—কি ?

—কিন্তু সেই সঙ্গে জেলে চাবুক খাচ্ছি সেটাও দেখা বাদ যায় নি. .

—বেশ্ !...চাবুক খেতে হবে না...হাজার টাকাই মিলবে...যদি একটা কাজ কর্ত্তে পার...

—বলুন, আমি তো আপনার শেষ দশায় শেষ কাজ কর্ত্তেই এসেছিলুম...

—হাঁ ভাই, আমার শেষ দশায় শেষ কাজ কর...ঐ জানলা দিয়ে নীচে দেখতে পাচ্ছ কুলী-সর্দ্দারদের কুটীর-পল্লী। দেখছ ?

—ঐ তো দেখছি !

—কাছে এসো...আরো কাছে।...পরিহাস নয় ভাই...যা বলব এর চাইতে গুরুতর কথা আমি জীবনে বলি নি! যদি টাকা চাও...যদি এই হাজার টাকার চকচকে নোটখানি চাও...তবে...

—তবে?

—তবে ঐ কুটীর-শ্রেণীতে এই মুহূর্ত্তে আগুন দিয়ে এস!—আর আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন আগুন নেভাবার ছল করে চেঁচিয়ে বলবে...যদি বাঁচতে চাও...ছেলে পেলে নিয়ে বড়কুঠীতে যাও...বুঝলে?

—দাদা সত্যি?

—সত্যি...সত্যি...সত্যি! এই নোটখানি যেমন হাজার টাকার সত্যি...তেমনি সত্যি।

—হাজার টাকা!...কিন্তু দাদা...একখানা মটর গাড়ীর বড় সখ ছিল আমার!

—বেশ...যদি আমার মনস্কামনা পোরে...তাও হবে...তাও হবে...

—মটর! মটর! মটর! ভ্যাস্...ভ্যাস্...ভ্যাস্...

—মটরের শব্দ মুখে করে আর কি কর্ব্বে...মটর নিজেই ও শব্দ করবে!...তুমি আর বিলম্ব করো না...কোন ভয় নেই...যাও...

—গেলুম।...ভ্যাস্...ভ্যাস্...ভ্যাস্...

—বিমল!

—* * * * *

বিমল!

—বিমলবাবু আমাদের ঘরে আগুন দিতে ছুটে গেল...

—কে? তুমি কে?

—আমি সর্দ্দার।...আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলুম।...আমিও চললুম বিমলবাবুকে বাধা দিতে...কিন্তু যাবার পূর্ব্বে বলে যাই...যদি এই আগুনে আমার বৌ কি মঙ্গলি পুড়ে মরে...তবে...

—তারা পুড়ে মর্ব্বে কেন! মর্ব্বে না...মর্ব্বে না...শুধু ঘর থেকে বের হয়ে এসে আমার কুঠীতে সবাই আশ্রয় নেবে...আমি তাদের শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখব...

—মঙ্গলিকে বুকে নিয়ে মঙ্গলির মা ঘুমিয়ে আছে। সেই ঘরেই যদি আগুন আগে পড়ে...তবে আচ্ছা, সে ফিরে এসে হবে—

—সর্দ্দার! সর্দ্দার!

—সর্দ্দার ছুটে চলে গেল মহারাজ!...কিন্তু আমার লাল টুকটুকে শাড়ী কই?

—কে? লখিয়া?

—হাঁ লখিয়া!...আমার লাল টুক্‌টুকে শাড়ী কই মহারাজ?

—ওরে লখিয়া! দেখ দেখি...তোদের পাড়ায় কি আগুণ লেগেছে?

—আগুন! সে কি মহারাজ!...আগুন নয়, আমি চাই সেই লাল টুক্‌টুকে শাড়ী! হাঁ, আগুনের মত লাল টক্‌টকে!

—বড়কর্ত্তা! বড়কর্ত্তা!

—কে! মুখার্জ্জি? এসো...শীগগীর এস...

—কি হয়েছে বড়কর্ত্তা?...সর্দ্দার কুলী বিমলবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে! কি হয়েছে বড়কর্ত্তা?

—কুলীপাড়ায় কি আগুন লেগেছে?

—কই, না!

—সর্দ্দার কুলীকে তবে এখানে নিয়ে এস...

—আমি এসেছি মহারাজ।

—বিমল কোথায় ?

—নীচের ঘরে পড়ে আছেন।

—সর্দ্দার! তোমায় আমি এই হাজার টাকার নোট দান কল্লুম।.. নাও—

—কেন ? আমি তো আর মামলা মোকদ্দমা কচ্ছি না! তবে কেন এই ঘুস।

—ঘুস নয়। আমি খুশী মনে তোমায় দিলুম—তোমার মঙ্গলি বেঁচেছে, মঙ্গলির মা মরে নি সেই আনন্দে দিলুম—

—আমি চাইনে মহারাজ!

—তবে তোমার মঙ্গলিকেই দিয়ো...

—সেও নেবে না। তার মা তাকে নিতে দেবে না—

—আচ্ছা সর্দ্দার!—মঙ্গলির মার চোখ দুটি কেমন ? তার চোখের মণিতেও কি একটি তিল আছে ?

—সে তো আমি অত ভালো করে দেখি নি! আর তাতে আপনার কি ?

—আমার আছে কি না, তাই।

—কই ? দেখি ?

—এই দেখ—

—হাঁ, তাই তো!

—দয়া কর—দয়া কর সর্দ্দার—

—মঙ্গলিকে একটিবার আমার বুকে এনে দাও—

লখিয়া তোর মেয়েটা কই ? মহারাজের বুকে তুলে দে—

—না...না সর্দ্দার আমি কাউকে চাইনে...আর কাউকে চাইনে, চাই মঙ্গলিকে।

—হাঃ হাঃ হাঃ কুলীপাড়ার কোন মেয়ে আপনার কাছে আসবে না ! আপনি তাদের ঘরে আগুন দেওয়াচ্ছিলেন...সে কথা আর যেই ভুলুক... আমি ভুলব না !

—মুখার্জি সর্দ্দারকে ডিসমিস কর...এই মুহূর্ত্তে...

—তাই হবে বড়কর্ত্তা। সর্দ্দার...তুমি অন্যপথ দেখ—

—মুখার্জি !...আমার যেন কেমন কচ্ছে !

—ডাক্তার ডাকি ?

—ডাক্তারকে পয়সা দিতে পার্ব্ব না !

—আচ্ছা, আপনি না দিলেন...

—না, ও কিছুতেই হবে না। নীচের ঘরে বড় গণ্ডগোল হচ্ছে—

—তাঁরা সব চাঁদার খাতা নিয়ে আবার এসেছেন !

—তাড়িয়ে দাও...তাড়িয়ে দাও ওদের !

—বেশ, আমি যাচ্ছি...কিন্তু...ডাক্তার...

—ডাক্তারকে পয়সা দেব না। ওদের বলে দাও...ওদেরও আমি একটি পাই পয়সা দেব না...আর শুনিয়ে দাও যে...আমি এখনি আমার সম্পত্তির উইল কর্ব্ব—

—কি উইল কর্ব্বেন বড়কর্ত্তা ?...বিমলবাবুকে বুঝি...

—বিমলবাবুকে নয়। একলা কাউকেই নয়। যাকে দিতুম, আমি যে খুঁজে তাকে বের কর্ত্তে পারলুম না ! সর্দ্দার চলে গেছে ?...

—হাঁ চলে গেছে।

—মঙ্গলি কোথায় রে লখিয়া ?

—ওরা সব ভিন্ গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে ধরে এনেছিস খবর শুনে মরদরা সব মাগীদের ভিন্‌গাঁয়ে চালান দিয়েছে।...আমি পড়ে আছি আমার লাল টুকটুকে শাড়ী নেব বলে—

—মুখাজ্জি! হল না! হল না!...আমার অমনি এক মঙ্গলি... অমনি এক মঙ্গলির মা ..ঐ কুলী পল্লীর মাঝে লুকিয়েছিল, এখন হারিয়ে গেছে, খুঁজে আর নেব কর্ত্তে পার্লুম না। উইল লেখো মুখাজ্জি আমি আমার সম্পত্তি ঐ কুলীদেরই দিয়ে গেলেম, যদি আমার মঙ্গলি বেঁচে থাকে জনগণের মধ্য দিয়ে সে তা ভোগ কর্ব্বে...লখিয়া! একটু জল! আঃ...আর ভালো কথা...ঐ লখিয়াকে একখানা লাল টুকটুকে শাড়ী দিতে হবে—উইলে লিখতে ভুলো না!

বিদ্যুৎপর্ণা

বিদ্যুৎপর্ণা

[দৃশ্য :— নাট-মন্দির

দেবদাসীগণের সন্ধ্যা-রাতির নৃত্যগীত। নৃত্যগীত শেষ হইয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে যাইবে, এমন সময়, দ্বিতলের অলিন্দ হইতে মন্দির-পুরোহিতের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম শিষ্য ইন্দ্রজিৎ সোপান-পথে ছুটিয়া নিম্নে আসিয়া সেই যবনিকা দুইখানি দুই হাতে ধরিয়া, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে ডাকিলেন

"বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!"]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!

বিদ্যুৎপর্ণা। [অন্তরাল হইতেই] না!...না!...না!

ইন্দ্রজিৎ।...একটি কথা!...একরত্তি একটি কথা!...দাঁড়াও...শোন...

বিদ্যুৎপর্ণা।...হয় না! হয় না!...এখন নয়, এখন নয়!

ইন্দ্রজিৎ। কখন? কখন?

বিদ্যুৎপর্ণা। ইঁদুর যখন সাপ ধরবে তখন! [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ

[পূর্ব্বোক্ত সোপান-পথে পুরোহিত ত্বরিৎ-পদে নামিয়া আসিয়া ইন্দ্রজিৎ-হস্তধৃত যবনিকা-প্রান্ত-দ্বয় মুক্ত করিয়া দিয়া ইন্দ্রজিৎকে মুখোমুখী দাঁড় করাইলেন।]

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। [অপরাধীর মত চমকিয়া উঠিয়া, পরে, সংযতভাবে মাথা নীচু করিয়া]...পিতা!

পুরোহিত। এই বার বার তিনবার আমার উপদেশ...আমার আদেশ...তুমি লঙ্ঘন কর্লে! ..কর্লে কি না বল!

ইন্দ্রজিৎ। [নতমুখে নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ ছিল তুমি পাতাল-গুহায় নির্জ্জনে একমনে তিনমাস যোগাভ্যাস করবে...কিন্তু, তার প্রথম তিন দিনেই তুমি তিনবার তোমার আসন ত্যাগ করে ছুটে এসেছ ঐ কালনাগিনীর পাশে!

ইন্দ্রজিৎ। [নতমুখে নীরবই রহিলেন]

পুরোহিত। আমার আদেশ লঙ্ঘন কর্লে তার শাস্তি কি জানো?

ইন্দ্রজিৎ। [তথাপি নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। নীরব কেন?...উত্তর দাও!...আমার আদেশ লঙ্ঘন কর্লে তার শাস্তি কি?

ইন্দ্রজিৎ। প্রাণদণ্ড।

পুরোহিত। আমি কিরূপে সে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি?

ইন্দ্রজিৎ। ক্ষুধিত সর্পের দংশনে অপরাধীর মৃত্যু-ব্যবস্থা হয়।

পুরোহিত। এখন?

ইন্দ্রজিৎ। আমার আপত্তি নেই। আমি প্রস্তুত। তবে...

পুরোহিত। তবে?

ইন্দ্রজিৎ। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি প্রার্থনা!

পুরোহিত। বল!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে...

পুরোহিত।...বল—

ইন্দ্রজিৎ। আমার একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন নিবেদন করে যাব!

পুরোহিত। বটে!

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ...মর্ত্তে যখন বসেছি, তখন ভয় নেই, লজ্জা নেই!... হাঁ...একটি চুম্বন, শুধু একটি চুম্বন!...একরত্তি একটি চুম্বন!

পুরোহিত। ওরে নির্লজ্জ! আমি না তোর পিতা! তবু তোর এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ। [নীরব রহিলেন]

পুরোহিত। ওরে অবোধ!...বিদ্যুৎপর্ণা কে জানিস?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত জানি...হয়ত জানিনে! নিমিষের দেখা...তাই দেখি! কে...জানতে চাইও নে! শুধু চাই ঐ আলোর একটি ঝলক্! কত সহস্র-জনের রঙীন কামনা, রঙীন কল্পনায় ঐ রূপ ঐ মূর্ত্তি গড়ে উঠেছে... আমার একটি চুম্বনে, একরত্তি একটি চুম্বনে...ঐ মূর্ত্তি ঐ রূপ আরো এক তিল সুন্দর হবে...আমি তাই চাই, আমি তাই চাই...

পুরোহিত। ওরে উন্মাদ! ও মানুষ নয় ও কালনাগিনী।...হাঁ কালনাগিনী।...জানিস?...এক বৃদ্ধবেদে ওকে কোলে করে তিনটি সাপের চুপড়ি নিয়ে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় আমার মন্দিরে এসে উপস্থিত সে আজ দশ বৎসরের কথা। আমি আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিলুম। শুনলুম বেদেনী সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে, রেখে গেছে ঐ শিশুকন্যা। মেয়েটি মায়ের মত সাপের হাতে মারা না যায় এই ভয়ে বেদে একরূপ পাগল হয়ে গেছে। মেয়েকে দুধ খেতে দিলুম, বেদে সে দুধ সাপ দিয়ে খাওয়াল। মেয়েকে কি খাওয়াল জানো?

ইন্দ্রজিৎ। কি ?

পুরোহিত। বিষ।...একতিল পরিমাণ বিষ। আমি অবাক !... সে বললে...ওকে সাপের বিষ তিল তিল করে খাইয়ে মানুষ করেছি... সাপের বিষে আর ওর মরণ নেই !... ও হচ্ছে সেই বিদ্যুৎপর্ণা। তার পর বেদেও কিছুদিন পর মারা গেল। কি এক খেয়ালে কালনাগিনীকে আমিও ওর পিতার মতই বিষ দিয়ে মানুষ করে তুলেছি,...কিন্তু...আজ বুঝছি...আজ কেন !...প্রতিদিন প্রতিরাত্রে প্রতিমুহূর্তে বুঝছি...আমি আমার আশ্রমে নিজ হাতে ঐ বিষ-বৃক্ষ রোপন করেছি...ওর ঐ নিষিদ্ধ ফল আমার স্বর্গকে নরক করেছে...আজ শয়তান শুধু তোমাদেরি স্কন্ধে ভর করে না...ও-হো-হো...আমি কি করেছি! আমি কি করেছি! [কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে ভাবিতে লাগিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের বিদ্যুৎকে আপনি পৃথিবীতে ধরে রেখেছেন !

পুরোহিত। [সস্নেহে ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিয়া] ওরে অবোধ ! [নিম্নস্বরে] ওর চুম্বনে মরণের ছায়া পড়ে, ওর স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আড়ষ্ট হয়, ওর আলিঙ্গনে মৃত্যু আলিঙ্গন দেয় !...সাবধান! অভিশাপে অভিশপ্তা ঐ নারী !...সাবধান !

ইন্দ্রজিৎ। ঐ অভিশাপই আমার আশীর্ব্বাদ !

পুরোহিত। [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বজ্র-কঠোর স্বরে] তুমি তিন তিনবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ! তার শাস্তি নিজমুখেই স্বীকার করেছ মৃত্যু !

ইন্দ্রজিৎ। আমার প্রার্থনাও পূর্ণ হোক্।...একরত্তি একটি চুম্বন... তার পর মৃত্যু !...জীবনের সুধায় আমার মৃত্যু, স্নান করে উঠুক !

পুরোহিত।—বটে !

ইন্দ্রজিৎ। [পুরোহিতের মুখের পানে হঠাৎ মুখ তুলিয়া]—হাঁ!

পুরোহিত। এই কি আমার শিক্ষা? আদর করে বুকে তুলে নিয়ে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, সে কি এই শিক্ষা?

ইন্দ্রজিৎ।...আমি ভেবে দেখেছি।...আপনার শিক্ষা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। আমি চাই জেগে থাকতে, আমি চাই আমার রক্তের তালে তালে নাচতে...যেমন নাচ ঐ বিদ্যুৎপর্ণা নেচে গেল! আমি কি জন্মেছি ঘুমিয়ে থাকতে?

পুরোহিত। এত অসংযম! এত অসংযম!

ইন্দ্রজিৎ। সংযম তাদের জন্য যারা বিপদকে ডরায়, যারা মর্ত্তে ভয় পায়, যারা গণ্ডীর মধ্যে থেকে সুখে-শান্তিতে জীবন নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে দিতে চায়! জীবনের ষোলআনা তারা চায়ও না, পায়ও না!...আমি ঠক্‌বার পাত্র নই, আমি জীবন-মৃত্যু পরিপূর্ণভাবে ভোগ কর্ত্তে চাই। আমি চাই ঐ বিদ্যুৎ!...মাথায় বজ্র ভেঙ্গে পড়বে, জানি, কিন্তু বিদ্যুৎ! অমন আলো কি কেউ কখনো দেখেছে!

পুরোহিত।...বটে!...আজ তোমার মুখে এ কি কথা শুনলুম পুত্র! [ক্ষণকাল নীরব রহিয়া] তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ! [ক্ষণকাল পর] তোমাকে নিয়ে আমি যে কি কর্ব্ব বুঝছি নে!

ইন্দ্রজিৎ।...আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক্!

পুরোহিত। [নীরব রহিলেন]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে ডেকে আনি! সে এসে নৃত্য করুক! রূপে-রসে-গানে-গন্ধে জীবন ভরপুর মাতাল হয়ে উঠুক!

পুরোহিত। তার পর?

ইন্দ্রজিৎ। মরণ! আমার সোণার মরণ!...সার্থক মরণ!...

পুরোহিত। কিন্তু...কিন্তু সে কি তোমাকে ভালোবাসে?

ইন্দ্রজিৎ। হয়ত বাসে,...হয়ত...না।...কিন্তু, সে ভালো না বাসলেই আরো ভালো! আমার প্রেম আরো কামনা বুকে নিয়ে আরো সাধনা কর্ব্বে! আমার অর্ঘ্য আরো ফলে ফুলে ভরে উঠবে! আমার আরতির আলো আরো ভালো ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে! আমার ধূপ আরো ভালো করে পুড়বে!...তবু যদি বর না পাই, আবার নতুন করে তপস্যা আরম্ভ কর্ব্ব!...তপস্যায় তপস্যায়, আমি সুন্দর হতে সুন্দরতর হব...তার পর... কোনদিন হয় ত ঐ নীলাকাশে একটি তারা হয়ে আমি আকাশেরি বুকে স্থান পাব...ঐ বুকে যে বুকে বিদ্যুৎ খেলে! যে বুকে বিদ্যুৎ নাচে!...

পুরোহিত। কিন্তু রাজাও যে তাকে কামনা করে!...আজ রাত্রির এই শৃঙার উৎসবে রাজার যোগদানও ঐ উদ্দেশ্যেই বৎস!...সে কি বুঝছ না?

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎপর্ণাকে কে না কামনা করে পিতা!

পুরোহিত। কিন্তু, তুমিই বা তা কেমন করে সহ্য কর্ব্বে!

ইন্দ্রজিৎ। আকাশের ঐ চাঁদ...ঐ বিদ্যুৎ...ভালোবাসে সবাই, কিন্তু তা নিয়ে কি হিংসা চলে কখনো?

পুরোহিত। তর্ক নয়, তর্ক নয়। বৌদ্ধ ঐ রাজা আমাদের এই লুপ্ত-প্রায় হিন্দুধর্ম্মের শেষ চিহ্ন এই মন্দিরটুকু ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে আমার নিকট ঐ দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণাকে তার সেবাদাসী করবার অন্যায় প্রস্তাব করেছেন। আমি অসম্মত হলে...যুদ্ধ...যুদ্ধে আমাদের অনিবার্য্য মৃত্যু। আর সম্মত হলে আমাদের ধর্ম্মের যুগযুগান্তব্যাপী অপমান, অপযশ। দশ বৎসর হ'ল ঐ হিন্দুদ্বেষী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে, এই দশ বৎসর আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ অপমান অপযশ আশঙ্কা করেছি!

ইন্দ্রজিৎ। প্রতীকার থাকে, প্রতীকার করুন।...কিন্তু...

পুরোহিত। কিন্তু?

ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন—

পুরোহিত। প্রতীকার আছে,—শুনবে কি প্রতিকার?

ইন্দ্রজিৎ।—[নিরুপায় হইয়া]...বলুন—

পুরোহিত। প্রতীকার ঐ বিদ্যুৎপর্ণা!

ইন্দ্রজিৎ। [চমকিয়া উঠিয়া উত্তেজিত বিস্ময়ে]—বিদ্যুৎপর্ণা?

পুরোহিত। হ্যাঁ!...বিদ্যুৎপর্ণা। দশ বৎসর পূর্ব্বে...যেদিন ঐ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছে, সেইদিন হতেই আমি এই প্রতীকারের উপায় ঠিক্ কর্ত্তে পেরেছিলুম ঐ শিশুকন্যা বিদ্যুৎপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে।... ঐ শিশুর রূপলাবণ্য দেখে...তপস্বী আমি...সন্ন্যাসী আমি... আমি অকুতোভয়ে বলব...আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম! তার পর হতে আমি তাকে নিজহাতে নিজমনে গড়ে তুলেছি আমার হাতের সুদর্শন অস্ত্রের মতো!

ইন্দ্রজিৎ। অস্ত্র কিনা জানিনে, কিন্তু, সুদর্শনা বটে!...সুদর্শনা, সত্য সত্যই প্রিয়দর্শনা আমাদের প্রিয়তমা ঐ বিদ্যুৎপর্ণা!

পুরোহিত। আবার প্রগল্‌ভতা!...তবে শোন—

ইন্দ্রজিৎ।—বলুন...আপনি বলুন—

পুরোহিত। বড় ভালোবাসি আমি তোমায় পুত্র!...তুমি যদি আমার অবাধ্য হও...আমার জীবনের সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব কামনা, সকল সাধনা ব্যর্থ হবে! আমি তোমাকে রাজা কর্ব্ব বৎস...তুমি শুধু ঐ বিদ্যুৎপর্ণার আশা ত্যাগ কর—

ইন্দ্রজিৎ। আমি রাজ্যের ভিখারী নই।

পুরোহিত। [স্তম্ভিত হইলেন। পরে, উত্তেজিত হইয়া] বেশ তাই হবে! তাই হবে!

ইন্দ্রজিৎ। হবে? হবে?

পুরোহিত।—হবে। কিন্তু, তার পূর্ব্বে—

ইন্দ্রজিৎ। তার পূর্ব্বে...?

পুরোহিত। হাঁ, তার পূর্ব্বে ঐ রাজাকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নাট-মন্দিরে নিয়ে এস। তাঁর আসবার সময় হয়েছে...

ইন্দ্রজিৎ। তার পরই—

পুরোহিত। না,...তার পর বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য হবে। নৃত্য শেষে রাজাকে বিদ্যুৎপর্ণার শয়নকক্ষে নিয়ে যাবে...তার পর—

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, তার পর?

পুরোহিত। তার পরই তোমার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার্লে বিদ্যুৎপর্ণাকে গ্রহণ করা না করা তোমার অভিরুচি!

ইন্দ্রজিৎ। অভিরুচি!...হাঃ হাঃ হাঃ!

পুরোহিত। হেসো না উন্মাদ!...তোমার কি পরীক্ষা শুনেছ?

ইন্দ্রজিৎ। বলুন...আপনি বলুন—

পুরোহিত। রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে আলিঙ্গনে চুম্বনে গ্রাস কর্ছে, সেই দৃশ্য তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, আকাশের চাঁদ, আকাশের বিদ্যুৎকে বিশ্বশুদ্ধ লোকে ভালোবাসে, কিন্তু তাতে কেউ কাউকে হিংসা করে না, তুমিও আজ ওখানে রাজাকে হিংসা কর্ত্তে পার্ব্বে না, প্রতিবাদে একটি কথাও বলতে পার্ব্বে না...

ইন্দ্রজিৎ। প্রতিবাদ কর্ত্তে চাইও না! বিদ্যুৎপর্ণা বিশ্বের বিদ্যুৎপর্ণা! সমগ্র পৃথিবী তাকে অভিনন্দন কর্ছে দেখলে আমার বুক ভরে উঠ্‌বে!

সে ধরণীর বুক জুড়ে বাস কর্ছে। আমারি বুকের বিদ্যুৎ বিশ্ব-হিয়ায় তার নৃত্যের তালে তালে খেলা কর্ছে সে তো আমারি গর্ব্ব, আমারি গৌরব!

পুরোহিত।—যা বলতে হয় বল, কিন্তু ঐ তোমার পরীক্ষা। আমার এই সর্ত্ত তোমাকে পালন কর্ত্তে হবে...তুমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে... তার পরও যদি তুমি ঐ বিদ্যুৎপর্ণাকে কামনা কর—

ইন্দ্রজিৎ।—আমি করি! আমি করি!

পুরোহিত। তখন আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না,...তুমি তাকে গ্রহণ ক'রো—

ইন্দ্রজিৎ।—আমি চললুম! আমি চললুম! আমি রাজাকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসি! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানিনে, কিন্তু আমার সেই অজ্ঞাত ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশে, প্রণাম...শত কোটি প্রণাম! আমি চললুম, আমি চললুম! [প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় পুরোহিত ত্বরিৎপদে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সহসা স্পর্শ করিয়া ফিরাইলেন।]

পুরোহিত।...রাজ্য চাও?

ইন্দ্রজিৎ।—বিদ্যুৎ চাই!

পুরোহিত। দাঁড়াও।...ওরে আমার অবোধ পুত্র! তোর জন্যই যে আমার এই প্রচণ্ড সাধনা! যদি রাজ্য চাস্...বিদ্যুৎপর্ণাকে ভুলে যা—! আর যদি বিদ্যুৎপর্ণাকে চা'স্ তবে—

ইন্দ্রজিৎ।—তবে?

পুরোহিত। আমার হৃদয়-শ্মশানে তোর চিতা জ্বলবে।

ইন্দ্রজিৎ। [সহসা রুদ্র-আনন্দে অট্টহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ! বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।]

পুরোহিত। [বিস্মিত স্তম্ভিত ভাবে ইন্দ্রজিতের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপর লীলায়িত গতিতে চঞ্চল চরণে বিদ্যুৎপর্ণা আসিয়া তাঁহার সেই নির্ব্বাক বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন,' কিন্তু তখনি ছুটিয়া যাইয়া পুরোহিতের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন।]

পুরোহিত। কে ?

বিদ্যুৎপর্ণা। আমি! হাঃ হাঃ হাঃ...ভয় পেয়েছ! চম্‌কে উঠেছ! হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। তোমাকে এখানে কে আসতে বলেছে ?

বিদ্যুৎ। "বিদ্যুৎ" "বিদ্যুৎ" বলে এখনি আমাকে ডাক্‌লো কে!

পুরোহিত। কে ডাক্‌লো ?

বিদ্যুৎ। আমায় ভালোবাসে...যে!

পুরোহিত। আমি তোমার রসিকতার পাত্র নই বিদ্যুৎ। আজ কিছুদিন হ'ল তোমার মধ্যে আমি দেবদাসীর সংযম দেখতে পাইনে।... পরিণাম অতি কঠোর,...বুঝলে ?

বিদ্যুৎ।—নির্জ্জন কারাবাস ?

পুরোহিত। হ'তে পারে!

বিদ্যুৎ।—হয় না! হয় না! নির্জ্জন কারাবাস আমার হতে পারে না! কারাগারে তোমার রক্ষী আমার রূপের স্তব কর্ব্বে। শুধু কি তাই ? কারাগারের আশে-পাশে অন্ধকারে মৃদু গুঞ্জন উঠ্‌বে...

"কালো কালো ভোম্‌রা করে হায় হায়!
বধূর অধরে মধু কোথা পাওয়া যায়!"

পুরোহিত। দুর্বিনীত অসংযমী তবে শুধু ইন্দ্রজিৎ নয়—

বিদ্যুৎ।—না। আমি তার এক ধাপ উঁচু। সে নাচতে জানে না। আমি জানি। এমন নাচ নাচতে জানি, যা দেখলে—

পুরোহিত।...এখনো তুমি সেই নাচ নাচো বিদ্যুৎ? আমার নিষেধ তবে তুমি অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা রাখো?

বিদ্যুৎ। "রক্তের ডাক"! "রক্তের ডাক"! আমি কি কর্ব্ব! আমার মা নেচেছে, আমি নাচব না?

পুরোহিত। কিন্তু...আমি তোমাকে "মানুষ" করেছি, সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছি—

বিদ্যুৎ। তারি ফলে আমার দেহে এই মিথ্যা আবরণ উঠেছে! কারাগার! কারাগারে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ! ঢেকে রেখেছ!... ভালো লাগে না! আমার ভালো লাগে না!...কোন্ দিন তোমরা বলবে এই যে আমার চোখ দুটি এরাও নরকের দুয়ার...ঢাকো...ঢাকো ওদের ...কোথায় ঠুলি! কোথায় ঠুলি!

পুরোহিত। পাপ! মূর্ত্তিমান পাপ তোমার চোখে মুখে—

বিদ্যুৎ। শুধু চোখে মুখে কেন? বল...এই বুকে—!...সন্তানও যেন বুকের দুধ চোখ বুজে খায়!...হাঁ! ভয় নেই, আমার বসন সংযতই রয়েছে!

পুরোহিত। আর আমি বিস্মিত হচ্ছি নে!...এর আভাষ আমি ইন্দ্রজিতের মাঝেই পেয়েছি!...তোমাদের দুজনকে নিয়ে যে আমি কি কর্ব্ব বুঝতে পাচ্ছি নে!

বিদ্যুৎ। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি।...আমাদের দুজনকে মুক্তি দাও...আর হাতে তুলে দাও আমার পৈত্রিক সম্পত্তি "বঙ্করাজ" "শঙ্খচূড়" আর "দুধসাগর" ঐ সাপ তিনটি! আমরা সাপ খেলিয়ে জীবন কাটাব! দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব! নাচব! গাইব! মজ্‌ব! মজাব।

পুরোহিত। আমি তোমাদের পরিণাম ভেবে শিউরে উঠছি!

বিদ্যুৎ। নরক?

পুরোহিত। [মুহূর্ত্তকাল, রোষে নির্ব্বাক রহিয়া] হাঁ, নরক।

বিদ্যুৎ। তবে আমি একা যাবো না!...বোধ করি ইন্দ্রজিৎও যাবে। যাবে না?

পুরোহিত। সে তোমার সাথী, তোমার দোসর।...যাবে বই কি?

বিদ্যুৎ! সেও যাবে, আমিও যাব। নরক গুলজার হয়ে উঠ্‌বে। সেই নরকই তবে আমাদের মিলন-স্বর্গ!...কবে যাব?

পুরোহিত। তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করবার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই...রাজার আসবার সময় হয়েছে, আমাকে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু, তার পূর্ব্বে তোমাকে একটী কথা বলে যাই, রাজার সম্মুখে তুমি তোমার ঐ বর্ব্বর বেশভূষা, ঐ ইতর আচরণ, ঐ অসভ্য বন্য নৃত্যগীত নিয়ে বের হয়ো না, তিনি তোমাকে দেখলে বড়ই বিরক্ত হবেন, হাঁ—

বিদ্যুৎ। তিনি আমাকে দেখলে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বেন, হাঁ—

পুরোহিত। আমি না হেসে থাকতে পাচ্ছি নে! হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। তুমি হাস্‌ছো! তুমি হাস্‌ছো!

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ! গুরু!

পুরোহিত। কি?

বিদ্যুৎ। যদি সে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ে, যদি আমি তা পারি,...তবে?

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিদ্যুৎ। আমাকে ক্ষেপিয়ো না তুমি। সন্ন্যাসী যদি আমার জন্ম ঘুমুতে না পারে, তবে···সে তো বিলাসী তার কথা···

পুরোহিত। [চমকিয়া উঠিয়া] তুমি কি বলছ ?

বিদ্যুৎ। হাঁ...আমি সন্ন্যাসীর কথাও বলছি।

পুরোহিত। সন্ন্যাসী ?

বিদ্যুৎ। হাঁ, সন্ন্যাসী! যে জীবনরসে ভরপূর, যে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে, যে ঘুমিয়ে নেই, যে জীবনের দুঃখ-সুখের উচ্ছলিত মদিরা পান করে মত্ত মাতাল, শুধু সে নয়···শুধু সে নয়···

পুরোহিত। তবে আর কে ?

বিদ্যুৎ। যে জীবনকে অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর বৈরাগ্য বরণ করে নিয়ে মনে করে পরমার্থের পথে চলেছি, হৃদয়কে শুষ্ক রেখে মরণকে তপস্যা করে জড়িয়ে ধর্ত্তে চায়,...কিন্তু, মনের এক কোণে, ঘুমের ঘোরে, অতি সংগোপনে কোনদিন বা স্বপ্ন দেখে চম্‌কে ওঠে যে সে হয় ত ঠক্‌ল···

পুরোহিত। [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] কে সে ?

বিদ্যুৎ। যে জাগরণে ঘোষণা করে যে আত্মসংযম চিত্তসংযম··· সকল রকমের সংযম সে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু, ঘুমের মধ্যে অসহায় নিরুপায় হয়ে নিজেরি অজ্ঞাতে অসংযমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়—

পুরোহিত। তার মানে ? তার মানে ?

বিদ্যুৎ। তার মানে অনেকের সুনিদ্রা হয় না!

পুরোহিত। [সন্দিগ্ধ ভাবে] বটে।

বিদ্যুৎ।···তোমারো!···তুমি ঘুমের ঘোরে মনের কথা বিড় বিড় করে বল।

পুরোহিত। [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে]···কি বলি ?

বিদ্যুৎ। ঠিক্ ঐ ইন্দ্রজিৎ যা বলে···তাই !

পুরোহিত। কন্যার স্নেহে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি, সাবধান···

বিদ্যুৎ। সে আমার বাল্যে।···কিন্তু···আজ সেজন্য হয় ত অনুতাপই হচ্ছে !

পুরোহিত। বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎ। তাই বলছিলুম...সন্ন্যাসী যদি আমার জন্য ঘুমুতে না পারে, রাজা তো বিলাসী ! তার কথা না বললেও চলে !

পুরোহিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তোমার প্রলাপ আলাপ শুনলুম বিদ্যুৎ। কত কথাই না তুমি বলতে পার ! হাঃ হাঃ হাঃ [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন]···যাক্ !

বিদ্যুৎ। [সঙ্গে সঙ্গে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পুরোহিত। হাসির কথা নয়।···পার্ব্বে তুমি আমাদের ধর্ম্মের··· আমাদের দেবতার আমাদের তপস্যার সেই মহাশত্রুকে বশ কর্ত্তে··· জয় কর্ত্তে···জয় করে ক্রীতদাস করে রাখতে ?

বিদ্যুৎ। [ক্ষণেক ভাবিয়া] পার্ব্ব !···পার্ত্তুম !...কিন্তু কর্ব্ব না। হাঁ, কর্ব্ব না !

পুরোহিত। কেন ? কেন বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ। সে তোমার শত্রু, কিন্তু তুমি আমার শত্রু···!

পুরোহিত। সে কি ! সে কি বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ। তুমি আমাকে কারাগারে রেখেছ ! আমি যাদের ভাল-

-বাসি, তুমি আমার নিকট হতে তাদের কেড়ে নিয়েছ, সরিয়ে রেখেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ!

পুরোহিত। বল কি বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ। কোথায় ইন্দ্রজিৎ? কোথায় বঙ্করাজ? কোথায় শঙ্খচূড়? কোথায় দুধসাগর?

পুরোহিত। এই কথা!...তবে কি আমাদের চাইতে তোমার কাছে বিষধর সাপই প্রিয় হ'ল?

বিদ্যুৎ। হ'ল। হাঁ, হ'ল...আমি তাদের ভালোবাসি। তারা আমায় ভালোবাসে। এ আমাদের রক্তের টান।...কোথায় তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা আছে। তাদের আমি দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছি!

বিদ্যুৎ। মিথ্যা কথা। তারা বেঁচে আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর যদিই বা বেঁচে থাকে, তাদের তুমি খেতে দাও না! বঙ্করাজ একবেলা কলা না পেলে ঢলে পড়তো! শঙ্খচূড় একবেলা ব্যাঙ্ না পেলে গোসা কর্ত্ত! দুধসাগর একবেলা দুধ না পেলে আমার মার বুকের দুধ চুষে খেত! সেই তারা! আজ কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা...আছে।

বিদ্যুৎ। ও কথায় আমি ভুলব না! একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি, একসঙ্গে আমরা খেলা করেছি, দুধ খেয়েছি, আদর পেয়েছি, বড় হয়েছি! কই তারা? কোথায় তারা?

পুরোহিত। আছে, তারা...আছে, কিন্তু...অনশনে। আমি তাদের কিছুদিন হ'ল অনশনে রেখেছি!

বিদ্যুৎ। বটে! বটে! কিন্তু, কেন?

পুরোহিত। মাঝে মাঝে ঐরূপ প্রয়োজন হয়। কেন, তা কি জান না?

বিদ্যুৎ। জানতে চাইও না! তুমি আমার শত্রু!...তুমি আমার শত্রু!

পুরোহিত। যা বলতে হয়, পরে বল।...আগে শুনে নাও...কেন। তারা আমার অস্ত্র।...কামন্দককে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎ। কামন্দক!...কোথায় সে? রসের গল্প অমন আর কেউ বলতে পার্ত্ত না!...কোথায় সে?

পুরোহিত। এক দিন সে তোমার অধর দংশন কর্ত্তে ছুটে গিয়েছিল। উপবাসক্লিষ্ট বঙ্করাজ তার অধর দংশন করে তৃপ্ত হ'ল।

বিদ্যুৎ। সে কি?

পুরোহিত। হাঁ!...যুধাজিৎকে ভোল নি, না?

বিদ্যুৎ। শত যুদ্ধের বীর সেই যুধাজিৎ! সে আমাকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল!

পুরোহিত। এবং রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তোমার ভালে চুম্বন-তিলক এঁকে দিয়েছিল—

বিদ্যুৎ। তুমি তা জেনেছ?

পুরোহিত। জেনেছিলুম বলেই তো অনাহারী শঙ্খচূড় যুধাজিতের মণি-মুকুট-মণ্ডিত ভালে বিষ-চুম্বন এঁকে দিয়ে জীবনরসে ভরপূর হয়ে উঠ্‌ল!

বিদ্যুৎ। সত্যি? সত্যি?

পুরোহিত। তবে কি আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস কর্চ্ছি?

বিদ্যুৎ। কি করেছ! তুমি কি করেছ!...কেন তুমি তাদের এ শাস্তি দিতে গেলে?

পুরোহিত। কেন তারা আমার নিষেধ মানে নি?

বিদ্যুৎ। তোমার স্বপ্ন যে কতখানি সত্য, আজ তা বুঝছি! তুমি হিংসায় আকুল, তারা যে আমায় ভালবাস্‌তো তুমি তা সহ্য কর্ত্তে পার নি..., এখন বুঝছি তোমার ঐ নিষেধাজ্ঞা, ঐ দণ্ডাজ্ঞার মূলে কোন্ প্রবৃত্তি জল সেচন করে!...এখন বুঝছি কামনা বয়সের অপেক্ষা রাখে না!... এখন বুঝছি আমার শক্তি কতখানি!...পুত্র আমার পদানত, পিতাও মনে মনে, স্বপ্নের সংগোপনে আমারি পদানত!

পুরোহিত। বল কি?

বিদ্যুৎ। হাঁ, পিতা হয়েও তুমি ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি!...উভয়ের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত, না?

পুরোহিত। [বিচলিত হইয়া] না...না...না! এ তুমি কি বলছ? ...তা কি হয় বিদ্যুৎ, তা কি হয়?...না...না...না,...তা নয়। তা কখনই নয়। তা হয় না। [ভাবিয়া] ছিঃ ছিঃ ছিঃ...না, তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয়।...কি বল?...না...না...না..., হাঁ, আমরা যেন প্রথমে কি কথা বলছিলুম?...হাঁ, মনে পড়েছে। রাজাকে তোমার জয় কর্ত্তে হবে বিদ্যুৎ! আমি তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। প্রতিদানে তুমি যা চাও...পাবে।—রাণী হতে চাও...রাণী হও...কিন্তু রাজাকে জয় কর—

বিদ্যুৎ। তোমার এই আত্ম-প্রবঞ্চনা, তোমার এই অপ্রকৃতিস্থতা আমার বেশ লাগছে।—কিন্তু আমি এ সুযোগ হারাব না। আমি চাই মুক্তি, যদি দাও তবে—

পুরোহিত। তবে ঐ রাজাকে জয় কর্ব্বে?

বিদ্যুৎ। কর্ব্ব!

পুরোহিত। রাজা তোমাকে কামনা করে!

বিদ্যুৎ। কিন্তু...যদি তুমি—

পুরোহিত।—বল...

বিদ্যুৎ। যদি তুমি ঐ ইন্দ্রজিৎকে আমায় দান কর!...যদি তুমি ঐ বঙ্করাজ, শঙ্খচূড় আর দুধসাগরকে আমার হাতে তুলে দাও!

পুরোহিত। তার পর?

বিদ্যুৎ। তারপর আমরা এই কারাগার হতে বের হয়ে পড়ব। সমুদ্র আমাদের পথ চেয়ে আছে। পর্ব্বত আমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বন-বীথি আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। ইন্দ্রজিৎ আর আমি হাত ধরাধরি করে পথ চলব। ও বাজাবে ডমরু, আমি বাজাব বাঁশী। বঙ্করাজ আমার গলা জড়িয়ে আনন্দে দুলবে! শঙ্খচূড় আমার মাথায় উঠে খেলা কর্ব্বে! দুধসাগর আমায় নাগপাশে বেঁধে দুধ খাবার জন্য বায়না কর্ব্বে!...ঠিক্ তেমনি করে চলব...যেমনি করে আমার বাবা আর মা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিল!...বেদে তার বেদেনী! আমার জীবনের স্বপ্ন! আমার স্বপ্নের জীবন!

পুরোহিত। সে না হয় হবে এখন!...কিন্তু, রাজাকে বশ করা সহজ নয়। তোমার মত কত সুন্দরী তার ক্রীতদাসী! পার্ব্বে তো? তুমি পার্ব্বে তো?

বিদ্যুৎ। আমি আমার শক্তি জানি। যা জানতুম না, তাও জানিয়েছ তুমি! [ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর] রাজার মত কত সুন্দর আমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য ক্রীতদাস হয়েছে!...বেশী নয়! বেশী

নয়! এই বেদেনীর একটি চুম্বন!...রাজা আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে!...আমি তা ভাবছি নে, আমি ভাবছি আমার স্বপ্নের জীবন! জীবনের স্বপ্ন!...কোথায় আমার সাথী?...কোথায় তার বাঁশী?...বঙ্করাজ কি ঘুমিয়ে আছে? শঙ্খচূড় কি কাঁদছে? দুধসাগর কি রাগ করেছে?

পুরোহিত। সব আছে...সব পাবে!...[বাহিরে ভেরী বাদ্য] ঐ শোন ভেরী বাদ্য!

বিদ্যুৎ। [নাচিয়া উঠিয়া] সে এসেছে! সে এসেছে! এইবার বঙ্করাজ লাফিয়ে উঠবে! শঙ্খচূড় ফণা ধরবে! দুধসাগর নাচবে!

পুরোহিত। রাজা এসে পড়েছেন। ও তারি আগমনী ভেরীবাদ্য। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আছে।

বিদ্যুৎ। আমি জানি! আমি জানি! সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে!...আমরা যাবো...ঐ সাগরের পারে...ঐ পাহাড়ের ধারে...ঐ বনের কোলে!

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! তুমি প্রস্তুত হও। রাজাকে গ্রহণ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।

বিদ্যুৎ। আমি প্রস্তুত আছি! আয়! আয়! আয়! কে আসবি আয়!

"সাপের খেলা ভারী
যে না আসবে আড়ী!"

পুরোহিত। উতলা হয়ো না বিদ্যুৎ! আজ দশ বৎসর হ'ল যে কামনা নিয়ে সসর্প গৃহে বাস ক'রে তোমাকে লালন পালন করেছি, আমার সে কামনা আজ সিদ্ধ কর!...ঐ রাজা!...ঐ রাজা! ওকে জয় কর... বশ কর...তোমার দেহের নাগপাশে ওকে জড়িয়ে ধর...চুম্বন দাও...

আলিঙ্গন দাও...ও...তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে!...পড়বে, নিশ্চয়ই পড়বে...আমি জানি পড়বে।

বিদ্যুৎ। আয় আয় আয়!
চুমু খাবো বঙ্করাজ
আয় আয় আয়!
দুধ দেব দুধসাগর
আয় আয় আয়!
শঙ্খ বাজে শঙ্খচূড়!
আয় আয় আয়!
মা মনসা মা মনসা!
আয় আয় আয়!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত। হাঁ...নাচো! ঐ নাচ নাচো!...আর আমার নিষেধ নেই, নাচো বেদেনী, নাচো! ঐ রাজা...বীরদর্পে আসছে! ঐ অহঙ্কার চূর্ণ কর! নাচো! সৃষ্টির সেই আদিম নাচ নাচো! সাপের নাচ নাচো! —নাগপাশে বাঁধো! জয় কর! বশ কর! কৃতদাস কর!

বিদ্যুৎ। কালনাগিনী! কালনাগিনী!
আজকে তুমি রাজরাণী!
মাথার মণির কিবা আলো!
বধূ তোমায় বাসে ভালো!
তোমার মুখে আছে মধু!
লোভে লোভে আসে বঁধু!
রাণী রাণী ওগো রাণী!
কালনাগিনী! কালনাগিনী!

[সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন]

পুরোহিত। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!...আমি...আমি...এ পৌরোহিত্য চাইনে!...আমি রাজা! আমিই রাজা!...দেবে?...একটি চুম্বন... [বিদ্যুৎপর্ণার কাছে গেলেন]

বিদ্যুৎ। হাঃ হাঃ হাঃ [পুরোহিতের মুখের কাছে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া অট্টহাস্য করিলেন।]

পুরোহিত। [সভয়ে পিছাইয়া যাইয়া] বিষ! বিষ! বিষ!... ওগো আমার বিষকন্যা! ওগো আমার স্বহস্ত-রচিত বিষবৃক্ষ!...ক্ষুধায় প্রাণ যায়...পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু তোমার ঐ ফলফুল...আমি হাত বাড়িয়ে ধর্ত্তে পারি নে,...ও-গো-গো! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ। [অট্টহাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ। [পুনরায় সর্প-নৃত্য আরম্ভ করিলেন।...ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দণ্ডধারী পারিষদগণ সেনানী-গণ পরিবৃত হইয়া নীরবে রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া নীরবেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে বিদ্যুৎপর্ণার নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের নিমিষে যবনিকা উঠিয়া গেল। সহস্র-দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দুই পার্শ্ব হইতে দুইদল দেবদাসী চকিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া রাজার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুৎপর্ণার সহিত তালে তালে নাচিতে লাগিল। ক্রমে নৃত্য শেষ হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে দীপ সকলও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নর্ত্তকীগণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।]

বিদ্যুৎ। একটি পয়সা রাজা একটি পয়সা! কে দেখবে সাপের খেলা! দুধসাগরের নষ্টামি! দেখবে যদি তাই বল...যদি কেউ বাসো ভালো!

রাজা। [ইন্দ্রজিতের প্রতি]...কে ?

ইন্দ্রজিৎ।—সে !

রাজা। [পুরোহিতের প্রতি]...সে ?

পুরোহিত। হাঁ...,সে !

বিদ্যুৎ। শঙ্খচূড়, বঙ্করাজ !

নাই ভয় নাই লাজ !

দুগ্ধসাগর দুধ চায়

সামলানো হ'ল দায় !

দেখবে যদি তাই বল !

যদি কেউ বাসো ভালো !

রাজা। ভালোবাসি ! ভালোবাসি !

ইন্দ্রজিৎ। দেখব ! দেখব !

সকলে। দেখব ! দেখব !

[বিদ্যুৎপর্ণা পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রদীপ আরো দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। দেবদাসীরা সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দিল। হাতছানি দিয়া রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে বিদ্যুৎপর্ণা যবনিকার অন্তরালে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ও ইন্দ্রজিৎ পুরোহিতের প্রসারিত হস্ত-সঙ্কেতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া চোরের মত যবনিকার এক প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। দীপের তেজ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেবদাসীদের একটি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল। দীপ নিভিয়া গেল।

তখন দূরাগত এক বংশীধ্বনির মৃত্যু-মুর্চ্ছনা শোনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া গেল।...হঠাৎ সেই অন্ধকারের অন্তর হইতে বিদ্যুৎ-পর্ণার স্বর শোনা গেল।]

বিদ্যুৎ। জয়! জয়! জয়!...জয় করেছি! বশ করেছি!... রাজা...দেশের রাজা...ধরণীর ঈশ্বর...কৃতদাস হয়ে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে!...মাত্র একটি চুম্বন! একটি আলিঙ্গন!

ইন্দ্রজিৎ।...কিন্তু তাকে কি হত্যা করে এলি পাষাণী!...ঐ শোন্ তার আর্ত্তনাদ! উঃ...কি কাতর আর্ত্তনাদ!

বিদ্যুৎ। মাতলামি! মাতলামি!...ও তার মাতলামি!...গুরু কোথায়?...কোথায় তুমি?...কোথায় আমার বঙ্করাজ! শঙ্খচূড়? দুধনাগর?

ইন্দ্রজিৎ। ঐ শোন অসির ঝনঝনি! ঐ শোন রাজার মর্ম্মভেদী আকুল মৃত্যু-যন্ত্রণা...ঐশোন তার সেনানীদের ক্ষিপ্ত কোলাহল...ঐ আবার অসির ঝনঝনি!...রাজাকে তুমি হত্যা করেছ, হাঁ, নিশ্চয়ই হত্যা করেছ... তার সেনানীরা ক্ষেপে উঠেছে!...কিন্তু...কি নিদারুণ অন্ধকার! পিতা কোথায়! প্রভু কোথায়! আমার অসি কই?

বিদ্যুৎ। রাজাকে আমি চুম্বন করেছি, আলিঙ্গন দিয়েছি...

পুরোহিত। হাঃ হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ। কে ও?...ঐ অট্টহাস্যে পরাণ কেঁপে ওঠে...! কে তুমি!

পুরোহিত। আমি পুরোহিত!

বিদ্যুৎ। গুরু! গুরু! আমি জয় করেছি! আমি বশ করেছি!

পুরোহিত। বটে!

বিদ্যুৎ। এক চুম্বনে...এক আলিঙ্গনে...বেশী নয়; বেশী নয়,... তাতেই সে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে...

পুরোহিত। ঐ এক চুম্বনে...ঐ একটি আলিঙ্গনেই রাজা পঞ্চত্ব লাভ করেছে! তার মৃতদেহ তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে!... ওগো বিষকন্যা! প্রতিদিন তিল তিল করে বিষ খাইয়ে আজ দশ বৎসর হল আমি যে কালনাগিনী সৃষ্টি করেছি...আজ সে আমার গোপন অভিসন্ধি পূর্ণ করেছে ঐ রাজাকে দংশন ক'রে!

বিদ্যুৎ। সে মরে গেছে?

পুরোহিত। মরে গেছে।

বিদ্যুৎ। চুম্বনেই বিষ? আলিঙ্গনেও বিষ?

পুরোহিত। ইন্দ্রজিৎ! তুমিই উত্তর দাও! স্বচক্ষে তুমি দেখে এসেছ!

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। আমি কালনাগিনী? আমি কালনাগিনী?

পুরোহিত। তুমি বিষকন্যা!...তুমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। আমি নিজ হাতে তোমাকে গড়েছি।...কিন্তু...

বিদ্যুৎ। বল! বল—

পুরোহিত।...কিন্তু ঐ যে রাজা...ও তো মরে বাঁচলো; ...কিন্তু আমি! আমি যে দিবানিশি অনুতাপে জ্বলে মর্চ্ছি! কে জান্‌তো আমারি বিষকন্যার একটি চুম্বনের জন্য বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মাঝে কামনার বিষে জর্জ্জরিত হবে!...হায় হায়! এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি!

বিদ্যুৎ। আজ দেখছি সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমরা কি সবাই মাতাল হলে?...কিন্তু আমি ঠিক্ আছি...আমি ভুলব না...ঠক্‌ব না!...গুরু! রাজাকে জয় করেছি, এইবার আমার সাপ তিনটি দাও ...ইন্দ্রজিৎ কোথায় তুমি?...কাছে এস...ঐ কাণ পেতে শোন... সমুদ্রের গর্জ্জন! ডাক্‌ছে! আমাদের ডাক্‌ছে!...গুরু! আর বিলম্ব নয়, কোথায় আমার বঙ্করাজ? শঙ্খচূড়? দুধসাগর?

পুরোহিত।...আছে, তারা আছে...আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু ...বিদ্যুৎ!...আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে?

বিদ্যুৎ। না—! না!...তুমি এই মন্দিরেই রইবে। আমরা আবার ফিরে আসব...ঠিক্ আমার বাবা সদল বলে যেমন ফিরে এসেছিল ...সঙ্গে আনব আমাদের খোকাখুকু। গুরু! কাছে এস...শোন... আমাদের খোকাখুকু আরো সুন্দর হবে...আমার চাইতেও...ইন্দ্রর চাইতেও! তুমি তাদের আবার বুকে তুলে নিয়ো...আবার মানুষ ক'রো ...আবার ভালোবেসো...

পুরোহিত।...বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ...ভুল! ভুল! ভুল!...সব তোমার ভুল।...আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি।...কাকে নিয়ে তুমি জীবনের স্বপ্ন দেখছ! স্বপ্নের জীবন কল্পনা কর্ছ...তুমি কালনাগিনী! তুমি বিষকন্যা...রাজাকে হত্যা করেছ, ইন্দ্রজিৎকেও...

বিদ্যুৎ।...আবার সেই কথা?

পুরোহিত। আরো প্রমাণ চাও?

বিদ্যুৎ। তুমি আমার সাপ দাও...কোথায় তারা?...আমি আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করব না, কোথায় তারা?

পুরোহিত।...সর্ব্বনাশ হয়েছে বিদ্যুৎ, সর্ব্বনাশ হয়েছে!... চুপড়ির

আবরণ খুলে এই অন্ধকারে দুধসাগর বের হয়ে পড়েছে...আমি তাকে খেতে দেই নি, সে এইবার ছাড়া পেয়ে তার শোধ নেবে!...ঐ শোন, তার গর্জ্জন! বাঁচাও বিদ্যুৎ, আমায় বাঁচাও! তুমি এসে আমায় জড়িয়ে ধর...দুধসাগর বুঝবে আমি তোমার দেহলগ্ন...সে কাকে দংশন কর্ত্তে গিয়ে কাকে দংশন কর্ব্বে মনে করে আর দংশনই কর্ব্বে না!

বিদ্যুৎ। কিন্তু...ইন্দ্রজিৎ?

পুরোহিত। সে আলো নিয়ে আসুক...যাও ইন্দ্রজিৎ...যাও...

ইন্দ্রজিৎ। হাঁ, আলো...আমি আলো নিয়ে আসছি...[প্রস্থান।]

বিদ্যুৎ। দুধসাগর! দুধসাগর! আমি বিদ্যুৎ! আমি তোর দুধবোন্! আমি তোকে দুধ দেব!...কিন্তু আমার কাছে আসিস্ না!... আমার গুরু আমার দেহ জড়িয়ে আছেন...বিশ্বাস না হয়...ঐ শোন আমি তাকে চুমু খাচ্ছি...সাবধান...কাকে দংশন কর্ত্তে কাকে দংশন কর্ব্বি... ঠিক নেই কিন্তু...

পুরোহিত। [চীৎকার করিয়া উঠিয়া] দংশন করেছে...দংশন করেছে!

বিদ্যুৎ। সে কি! সে কি!

পুরোহিত। কিন্তু দুধসাগর নয়...

বিদ্যুৎ। তবে?

পুরোহিত। তুমি!...বিদায়! ইন্দ্রজিৎকে চুম্বন ক'রো না...আলিঙ্গন দিয়ো না!...আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি...যদি তোমার খোকাখুকু হবার কোন আশা থাকতো...তবে আমি এই মন্দিরে যেমন করেই হোক্ তাদের আশায় বেঁচে রইতুম, কিন্তু...তা যখন নয়...তখন যাকে ভালোবেসে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তারি চুম্বন পেয়ে, আলিঙ্গন পেয়ে

আনন্দে মর্লুম! প্রতি রাত্রের দুঃস্বপ্নের চাইতে এক দিন এ-ক মু-হূ-র্ত্তে ম-রা ভা-লো! তৃ-প্ত হ-য়ে ম-রা ভা-লো! বি-দা-য়!

বিদ্যুৎ। গুরু!...গুরু! [উত্তর পাইলেন না।]

*　　*　　*　　*

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। পরে আলো হস্তে ইন্দ্রজিৎ প্রবেশ করিয়া দেখেন বিদ্যুতের পদতলে পুরোহিতের মৃত-দেহ লুটাইয়া পড়িয়াছে! বিদ্যুৎ পাষাণ-মূর্ত্তির মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।] ...দেখছ?

ইন্দ্রজিৎ। গুরু!

বিদ্যুৎ। গুরু নয়, গুরুর মৃতদেহ!...আমার একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে...পায়ের তলে লুটিয়ে পড়েছে...আর উঠ্‌বে না!

ইন্দ্রজিৎ। চলে এস বিদ্যুৎ...সেনানীরা উলঙ্গ অসি হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে...এতক্ষণ অন্ধকারে নিরাপদে ছিলুম...এখন এই আলো...

বিদ্যুৎ। নিভিয়ে দাও...নিভিয়ে দাও...

ইন্দ্রজিৎ। বেশ!...দিলুম। [দীপ নির্ব্বাপন।] এইবার এস চল... তোমার সেই পাহাড়ের ধারে...সমুদ্রের পারে...বনানীর কোলে—

[কোন উত্তর পাইলেন না।]

ইন্দ্রজিৎ। [আরো উচ্চৈঃস্বরে] বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! [দূর হইতে উত্তর আসিল]

বিদ্যুৎ। ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [আরো দূর হইতে] বিদ্যুৎ আকাশে!...বাইরে এসে দেখে, যাও...[পট পরিবর্ত্তন। মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ, মাঝে মাঝে মেঘ সরিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢাকা পড়িতেছে।...বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সরসরী বুকে কুমুদ, কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, বাতাসে তাহারা দুলিতেছে। সরসীর একপারে ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। [সরসীর অন্যপারে আবির্ভূত হইয়া] ইন্দ্রজিৎ! ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ। অত...দূরে নয়!...কাছে এস! চল...চল...সেই পাহাড়ের ধারে সমুদ্রের পারে...বনানীর কোলে—

বিদ্যুৎ। [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।] ও—হো—হো—! না—না—না!

ইন্দ্রজিৎ। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎ। আকাশের ঐ চাঁদ...দূরে...কতদূরে...তবু—সরসীর ঐ পদ্ম আনন্দে দুলছে!...চুম্বন নয়! আলিঙ্গন নয়!...তবু দোলে!...ঐ চাঁদ... আর এই পদ্ম!...ওর অর্থ জানো?...আমি জেনে আসি!

[জলে ঝাঁপ দিলেন।]
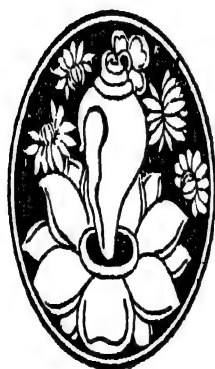
স্মৃতির ছায়া

স্মৃতির-ছায়া

বিদেশী সদাগর। পসারিণি!

পসারিণী। আজ আবার কি চাই?

সদাগর। আজ খবর চাই।......আজ দু'দণ্ড আমার এখানে বসতে হবে!

পসারিণী। শুধু শুধু কেমন করে বসি!......কিছু নাওতো বসি।

সদাগর। নেব......নেব......কিন্তু যা চাই তাই কি পাব?

পসারিণী। কি চাই?......ঘরে ফিরবে বুঝি?...এক ছড়া মুক্তার মালা দেব?

সদাগর। দিতে হয় একজোড়া চরণ-পদ্ম দাও—

পসারিণী। ঐ বুঝি তাঁর বায়না?

সদাগর। কার?

পসারিণী। ঘরের ঘরণীর!

সদাগর। ঘর এখনো বাঁধিনি পসারিণি!

পসারিণী। সে কি!

সদাগর। হাঁ!

পসারিণী। বল কি?

সদাগর। হাঁ গো, হাঁ। ......ঘর বাঁধবার কথা কেউ বলে নি। এতকাল হাতছানিরই ডাক পেয়েছি, কিন্তু, চরণ-রেখা কেউ এঁকে দেয় না! তাই অপথে বিপথেই সারাটা জীবন কাটিয়ে এলুম, ঘর বাঁধা হ'ল না!

পসারিণী। বুঝলুম, হাঁ, বুঝেচি।.........কিন্তু, বুঝলাম না ঐ এক জোড়া চরণ-পদ্ম......।

সদাগর। না বোঝাই ভালো।......কিন্তু দেবে কি?

পসারিণী। কি?

সদাগর। ঐ একজোড়া চরণ-পদ্ম?

পসারিণী। সে তো আমার পসরায় নেই!

সদাগর। পসরায় নেই. কিন্তু......আছে। হাঁ, আছে। দিতে হবে......দিতেই হবে। হাঁ,......আছে...ঐ রয়েছে......দাও......দিতেই হবে,......বল দেবে?

পসারিণী। ও কি?

সদাগর। [নীরব।]

পসারিণী। তোমার হ'ল কি?

সদাগর। বাইরে একটা ঝড়ো হাওয়া খ্যাপার মতো নেচে উঠেই মিলিয়ে গেলে।...দেখলে না?

পসারিণী। আজো আকাশে মেঘ করেছে।...কিন্তু, তুমিও কি ক্ষেপে উঠেছ?

সদাগর। চাইনে তোমার চরণ-পদ্ম।...কিন্তু......

পসারিণী। কিন্তু?

সদাগর। একটি খবর চাই!

পসারিণী। কি খবর বলতে হবে শুনি!

সদাগর। এই বাড়ীতে আমার পূর্ব্বে কে বাস করেছিলেন জানো?

পসারিণী। কেন?......সে কথা কেন?

সদাগর। আমার প্রয়োজন আছে। যদি জানো, বল—

পসারিণী। এ বাড়ীর ইতিহাসখানি কম নয়!......কিন্তু, সে বেশী দিনের কথা নয়। আমার বেশ মনে আছে।...প্রথমে ছিল এটা সেই শ্রেষ্ঠীর বাড়ী...

সদাগর। তাঁর নাম?

পসারিণী। চারু দত্ত!

সদাগর। তারপর?

পসারিণী। তারপর, হাঁ তারপর আমায় একগ্লাস জল দাও—

সদাগর। এই নাও——

পসারিণী। আঃ!......চারুদত্ত...চারুদত্ত...সে ছিল বিলাসের রাজা! তখন নগরে যত তরুণ তরুণীর মেলা বসতো এইখানে...আর আমি, আমার মার সঙ্গে ঐ পথের পাশে পান সেজে পান বেচতুম! আর চারুদত্ত নিজে এসে, ওঃ...

সদাগর।—বটে!

পসারিণী। আমাদের কুটির এই বাড়ীরই পাশে। মাঝে ছিল কাঁটার বেড়া। তারা সবাই এসে জম্‌তো এখানে রাত্রে।...পান চাই, পান চাই!...না এলেও......চল্‌তো না। কাঁটার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলার পথ তৈরী হ'ল। তারপর......

সদাগর। তারপর?

পসারিণী। পান খাবে তুমি?......পসরায় আছে।...খাবে?

সদাগর। দাও। হাঁ, মিঠা পান বটে! তোমার হাতে মধু আছে পসারিণি! হাঁ, তারপর?

পসারিণী। তাঁরাও ঐ কথাই বলতো! ঐ কথা...পান তো নয়, মধু!...ভারী গর্ব্ব হ'তো আমার!

সদাগর। আর...আর কি বলতো ?

পসারিণী। তুমি আর কি বলতে পার ?

সদাগর। আমি অনেক কথাই বলতে পারি !

পসারিণী। সে মন্দ হবে না,...বল...না হয় একবার শুনেই দেখি, একবার বুঝেই দেখি আজ আমি কোথায় !

সদাগর। তোমার কথাগুলি খুব মিষ্টি ! তোমার মুখে মধু আছে পসারিণি !

পসারিণী। হাতে মধু, মুখে মধু......আর ?

সদাগর। আর মধু তোমার......

পসারিণী। বল——

সদাগর। ঐ চোখ দুটি...

পসারিণী।——থাক্।...বয়স হয়েছে...শুনতে ভারি বিশ্রী লাগবে ! হাঁ, থাক, আর নয়।...কতবারই তো শুনেছি, কিন্তু...আর নয়—

সদাগর। কিন্তু একটি কথা শোন নি——

পসারিণী। কি ?

সদাগর। তোমার ঐ পা দু'খানির কথা কি কেউ বলেছিল ?

পসারিণী। ওমা ! সে কি গো !

সদাগর। —থাক্...লজ্জা পেয়ে আঁচলে পা ঢাক্‌তে হবে না।...না... না...ঐটি ক'রো না !...আমি তোমার মুখের দিকেই চেয়ে রইলুম...নগ্ন চরণ নগ্নই থাক্......। তোমার এই বাড়ীর ইতিহাস কি শেষ হয়ে গেল পসারিণি ?

পসারিণী। শেষ হবে যেদিন আমি চিতায় উঠ্‌ব !...কিন্তু তাদের শেষ আমি নিজের চোখেই দেখলুম...চারুদত্ত দেনার দায়ে কারাগারে

গেলেন,...বন্ধুগণ নিজেদের আগারে গেলেন, আমি আমার কুটিরে ফিরে চলে আসব, এমন সময় মনে হ'ল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে যেন কাঁদছে।

সদাগর। কে?

পসারিণী। তাঁর চোখের জলে মুক্তা জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছিল!

সদাগর। কে সে?

পসারিণী। লক্ষ্মী! ভাগ্যলক্ষ্মী।

সদাগর। সে কি?

পসারিণী। হাঁ, তিনি। অভিসারিকার সেই পায়ে চলার পথেই শ্রেষ্ঠীর ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার নিয়ে সেই অভিসারিকা-শ্রেষ্ঠা আমার কুটিরে আমার পিছে পিছে চলে এলেন!

সদাগর। তারপর?

পসারিণী। পানওয়ালী উঠে গেল। লোকে বল্‌তো সে ছিল রাক্ষসী! কিন্তু রাক্ষসী কি মরে? ঐ খানেই তারা ভুল করলো! ছেলেবেলার রূপকথা তারা ভুলে গিয়েছিল!

সদাগর।...তুমি বল———

পসারিণী। শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডার পেয়ে লক্ষ্মীর পসরা মাথায় তুলে আমি হলুম পসারিণী!

সদাগর। শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডার পেয়ে লক্ষ্মীর পসরা পেয়ে ওগো পসারিণি! ...তবু তুমি আজো পসারিণী?

পসারিণী। —অভ্যাস।..জানো না? একবার এখানকার আজন্ম ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হল। তারা কিন্তু কেঁদেই আকুল, বলে আমরা স্বাধীন হলুম সে কি গো? আমাদের কেমন করে চলবে! চাইনে

আমরা মুক্তি। আমারো-তো তাই!...বাড়ী বাড়ী ফেরা চাই, এ বাড়ীতে যে আসাই চাই!

সদাগর। হাঁ।...তারপর?

পসারিণী। তারপর শ্রেষ্ঠীর এক মহাজন এই বাড়ীর মালিক হ'ল। সে একে বানালো ধর্ম্মশালা। তবু......

সদাগর। তবু?

পসারিণী। আমার সেই যাওয়া-আসা বন্ধ হ'ল না। কত বিদেশীর কত বিরহিনী বধূর জন্য আমি আয়না দিয়েছি, সিঁদুর দিয়েছি, আলতা দিয়েছি! তারা সুন্দর হতে আরো সুন্দর হয়ে তাদের প্রিয়জনের কাছে আরো মনোরম হয়েছে! কত শিশুকে পুতুল দিয়েছি, লাটিম দিয়েছি, গাড়ী দিয়েছি, ঘোড়া দিয়েছি, সেই খেলনা পেয়ে তাদের খেলা আরো সুখের হয়েছে, তাদের বাবা মা আরো খুসী হয়েছে!...কিন্তু,

সদাগর। কিন্তু?

পসারিণী। কিন্তু, তবু, আমার আড়ালেই তারা বল্‌তো আমি ডাইনি! কেউ বল্‌তো আমার চরিত্র খারাপ। কেউ বা বললে ঐ পসারিণীই এই ধর্ম্মশালার ধর্ম্ম নষ্ট করেছে!

সদাগর। বটে!...তারপর?

পসারিণী। মহাজন একদিন স্পষ্ট জবাব দিলেন এখানে তোমার আর আসা হবে না। না, কিছুতেই নয়। চোখের জল রাখতে পার্‌লুম না! মহাজন মুখের হাসি চেপে রাখতে না পেরে ধর্ম্মশালার ধার্ম্মিকদের কাছে গেলেন!...আর উপরে, বিধাতাও বোধ করি অট্টহাস্যে হেসে উঠ্‌লেন!

সদাগর। হাঁ। ...তারপর?

পসারিণী। বিধাতা ঠিক্ই হেসে ছিলেন। দু'দিন পরেই লোকে বলতে লাগল এ বাড়ীতে ভূত আছে। কেউ কেউ বলতে লাগল তারা স্বচক্ষে দেখেছে। ধর্ম্মের চেয়ে প্রাণের ভয় বেশী; ধার্ম্মিকরা পালালেন, ধর্ম্মশালা উঠে গেল।

সদাগর। উঠে গেল?

পসারিণী। হাঁ, উঠে গেল। আমি খুসী হলুম। খুব খুসী হলুম। অত খুসী জীবনে হইনি!

সদাগর। ....কেন?

পসারিণী। কেন?......কেন?......হাঁ, মহাজন তো জব্দ হ'ল।... হ'লনা কি?

সদাগর। তবে এইবার আমার কথা শোন—

পসারিণী। বল—

সদাগর। কিন্তু, তোমার পা দু'খানি কি সুন্দর!

পসারিণী। আঃ, তবে তুমি কি আমার পায়েরি প্রেমে পড়লে?

সদাগর। আমার ভালো লাগে! বড় ভালো লাগে!...না...না ঢেকোনা,...এই আমি তোমার মুখের পানে চোখে চোখেই চেয়ে রইলুম...কিন্তু...

পসারিণী। হুঁ..., কিন্তু?

সদাগর। কিন্তু তবু না বলে—না বলে থাকতে পারিনে...তোমার ঐ চরণ...না...না—তোমার ঐ চলন-ভঙ্গী টুকু কি সুন্দর!

পসারিণী।—একটা উপমা দিলে না?

সদাগর। অনুপম, অনুপম ঐ পা দুখানি! তোমার ঐ নগ্ন চরণের একখানি ছাপ আমায় দেবে?

পসারিণী। আমি চললুম—

সদাগর। দাঁড়াও!...শোন...! থাক্...ছাপ নয়...কিন্তু...

পসারিণী। না, আর নয়। আকাশে মেঘ করেছে। আবার গত রাত্রের মতই বৃষ্টি নামবে।...আমি আসি,...নইলে আমার পশরা ভিজে যাবে...

সদাগর। কিন্তু, একটি সওদা এখনো আমার নিতে বাকী রয়েছে!

পসারিণী। আবার কি?

সদাগর। বল দেখি কি?

পসারিণী। তুমিই জান...!

সদাগর। একজোড়া চরণ-পদ্ম!

পসারিণী। কেন বিরক্ত কর!...আমার পশরায় নেই

সদাগর। কিন্তু...আছে।...পশরায় নয়, তবে...

পসারিণী। তবে?

সদাগর। তোমার নিজের পায়ে!...দাও ঐ দুটিই খুলে দাও!...দাও দিতে হবে...দিতেই হবে...যে দাম চাও, নাও...কিন্তু...দাও

পসারিণী। হাঃ হাঃ হাঃ

সদাগর। ওকি?

পসারিণী। বাইরে একটা ঝড়ো হাওয়া খ্যাপার মতো নেচে উঠেই মিলিয়ে গেল!...দেখলে না?

সদাগর। সত্যি...কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল দেখছি!...আজো কি তবে কাল রাত্রের মতই বৃষ্টি নামবে?

পসারিণী। আজ হয়ত তার চাইতেও বেশী।...কাল রাত্রে বৃষ্টির সময় তুমি জেগে ছিলে?

সদাগর। এখানে রাত্রে তো আমার ঘুম হয় না!

পসারিণী। কেন?

সদাগর। এখানে...———আছে!

পসারিণী। কি?

সদাগর। কি ঠিক্ জানি নে, কিন্তু......আছে।

পসারিণী। তবে ভূতের কথা মিথ্যা নয়?

সদাগর। হয়ত না—!

পসারিণী। ভূত?

সদাগর। হাঁ,...ভূত।

পসারিণী। তুমি গাছ পালার ছায়া দেখে হয়ত ভয় পেয়েছ...

সদাগর। ছায়া?...হাঁ, হয়ত ছায়া, অতীতের ছায়া। ভূত মানেই যে অতীত!

পসারিণী। ভূত মানে অপদেবতা।...তুমি কি ভয় পেয়েছ?

সদাগর। সে কথা ঠিক্ বলতে পাচ্ছিনে——

পসারিণী। কেন লুকাও?...আমায় বল...। বল শুনি...; —আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে...। বল কি দেখেছ?

সদাগর। না, ও কথা থাক্। তুমি গান জানো পসারিণি?

পসারিণী। হাঁ, গাইব, "নিশীথ রাতের বাদল ধারা"র গান গাইব যদি—

সদাগর। যদি—

পসারিণী। যদি তুমি আমায় খুলে বল কাল রাত্রে কি দেখেছ।...' আমার এত কৌতূহল হচ্ছে!...উঃ মহাজন তবে সত্য সত্যই শিক্ষা পেয়ে গেছে! উঃ কি মজা!

সদাগর। বেশ্...আমিও বলব...যদি—

পসারিণী।—যদি?

সদাগর।—ঐ সুন্দর পা দুখানি!...ঐ আলতামাখা-রাঙা পা দুখানির যদি দুটি ছাপ দাও!

পসারিণী। আবার?

সদাগর। দয়া কর! দয়া কর!

পসারিণী। তুমি কি আবার ক্ষেপলে?

সদাগর। তুমি দাও...দাও!

পসারিণী] বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! আর থাকা চলে না আমি চললুম।

সদাগর। না...না......যেয়ো না!

পসারিণী। বৃষ্টি নেমেছে। ঐ দেখ সোপানপথ জলে ভেসে গেছে—

সদাগর। সোপানপথ জলে ভেসে গেছে? সোপানপথ জলে ভেসে গেছে?...সত্যি?

পসারিণী। সত্যি। ঐ দেখ। আমি এখন যাই কেমন করে?

সদাগর। সোপানপথ, আমার শ্বেতপাথরের সোপান পথ জলে ভেসে গেছে?

পসারিণী। হাঁ, গেছে।...দেখছ না?...না, আর যাওয়া হয় না। আমার পশরা ভিজে যাবে। বেশ্, আমি থেকে গেলুম। এইবার তোমার গল্প বল—

সদাগর। শ্বেত পাথরের সাদা সোপান শ্রেণী জলে ভেসে গেছে! হাঁ,...গেছে।......তোমার যেতেই হবে পসারিণি!

পসারিণী। সে কি!

সদাগর। তোমার যেতেই হবে পসারিণি!

পসারিণী। সে কি সদাগর?

সদাগর। হঁা তোমার যেতেই হবে।...এই নাও আমার ছত্র...

পসারিণী! বেশ ক্ষ্যাপা তো তুমি!......যদি আমি না যাই?

সদাগর।——তবে আমার একটি কথা রাখতে হবে!...না গেলে, রাখতে হবে।

পসারিণী। কি কথা, শুনি!

সদাগর। তোমার ঐ নগ্নচরণের দুখানি ছাপ দিতে হবে!

পসারিণী। বটে।

সদাগর। হঁা।

পসারিণী। বিদায়! তোমার ছত্র নিলুম।...না,...তাও নিলুম না ...নেব না।...চললুম।...বিদায়!

সদাগর। বেশ্।...যাও...এসো...বিদায়;!!

*　　*　　*　　*

সদাগর। পসারিণি! পসারিণি!......তোমার পায়ের ছাপ আমি পেলুম!...বৃষ্টির-জলে ভেজা শ্বেত পাথরের সাদা সোপানশ্রেণীর উপরে তোমার আলতা মাখা পায়ের রাঙ্গাছাপ পড়েছে!...পসারিণি!...পসারিণি। শুনেছ?...তোমার পায়ের ছাপ আজো আমি পেলুম।

*　　*　　*　　*

পসারিণি! পসারিণি! কাল রাত্রে ও এমনি করে তোমার পায়ের ছাপ পেয়েছিলুম। ঐ সোপানের উপর কাল রাত্রে আমার সাদা শাল বাতাসে উড়ে গিয়ে সোপান ঢেকে রেখেছিল। * কালরাত্রেই বৃষ্টি শেষে উঠে দেখলুম সেই সাদা শালের ভিজা বুকে আলতা-মাখা পায়ের রাঙ্গা

ছাপ! কালরাত্রে কে এসেছিল জানিনে...হয়ত ভূত...কিন্তু, তারি পায়ের ছাপ আর আজকের পায়ের ছাপ এখন মিলিয়ে দেখছি ভূত আর কিছু নয়, অতীতের ছায়া, অতীতের স্মৃতি।......

পসারিণি! পসারিণি! ভূত অপদেবতা নয়, ভূত দেবতা। তার প্রেম অক্ষয় অনন্ত বলেই সে এখানে আসে, সে এখনো আছে ওগো দেবতা! প্রণাম! প্রণাম!

উপচার

উপচার

এক পল্লীগ্রামের প্রান্তে "তারা" ভৈরবীর "পঞ্চবটী"। পঞ্চবটীতে লতাপাতা ঘেরা একখানি মাটির ঘর। তাহার সম্মুখস্থ দূর্ব্বাশ্যাম প্রাঙ্গণে বেল-বেলী-শেফালী-মাধবীর কুঞ্জ। শারদলক্ষ্মীর আবির্ভাবে আকাশ বাতাস রূপে রসে গানে গন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তারা ভৈরবীর বোধ-করি-বা যিনি ভৈরব, তিনি জীবিত কি মৃত সে বিষয়ে প্রথম দর্শনে মতভেদ হইতে পারে। তারা তাহাকে ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু তাহার নাম অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তারানাথ। তারা হইতে তারানাথ, না তারানাথ হইতে তারা, সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আমরা এইটুকু ঘোষণা করিতেছি যে ভৈরবীর নাম তারা, এবং ভৈরবের নাম তারানাথ।

তারানাথের বয়স খুব বেশী হইবে না, কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হইবে কয়েকখানি হাড় শ্মশান হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ তারা ভৈরবীই বা একটি চামড়া দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তি স্মরণ করিলে লেখকের লেখনী আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় না।

অথচ এই তারানাথের প্রতি তারার যত্ন স্নেহ, অথবা ধরুন, প্রেম বা প্রীতি, অসাধারণ। তারানাথকে তারা ভৈরব বলিয়াই ডাকে, কিন্তু

তারাকে তারানাথ শালী ভিন্ন অন্য নামে সম্ভাষণ করিয়াছে শোনা যায় নাই। অবশ্য শালী সম্বোধনটি রাগের কি অনুরাগের সম্বোধন, সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে।

সকলের কথাই বলা হইল, এইবার তারার কথাটি ভালো করিয়া বলি। তারা যুবতী। রং উজ্জ্বল শ্যাম। লোকে বলে দেখিতে বেশ। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এই ভৈরব এবং ভৈরবী অতি অল্পদিন হইল এই পল্লীগ্রামে ঐ পরিত্যক্ত পঞ্চবটীতে আশ্রয় লইয়াছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোনও রোমাঞ্চকর রোমান্স এখনো তৈরী হয় নাই। সম্পাদকের তাড়নায় সেই ভার পড়িয়াছে আমার উপর।

আগামী কল্য মহাসপ্তমী। গ্রামের জমিদার বাড়ীতে মহাসমারোহে এইবার প্রথম দুর্গোৎসব হইবে। জমিদারের নাম কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স ত্রিশ। হঠাৎ দুর্গোৎসবে তাঁহার সুমতি হইল কেন, তাঁহার পারিষদগণকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে জানায় "ঐ তারা ভৈরবী—।"...বোধ করি গ্রামে ভৈরব ভৈরবীর আবির্ভাবেই জমিদার মহাশয়কে দুর্গোৎসবের অনুপ্রেরণা দিয়াছে, এই ঐ ইঙ্গিতের সদর্থ।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যারাত্রি। কুটিরের বারান্দায় ভৈরব তারানাথ একখানা কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া ভৈরবী তারা বাহিরে আসিল, এবং হাতের প্রদীপটি বারান্দার একটি কাষ্ঠের প্রদীপাধারে রাখিয়া ধীরে ধীরে তারানাথের পায়ের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া ডাক দিল "ভৈরব!"]

তারা। ভৈরব!

তারানাথ। [এই ডাক শুনিয়া তাহার রোগযন্ত্রণা যেন হঠাৎ জাগিয়া

উঠিল। নানাবিধ যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ নানা তালে এবং নানা ছন্দে কালো কম্বলের তলে জন্মগ্রহণ করিল।]

তারা। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে শোবে চল—

তারানাথ। [যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দরাশি বাড়িয়াই চলিল।]

তারা। বাইরে বড় হিম। এখানে রইলে কাসিটা আরো বাড়বে।

তারানাথ। [কাসিটী ঘুমাইয়াই ছিল। এইবার তাহারও ঘুম ভাঙিল। ঘুম ভাঙিল বলিলে ঠিক বলা হইল না, লাফাইয়া উঠিল, বীর-বিক্রমে লাফাইয়া উঠিল।] খক-খক-খক।

তারা। ভেতরে চল, আমি গলায় পুরাণো ঘি মালিস করে দিচ্ছি, কাসি এখনি তরল হয়ে যাবে—

তারানাথ। [কাসিতে কাসিতে তাহারি ফাঁকে] গরু মেরে আর জুতো দানে কাজ নেই। কাসির কথা তোকে তুলতে বলেছিল কে রে শালী?...এতক্ষণ তো ওটা ভুলেই ছিলাম।...যেই মনে করিয়ে দিলি, ওরে হারামজাদী,—খক-খক-খক—[কাসি ফেলিবার জন্য উঠিয়া বসিয়া কম্বলের তল হইতে মুখ বাহির করিল।]

তারা। [নতজানু হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার ভৈরবের পায়ে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভৈরবকে ধরিয়া রহিল।]

এইবার ওঠ—...চল...ঘরে চল—

তারানাথ। ওষুধ এনেছিস?

তারা। ওষুধের কথা তো বল নি।

তারানাথ। [ভেঙাইয়া] ওষুধের কথা তো বল নি!...ওরে শালী! ওরে হারামজাদী—

তারা। [অবিচলিত ভাবে] তাহলে হয়ত আমি শুনি নি—

৮

তারানাথ। তাতো শুনবিই নে; তা শুনবি কেন রে শালী? বিষের কথা বললে নাচতে নাচতে গিয়ে বিষ এনে দিতিস! তা দে না তাই এনে দে না, আমিও বাঁচি, তুইও বাঁচিস! আরে শালী হারামজাদী, মতলবখানা তোর কি, তা কি এই তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব তারানাথ ঠাকুর বোঝে না?

তারা। কেন অনর্থক গালমন্দ কর। কি চাই, বল না—!

তারানাথ। একটু "কারণ" যোগাড় কর্ত্তে বলেছিলাম, যায় নি কাণে?

তারা। শুনেছিলাম, কিন্তু...

তারানাথ। কিন্তু সেটা নিজের পেটেই গেছে, এই তো?

তারা। [ধীরভাবে] আমি যোগাড় করতে পারি নি। হাতে টাকা ছিল না,—

তারানাথ। কিন্তু যাকে ঐ পটল-চেরা চোখে মজিয়েছ, সেই জমিদার বাবুটি তো ছিলেন—

তারা। কাকে দেখে কে যে মজেছে, সে কথা ঘাটের মড়ার মুখে না হয় নাই শুনলাম!

তারানাথ। তবে রে হারামজাদী, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, [প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই] খক...খক...খক...[প্রবল কাসি। একটু শান্ত হইলে] খুব বেঁচে গেলী শালী!

তারা। "কারণে" তোমার আরো অপকার করে দেখেছি—

তারানাথ। দেখ শালী, চটাস নি কিন্তু—যদি ভালো চাস...

তারা। আর ভালো আমি চাই নে। তুমি ভালো হলেই রক্ষে—

তারানাথ। তাই বা কই চাস?...তাই যদি চাইতিস, তবে "কারণ" পেলাম না কেন?

তারা। জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পার্ল্লাম না। কাল তাঁর বাড়ীতে পূজা। আজ সারাদিনে তিনি ঘরের বের হন নি, পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। একঘর লোকের মাঝে আমি যেতে পার্ল্লাম না, দেউড়ী হতে খবর নিয়ে ফিরে এলাম—

তারানাথ। তবে না পূজা হবে না শুনেছিলাম?

তারা। গিন্নীর খুব ইচ্ছে, পূজা হয়। কর্ত্তা ছিলেন দোমনা। সেদিন আমি গিন্নীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলাম...

তারানাথ। বটে। আজকাল অন্দরেও যাতায়াত হচ্ছে!

তারা। কর্ত্তার ছেলের খুব অসুখ। গিন্নী আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেখতে। গিন্নী বললেন পূজা হলেই ছেলের ব্যামো ভালো হবে। এমন সময় কর্ত্তাও হঠাৎ এসে পড়লেন—

তারানাথ। সে আমি বুঝি। হঠাৎ নয়, হঠাৎ নয় রে শালী, হঠাৎ নয়—

তারা। সে তুমি যা-ই বোঝ! কর্ত্তা আমার মত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন। আমিও বললাম "পূজা করুন, খোকা ভালো হয়ে যাবে"—কি ভেবে যে আমি পূজা কর্ত্তে বললাম জানিনে, কিন্তু, কেন শুধু এই আশাই মনে জাগছে, শুধু খোকাই ভালো হবে না, ভালো হবে সবাই...সকলে...কেউ বাদ যাবে না!

তারানাথ। হাঁ, ভালো হবে, অন্ততঃ আমি ভালো হব, যদি জমিদার মশাই

[কোটরগত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল]

এই দুর্গোৎসবে, বেশী নয়, এক কলস "কারণ" ভক্তিভরে এই পঞ্চবটী পীঠে উৎসর্গ করেন। শোন শালী, না-না, ওরে ভৈরবী, শোন—তুই গিয়ে বলনা কেন, মাটীর দুর্গোপ্রতিমা পূজার চাইতে এই পঞ্চবটীর পীঠস্থানে একটা কারণ-মহোৎসব করলেও নিতান্ত কম পুণ্যি হবে না।

তারা। তোমার কাসি দেখচি বেশ সেরে গেছে।

তারানাথ। এই আবার—খক্-খক্—আবার মনে করিয়ে দিলে—খক্!

তারা। দোহাই তোমার, তুমি ঘরে চল, ঘরে গিয়ে একটু দুধ খেয়ে ঘুমুতে চেষ্টা কর—

তারানাথ। ঘুম? এখনি ঘুম কেনরে শালী?...শোন ডাইনী, ঘুমুলেও তারাপীঠের সিদ্ধ ভৈরব স-ব দেখতে পায়। আমি ঘুমুব, আর তাল বেতাল এসে এখানে স্ফূর্ত্তি করবেন, সেটি আমি সইবো না, রক্ত খাব, হাড় খাব, মাস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো, বলিস তাদের, —হাঁ।

তারা। কিন্তু তা-ই বলে দুধ খেতেতো দোষ নেই!

তারনাথ। দুধ পেলি কোথা?

তারা। জমিদার-গিন্নী পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাল পূজো, আমায় নেমন্তন্ন করেছেন। যে দাসী এসেছিল, ব্যগ্রতা সে দেখালো খুব-ই। আমি যাব,...যাব না?

তারানাথ। [উঠিয়া দাঁড়াইল।] আমায় ছেড়ে!

তারা। আমি তোমার পথ্যি দিয়ে, তবে যাবো, দেবীর মহাস্নান শেষ হলেই আবার আসবো, তোমায় দেখতে, তারপর তুমি বললে আবার

যাবো। আমি কায়মনপ্রাণ দিয়ে দেবীর কাছে তোমার আরোগ্য চাইব।...তুমি ভালো হবে, নিশ্চয় ভালো হবে, ঐ খোকাও ভালো হবে—

তারানাথ। তোকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি নে শালী।... তুই কোন খানে গেলে আমার মনে হয় আমার দম বুঝি আটকে এল!... আমার ভয় করে, আমার ভালো লাগে না।...যে কটা দিন বেঁচে আছি, তোর কোলে—

তারা। দেখছি গরম ঘি গলায় আর মালিস না কর্লেও চলবে,... সেরে গেছে—

তারানাথ। কি সেরেছে...থক্-থক্...কাসি?...থক্-থক্—

তারা। কাসির নাম কিন্তু এবার আমি মুখেও আনি নি!

তারানাথ। ওরে শালী!...ওরে হারামজাদী।...থক্-থক্-থক্ [পুনরায় বসিয়া পড়িল।]...আকারে বলেছিস—ইঙ্গিতে বলেছিস...চোরা চাউনিতে বলেছিস...থক্-থক্-থক্

[হাঁপাইতে লাগিল]

তারা। আমি পাখা নিয়ে আসি...[ঘরে গিয়া পাখা আনিল তারানাথ এবার বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল]

তারানাথ। পাখা করিস পরে। আগে ঐ বাতিটা দাওয়ায় ধর— ঐ যেখানে কাসি ফেলেচি। থক্-থক্

তারা। কেন? কেন?

তারানাথ। ধর শালী, বাতি ধর—

তারা। [কাসি যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে বাতি ধরিল।] কি?

তারানাথ। [ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া]—কি? চোখের মাথা

খেয়েছিস না কি ? [মুখ ভেঙাইয়া] কি ! [হতাশ হইয়া লুটাইয়া পড়িল]
নে এইবার তোর মনস্কামনা:পূর্ণ হ'ল।

তারা। রক্ত ! [শিহরিয়া উঠিল]

তারানাথ। শালা তাল বেতালের রক্ত খেয়েছিলাম হজম হলো না।

[হাঁপাইতে লাগিল]

তারা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] তুমি আজ বিকেলে পান খেয়েছিলে, সেই যে আমি সেজে দিলাম ?—এ তাই—, ওগো, এ...তাই—

তারানাথ। ওরে শালী, ঐ পান তোর নতুন ভৈরবকে সেজে দেবার জন্য, বাটা ভরে তুলে রাখ। এমনি পান যেন সে শালাও খায়।...নাও, এইবার পাখাখানা আমার হাতে এগিয়ে দাও ঠাকরুণ —[কিন্তু হাত না বাড়াইয়া দুই হাতেই বুক চাপিয়া ধরিয়া ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িল।]

তারা। [চমক ভাঙিল। তৎক্ষণাৎ হাওয়া করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার চোখ রহিল সেই রক্ত-কাসির ওপর।]

তারানাথ। ও—হো—হো ! [যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।]

তারা। [উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কাহার চরণে যেন তাহার আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।]

তারানাথ। ওঃ আর পারিনে, হাওয়া কর...একটু জোরে হাওয়া কর—

[তারা হাওয়া করিতে করিতে তারানাথ ক্রমে ঐখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।]

তারা। ভৈরব !

[কোন উত্তর পাইল না। সেথান হইতে উঠিয়া ঘরে গেল। ঘর

হইতে একটি বালিস আনিয়া তারানাথের মাথায় অতি সাবধানে গুঁজিয়া দিল। পরে তাহাকে আবার হাওয়া করিতে লাগিল।

দূর হইতে একটি রামপ্রসাদী গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কে গাহিতেছিল

"এমন দিন কি হবে তারা!

(যবে) তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা॥"—ইত্যাদি—

ক্রমে সে তারার পঞ্চবটিতে আসিয়া থামিল। তারা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "নায়েব মশাই?"]

তারা। নায়েব মশাই?

আগন্তুক [নায়েব]। তারা নামের গান ধরতেই মনে হল জ্যান্ত তারা ঠাকরুণকে একবার দেখে যাই। ঐ পুণ্যিটুকুর আশাই করি কিনা ঠাকরুণ!...শুয়ে কে? ভৈরব ঠাকুর বুঝি?

তারা। নায়েব মশাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে আজ!

নায়েব। [যেন ঐ কথাটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল] বটে!... তোমারো?...তবে কি সে সর্ব্বনাশী বেটী কাউকেই রেহাই দেবে না? এদিকে জমিদার বাড়ীতে খোকাবাবুর অবস্থাও স্থবিধে নয় আজ।...কিন্তু, তোমার কি হল ঠাকরুণ?

তারা।...আমার নয়...ঐ ওঁর।...খোকার অসুখও কি খুব বেশী বেড়েছে?

নায়েব। আরে, কবরেজ তো একরকম জবাবই দিয়েছে। কিন্তু ভৈরব ঠাকুরের ঐ মরাটির ওপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে বুঝি?... প্রাণবায়ু-টুকু প্রবাহিত হচ্ছে তো? [বলিতে বলিতে ভয়ে দূরে সরিয়া গেল।]

তারা। [তারানাথের কপাল স্পর্শ করিয়া] বেঁচে আছে, এখনো আছে।...কিন্তু আজ রক্ত উঠেছে—

নায়েব। এ্যাঁ—, তাহলেই তো যক্ষ্মা,...শিব...মহাশিবেরও অসাধ্য ব্যারাম! তা হলে, হয়ে এসেছে।...কিন্তু, বুঝলে ঠাকরুণ, তুমি একটু সাবধানেই থেকো, সর্ব্বনাশী রাক্ষুসীর পূজো যখন হল না, তখন কার যে কখন কি হয়, কেউ-ই বলতে পাচ্ছে না। বিশেষ, চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা উঠে, পূজো না হলে, শাস্ত্রেই বলেছে, মহামারী!...নরকের কথা আর নাই বা বললাম!

তারা [কাঁপিয়া উঠিল]...পূজা হবে না, সে কি নায়েব মশাই?

নায়েব।—হাঁ, এই তীরে এসে তরী ডুবল আর কি!...আরে, টাকা থাকলেই কি পূজো হয়? দেওয়ানকে কলকাতা পাঠালেই কি দুর্গোৎসবের যোগাড় হয়? বলেছিলাম, কর্ত্তা, আমিই কলকাতা যাই। পুরাণো মনিবের সংসারে দশটি বছর এই পূজোর তদ্বির করেছি আমি। ...কর্ত্তা তা শুনবেন কেন। বি-এ ফেল দেওয়ান যে! বললেন দেওয়ান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, তিনিই যাবেন।...বুঝলে ভৈরবী ঠাকরুণ, কাল পূজো, আজ প্রায় এই দুপুর রাতে ধরা পড়ল দেবীর মহাস্নানেরই যোগাড় নেই!...এফ্-এ পাস দেওয়ান, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দেওয়ান পাঠিয়ে মহাস্নানের যোগাড় হ'ল না, হ'ল এই...গ্রাম ধ'রে সবংশে নির্ব্বংশ যাবার যোগাড়।...হরে দুর্গা! হরে দুর্গা! হরে দুর্গা!

তারা।...[শঙ্কিত পরাণে] খোকার অসুখ বেড়েছে?

নায়েব। আরে, এ অবস্থায়, চিতায় উঠতে কত দেরী, মাত্র এই এক প্রশ্ন হতে পারে।...অসুখ তো বাড়বেই সে তো ধর্ত্তব্যই না।...কাল শুনবে, অবশ্যি আজকের রাতটি যদি কাটে, কাল শুনবে মহামারী সুরু

হয়ে গেছে। আরে, দুর্লভপুর গ্রামটা ঐ অমনি করে এক রাত্রিতে উচ্ছন্ন যায় নি? কে না জানে?

তারা। রক্ত উঠেছে, ওর কাসিতে রক্ত উঠেছে।...কি হবে নায়েব মশাই?

নায়েব। রক্তও উঠেছে, কৈলাসধামেরও দরজা খুলে গেছে।...ওতো পুণ্যির কথা ঠাকরুণ!

তারা। আমরা যে পাপী...মহাপাপী আমরা। ...ও ভয়ে ভালো করে ঘুমুতেও পারে না। আমায় ছেড়ে ও একদণ্ডও টিকতে পারে না! মৃত্যুভয় ওর বড় ভয়। মার কি দয়া হবে না?

নায়েব। তোমাদের এত ভয় কেন ঠাকরুণ?...তোমরা যে সেই সর্ব্বনাশীরই চেলা চেলী!...দুজনে দুপাত্র টেনে ব্যোম হয়ে শুয়ে ঘুম দাও না!

তারা। [শঙ্কা-ব্যাকুল চিত্তে] তুমি বুঝছ না, তুমি বুঝছ্ না নায়েব মশাই! এমনিই আমরা মহাপাপ করেছি, তার ওপর—

নায়েব। দেবতার জানিত লোক তোমরা, দেবীর বাহনই হচ্ছ তোমরা, তোমাদের পাপ? বল কি ঠাকরুণ?

তারা। হাঁ, পাপ...পাপ করেছিলাম। করেছিলাম বলেই সংসার ছেড়ে দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম।

নায়েব। তারাও বেরিয়েছিল...

তারা। [চমকিয়া উঠিয়া] কারা?

নায়েব। আমার এক কুটুম্ব। কিন্তু সে আর এক কথা। একটা লজ্জারই কথা। গেরস্থ ঘরের এক কুলকামিনীকে......

তারা। [সঙ্গে সঙ্গে] বিধবা? বালবিধবা?

নায়েব। আরে, না—না—না। তুমি বের হয়েছ এক অবস্থায়, আর সে মাগী বের হয়েছিল কুলে কালী দিয়ে! ভগবৎ প্রেমের 'ভ' ও ছিল না তাতে!

তারা। আমাদেরও। আমাদেরও ছিল না, নায়েব মশাই, তাই... তাই বুঝি আমাদের এ দশা!

নায়েব। ভগবৎ প্রেম নাই তোমাদের? সাধেই কি ভৈরব ভৈরবী হয়েছ!

তারা। ভৈরব চিনেছে ভৈরবী, ভৈরবী চিনেছে ভৈরব, ভগবানকে আজ পর্য্যন্তও চিনে উঠতে পার্লাম না নায়েব মশাই! মনেও তো পড়ে না তাঁর কথা, মনে হয়ত পড়তোও না যদি না ওর এমনি দশা হ'ত!... কিন্তু নায়েব মশাই, এখন দেখচি তাঁকে মনে করেই আরো নতুন করে সর্ব্বনাশ ডেকে আনলাম!

নায়েব। সে কি ভৈরবী ঠাকরুণ!

তারা। আমি যে মা দুর্গার চণ্ডীমণ্ডপে ওর কল্যাণের জন্য পূজা মানত করেছি, পূজাই যদি না হয়, মানত রক্ষা হবে কিসে, ওর কল্যাণই বা হবে কেন?...[কাঁপিয়া উঠিয়া] পূজা হবে না কেন? কিসের অভাব?

নায়েব। পুরোহিত রায় দিয়েছেন মহাস্নানের কি যেন ত্রুটি উপকরণ আজ রাত্রে যোগাড় না হলে কাল পূজা হতে পারে না। 'বোধনে'ই দেবীর বিসর্জ্জন হবে।

তারা। সে যে মহাসর্ব্বনাশের কথা হবে নায়েব মশাই!...জমিদার বাবু কি করছেন?

নায়েব। তিনি আর কি করবেন! মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। খোকাবাবুর অসুখ আরো বেড়েছে খবর পেয়ে অন্দরে গেলেন, আমরাও উঠে এলাম—

তারা। পূজা না হলে খোকাবাবুও ভালো হবে না, আর [শিহরিয়া উঠিয়া] ওরও মঙ্গল দেখচি নে!...রক্ত উঠেছে নায়েব মশাই, রক্ত উঠেচে—

নায়েব। কিন্তু ঘুমুচ্ছেন তো বেশ! শ্বাস প্রশ্বাস বইছে তো?

তারা। কেন আপনি অমঙ্গল ডেকে আনছেন?...রাত হয়েছে আপনি এখন যান...

নায়েব। হাঁ, যাব-ই তো, যাচ্ছি...[অদূরে অন্ধকারে কোনও অদৃশ্য প্রাণীকে কল্পনা করিয়া] তাই তো! কর্ত্তা যে!...আলো কই? ওগো ভৈরবী ঠাকরুণ! তোমার বড় সুপ্রসন্ন কপাল। রাজ্যের রাজা স্বয়ং তোমার কুটীরে শুভ পদার্পণ করেছেন...[তারা ভীত চমকিত হইয়া উঠিল।] আরে, আলোটা এগিয়ে নিয়ে যাও না! কর্ত্তা যেমন আপন ভোলা লোক...আলো কি চাকর বাকরের কথা খেয়ালই ছিল না বুঝি! [তারা উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু আলো লইয়া অগ্রসর হইল না। নায়েব তখন বাধ্য হইয়া আলো লইয়া অগ্রসর হইল।]

[জমিদার বাবুর প্রবেশ]

নায়েব। [আলো রাখিয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া]... ভৈরব ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলাম, ভারী অসুখ ঠাকুরের...শিবের অসাধ্য সেই ব্যারাম রাজযক্ষ্মা!...ভৈরবী ঠাকরুণ কেঁদেই অস্থির—ঐ দেখুন না চোখ দুটি এখনো ছলছল! আমি বললাম আমাদের খোকাবাবুর অবস্থাও ভালো নয়। পূজাটা কিন্তু কর্ত্তেই হবে কর্ত্তা! প্রতিমা

চণ্ডীমণ্ডপে উঠেছে, এখন পূজা না হলে, [শিহরিয়া উঠিল] ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! জানেন তো কর্ত্তা সেই দুর্লভপুরের কথা, এক, রাত্রিতে গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন গেল!

জমিদার। [নায়েবের প্রতি] এ গ্রামে তো নেই, সে আমি জানি। পাশের গ্রামেও নেই। নিশ্চিন্তপুরে নেই, হরগুরাতে নেই, কই গ্রামেও নেই। ভাতশালার খোঁজ নিয়েছ?

নায়েব। নেই, নেই, সেখানেও নেই কর্ত্তা! প্রবল প্রতাপ আপনি সশরীরে বর্ত্তমান থাকতে আপনার এলাকায় কি আপনার আশে পাশের এলাকায় কোন্ মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা যে বেশ্যাবৃত্তি করবে!

জমিদার। আজ দেখচি আমার এই শাসনই আমার কাল হল!

নায়েব। ঐ তো কথা। লোকে বলে প্রবল প্রতাপ শিবরাম চক্কোত্তির এক পরগণায় জমিদারী শাসন চলে, দশ পরগণায় সামাজিক শাসন চলে! কোন্ মাগীর ঘাড়ে কটা মাথা—

তারা। আপনারা এখানে এ কি সুরু কর্লেন? এত রাত্রে আমার এখানে...

নায়েব। আমি বলি। কোন থানেই একটা বেবুশ্যে খুঁজে পাচ্ছি নে, কালকের পূজা যে ঐ জন্যেই আটকে পড়েছে ঠাকরুণ! তা ঠাকরুণের চটবারই কথা, ভৈরব ঠাকুরের এই এখন তখন কিনা!

তারা। [জমিদারের চোখে চোখে চাহিয়া] কালকের পূজায় বেশ্যার কি প্রয়োজন জানি না, জানতে চাইও না।...সে যাক। কিন্তু আপনারা এখানে, এত রাত্রেই বা কেন এসেছেন তাওতো বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে! এটা মাতালের মাতলামিরও যায়গা নয়, বেশ্যা খোঁজবার খোঁয়াড়ও নয়-

নায়েব। আ-হা-হা! চটো কেন! চটো কেন!...বলুন না কর্ত্তা কেন এসেছেন—

জমিদার। মদ আমরা কেউ খাই নি ভৈরবী। তবে...ছেলের অসুখ, তাতে পূজা আটকে যাচ্ছে, তার ওপর জমিদারের সম্মুখে ঐ মোসাহেব...সবগুলো মিলে আমাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, এই যা!

তারা। সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু, এখানে আপনাদের, বিশেষ আপনার আসবার কারণ বুঝতে পাচ্ছি নে—

জমিদার। গিন্নী বললেন তুমি নাকি খোকার মাথায় কি জপ পড়েছিলে তাতে খোকা একটু আরাম বোধ করেছিল। তোমাকে তিনি আবার চান, এই রাত্রেই, ঐ জন্য।...কিন্তু আমি জানি তুমি যাবে না... তাই আমি এখানে এলেও সেজন্য আসি নি...

তারা। আমি যেতাম, কিন্তু ভৈরবের অবস্থাও খুবই খারাপ। ও ভালো থাকলে ওকে সঙ্গে নিয়ে এই রাত্রেই যেতাম। কিন্তু আমি যাবোই না যদি আপনি ঠিক ধরে নিয়েছিলেন, তবে এলেন কেন?

জমিদার। আমি তো এখনি বললাম, তোমাকে নিয়ে যেতে আমি আসিনি! আমি এসেছি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে—

নায়েব। [জমিদার "প্রার্থনা" করিতেছেন, মোসাহেবী মনে সেটা বরদাস্ত হইল না] প্রার্থনা!...বলেন কি হুজুর!...আপনি শুধু একটিবার মুখফুটে বলুন না! তবেই দেখবেন—

জমিদার। [বিরক্ত হইয়া] নায়েব—[আদেশ সূচক স্বরে] এখনি এখান হতে যাও...ঐ পথের পাশে গিয়ে বসে থাকো...যাও—

[নায়েব ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মাথা:চুলকাইতে লাগিল—]—যাও

বলছি—[নায়েব ছুটিয়া অদৃশ্য হইল।] [তারার প্রতি] ওর ব্যবহারের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ভৈরবী!

তারা।...কিন্তু ঐ ক্ষমা চাইবার মতো দুর্ব্ব্যবহার কি শুধু নায়েবের একার? সেও না হয় যাক, কিন্তু আজ আমাদের এই অসময়ে আপনারা আমাকে জ্বালাতন কর্ত্তে এসেছেন কেন বলুন দেখি?...একটা কথা শুনুন ...আপনার খোকাই শুধু মরণাপন্ন কাতর নয়, ঐ যে দেখছেন ভৈরব... উনি এখনও বেঁচে রয়েছেন কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।... আপনি যান...গিয়ে, খোকাকে দেখুন, ওঁকেও দেখবার জন্য আমাকে অবসর দিন—

জমিদার। আজ বুঝি কাসির সঙ্গে খুব রক্ত উঠেছে—?

তারা। [ভয়ে, আতঙ্কে...] হাঁ—

জমিদার। শুনলাম যক্ষা।...বাঁচাতে চাও ওকে ভৈরবী?

তারা। খোকাকে আপনি বাঁচাতে চান কি না, আপনাকে সে প্রশ্ন করলে দেখছি আপনি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যি হবেন না!

জমিদার। কিন্তু আমি আশ্চর্য্যি হলাম, শুধু এই দেখে যে তুমি তবে ঐ ঘাটের মড়াটাকেও ভালোবাস। ভক্তি কর্লে বিস্মিত হতাম না, কিন্তু ভালো বাসলে বিস্মিত হবার কারণ আছে—

তারা। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার এরূপ আলাপ,...না, এত কথারই বা প্রয়োজন কি, আপনি আমার পঞ্চবটী ছেড়ে এই মুহূর্ত্তেই চলে যান—যান্ বলছি—

জমিদার। [অবিচলিত ভাবে, সহজ সরল স্বরে] আমি যাব না ভৈরবী। না ভৈরবী, আমি যাব না। তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না। আমি নিরুপায় হয়েই তোমার শরণ নিতে

এসেছি। জমিদার হলেও আজ আমি দুনিয়ার দীনতম ভিক্ষুক। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—

তারা। [বিস্মিত হইয়া জমিদারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।]

জমিদার। হাঁ, ভিক্ষা চাইছি। বিশ্বাস কর ভৈরবী এর মধ্যে এতটুকু ছলনা নেই। আর এ-ও শোন ভৈরবী, আজ যে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, সে ভিক্ষা চাইছি আমার খোকার কল্যাণের জন্য, তোমার ভৈরবের কল্যাণের জন্য,—এদেশের সবার কল্যাণের জন্য—

তারা। বলুন, শীগ্‌গীর বলুন, আপনাকে আমার কি দেবার আছে, কি দিতে হবে—

জমিদার। আজ এই ষষ্ঠীর রাত্রেও কালকের মহাসপ্তমীর পূজার আমি সম্পূর্ণ আয়োজন কর্ত্তে পারিনি। দেওয়ানের ভুলেই এই সর্ব্বনাশ হয়েছে—

তারা। সে আমি নায়েবের মুখে শুনেছি। দেবীর মহাস্নানে প্রয়োজন কি দুইটি উপকরণ আপনি সংগ্রহ কর্ত্তে পারেন নি।...সুরা?

জমিদার। আমার ভাণ্ডারে আর যারি অভাব হোক না কেন, সুরার অভাব কোন কালেই হবে না, অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে আছি। হাঁ, এ কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। না, সুরা নয়—

তারা। গজদন্ত মৃত্তিকা?

জমিদার। না,—

তারা। বরাহদন্ত মৃত্তিকা?

জমিদার। তাও নয় ভৈরবী, তাও নয়—

তারা। সাগর মৃত্তিকা?

জমিদার। ডায়মণ্ডহারবার থেকে আনিয়েছি।

তারা। তবে ?...গঙ্গামৃত্তিকা তো কলকাতাতেই মিলেছে, মেলে নি ?

জমিদার। মিলেছে। অসাধারণ যা কিছু, সব মিলেছে। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে মহাস্নানের এত খবর তুমি রাখ কেমন করে ?

তারা। জন্মেই তো আর কেউ ভৈরবী হয় না! বাপের জমিদারী না থাক সাত পুরুষের দুর্গাপূজাটা ছিল। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঐ অসাধারণ জিনিষগুলি দেখবার জন্য কি অসাধ্য সাধনই না করেছি!

জমিদার। কিন্তু মহাস্নানের সাধারণ জিনিষগুলির খবর বোধ করি রাখ না!

তারা। তাও রাখি বই কি!...পূজার তদ্বির কর্ত্তে বাবার ছেলে ছিল না, ছিল এই মেয়ে।

জমিদার। শ্বশুর বাড়ীতেও বুঝি ওভার তোমারি ছিল ভৈরবী ? [ভৈরবীর চোখে চোখে চাহিয়া রহিলেন।]

তারা। সে প্রশ্নে তো আপনার কোন প্রয়োজন নেই—[মুখ নামাইয়া ধীরভাবেই কহিল।]

জমিদার। [হতাশ হইয়া পড়িলেন। শেষে নূতন উদ্যমে] আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি ভৈরবী—

তারা। ভিক্ষা চাওয়াটা আপনার সরলতার পরিচয় দিচ্ছে না। খুলেই বলুন না কি চাই—?

জমিদার। চাই বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা—

তারা। [স্তম্ভিত হইল! পরে আত্মদমন করিয়া ধীরভাবে] আপনি কি মদ খেয়ে মাতলামি কর্ত্তেই এখানে এসেছেন ?

জমিদার। আমি ভয়ে আতঙ্কে মরিয়া হয়ে এসেছি—

তারা। এসেছেন কোথায়, তা বোধ হয় একেবারে ভুলে যাচ্ছেন না—

জমিদার। মোটেই না—

তারা। তবে?

জমিদার। মাটী খুঁড়ে নেবার ভার আমার। কোদালী কি খন্তা তোমাকে ধর্ত্তে হবে না। তোমাকে শুধু অপবাদ অপমান সইতে হবে। আমি ভিক্ষা চাইছি তোমার সেই কলঙ্ক।...

তারা। [ক্ষোভে রোষে কাঁপিতে লাগিল। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোন কথা মুখ হইতে বাহির হইল না]

জমিদার। [ক্ষণকাল পরে] তোমার ভৈরব বেঁচে আছে তো?

তারা। মলেও কাউকে মরা পোড়াতে শ্মশানে যেতে হবে না। আমি শেষবার জানতে চাই আপনি এখনি এখান থেকে দূর হবেন কি না—

জমিদার। ঐ ঘাটের মড়াকে যখন নিকট করেছ, কি অপরাধে আমাকেই বা দূর করছ?...পরপুরুষ তো আমরা দুজনেই, নয় কি?

তারা। [এইবার আর জ্ঞান রহিল না। ভৈরবকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে চেষ্টা করিল]...ভৈরব! ভৈরব!

জমিদার। মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ কেন ভৈরবী!...এখনি জেগে কাসতে সুরু করে আর খানিকটা রক্ত বমি কর্ব্বে! আমি বলি... ভালোই যদি ওকে বেসে থাকো, মার পূজা হোক, ওর কল্যাণই হবে তাতে...

তারা। [ভৈরবের ঘুম ভাঙ্গিবে, এমন সময় জমিদারের শেষ কথা কয়টি শুনিয়া তারা আর তাহাকে জাগাইল না, জমিদারের চোখে চোখে

চাহিয়া কহিল]...আপনি ভুল বুঝছেন, এবং আজ যদি আমার ভৈরব সুস্থ সবল থাকতো, লাঠির গুঁতোতে আপনার ভুল ভেঙে দিত !

জমিদার। এবং তা যখন হল না, হবার নয়,...তখন ভৈরবীর শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠেই না হয় শুনলাম ভুলটা আমার কোন জায়গায়...

তারা। আমার ভৈরব আমাকে বিয়েই করেছেন। উনি ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, পঞ্চম পক্ষে আমায় বিয়ে ক'রে ষষ্ঠবার যাকে গ্রহণ করলেন তিনি ছিলেন এক বিধবা। ব্যাপারটা যখন আদালতে গড়ালো, তখন জেল এড়াবার মতলবে পঞ্চম পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সংসার ত্যাগ কর্লেন। সেই হতে উনি ভৈরব, আর আমি ভৈরবী। এই হল আমাদের ইতিহাস—, বিশ্বাস কর্ত্তে হয় করুন, না হয় না করুন, কিন্তু, তাই বলে পূজাটা বাদ দেবেন না, ওতে আমারো স্বার্থ রয়েছে ষোল আনা। মুমূর্ষু ছেলে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে জানিনে, কিন্তু মুমূর্ষু স্বামী দেখে ঐ পূজার কথাটাই আমাকে উতলা করেছে বড় বেশী। মানত! মানত! আমি পূজা মানত করেছি!

জমিদার।...পূজা তো আমিও মানত করেছি, কিন্তু তোমার ইতিহাসই আমাকে উতলা কর্ল সব চেয়ে বেশী। বুঝলাম নায়েব তবে আমাকে ভুল সংবাদই দিয়েছিল। তবে তারও দোষ নেই, ভৈরব ভৈরবীদের সম্বন্ধে অমনি একটা কুসন্দেহ বিশ্ব জুড়েই রয়েছে কি না!...কিন্তু ভৈরবী, বিয়েই না হয় হয়েছিল, কিন্তু, বিয়ের পরও ভৈরবীদের উদারতা কম ইতিহাস প্রসিদ্ধ নয়। আমি আজ সেই উদারতাই না হয় ভিক্ষা চাইছি! অন্ততঃ, পূজা হোক্, মানত রক্ষা হোক্, এ খাতিরেও কি ভিক্ষা মিলবে না?

তারা। তার মানে আপনি চান বেশ্যার দুয়ারের মাটি, এবং তা...

জমিদার। তোমারি দুয়ার হতে...নিতে চাই।

তারা। [পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল] আবার...

জমিদার। ওটা আমি একেবারেই বাদ দিতে চেয়েছিলাম। পুরোহিতকে বললাম ঐ ঘৃণিত জায়গার ঘৃণিত মাটি দিয়ে দেবীর মহাস্নান হবে, এটা সইতেই পাচ্ছি নে। তিনি হেসে বললেন ওর চাইতে পুণ্য-পূত মাটি আর নেই। যারা বেশ্যা গৃহে যায়, তারা তাদের পুণ্য, বেশ্যার দুয়ারে রেখে যায়। ঘরে তো নরক। তাই ঐ পবিত্র "বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা" চাই—, কিন্তু, দেওয়ানজি তা আনেন নি, পাড়াগাঁয়ে বেশ্যা নেই, অন্ততঃ থাকলেও স্বীকার করে না...অথচ ও না হলে সেবাইতও বলছেন পূজা হবে না—আমার এই প্রথম পূজা, বিশেষ ছেলে যখন রোগ-শয্যায়, তখন পূজার সব অনুষ্ঠানই সঠিক হওয়া চাই কি না!

তারা। ভুলে যাবেন না আমি ভৈরবী—বেশ্যা নই—

জমিদার। কিন্তু হতে কতক্ষণ? দোষই বা কি?...ভৈরব ঠাকুর ওপারের স্বপ্ন দেখছেন। তিনি মাথা ঘামাবেন না। আর যদি কিছু শোনেনই, বড় জোর তার কাসিটা বাড়বে। তুমি তখন এই বুঝিয়ে বলো ঐ কাসিটা-ই ভালো করবার জন্য এ সব—

তারা। সয়তান...

জমিদার। সত্যি বলছি, কাসিটা ভালো হয়ে যাবে...

তারা। ভৈরব! ভৈরব! [তারানাথকে ঠেলিতে লাগিল। তারানাথের ঘুম ভাঙিবার উপক্রম হইল। তাহার গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।]

জমিদার। কিছু পুণ্য এর মধ্যেই এখানে ঢেলেছি।...ওকে জাগালে

ও এখনি রক্ত বমি কর্ব্বে। আমি বলি তোমার মানত রক্ষা করে ওর শেষ চিকিৎসাটাই না হয় দেখ—জাগিয়ো না, ওকে জাগিয়ো না ভৈরবী। আমার সকল পুণ্য এখানে নিঃশেষ হোক...পূজা হোক্...

তারানাথ। [চোখ বুজিয়া ঘুমের ঘোরেই] এত গোলমাল কেন! [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল] ওরে—ওরে ভৈরবী—ঐ ওরা আমাকে নিতে এসেছে, বাঁচা...আমাকে বাঁচা...[ভয়ে দস্তুর মতো কাঁপিতে লাগিল]

জমিদার। বাঁচাও...ওকে বাঁচাও—

তারা। [তারানাথের দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া] ভয় নেই, দুর্গা দুর্গা বল—

তারানাথ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] দু-র্গা! দু-র্গা! [ক্রমে শ্রান্ত হইল।] আমি একি দেখছিরে ভৈরবী! মা দুর্গা শাসাচ্ছেন...পূজা মানত করে তুই পূজা দিস্‌নি...জিব লক লক কর্চ্ছে...রক্ত খাবে...রক্ত... রক্ত...

জমিদার। পূজা দাও...পূজা দাও...

তারানাথ। ঐ...ঐ...!...বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে আসছে, আমার গলা দিয়ে শরীরের সকল রক্ত বেরিয়ে আসছে...[যূপকাষ্ঠবদ্ধ বলির মত ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।]

তারা। [আর সহ্য করিতে পারিল না, জ্ঞানহারা হইয়া জমিদারের সম্মুখে যাইয়া] নাও...তুমি আমার দুয়ারের সকল মাটি নাও...কর পূজা...পূজা কর...[কাঁদিয়া ফেলিল] নইলে, বাঁচে না...ও বাঁচে না—

জমিদার। কিন্তু...শাস্ত্রে বলে...

তারা। [হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে] দেহ নাও...সব নাও...!...নাও মাটি।...তোমার পুণ্যে, আমার পাপে, হোক পূজা...পূজা হোক...

[নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব। [দূর হইতেই তারাকে কাঁদিতে দেখিয়া] ইঃ আবার ডাক ছেড়ে কান্না হচ্ছে! বলি অত গরব কেন? [ছুটিয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া] দিন ওকে ছেড়ে। যার পূজার ব্যবস্থা মা-ই করেন, এই মাত্র জগন্নাথ পাঁড়ে 'বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা' নিয়ে এসেছে। যেমন তেমনটি নয়, কলকাতায় পাঁচটি বৎসর ব্যবসা চালিয়ে একমাস হ'ল ফুলবাড়ী থানায় নাম লিখিয়েছে। শুনলাম...খুব পসার—!
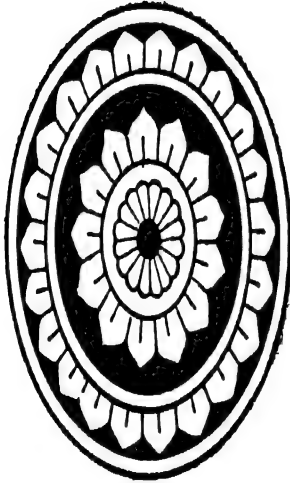
পঞ্চভূত

পঞ্চভূত

[অধ্যাপক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের শয়নকক্ষ। অধ্যাপক-পত্নী মনীষা মরণাপন্ন কাতর। মনীষা ঘুমাইতেছেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক এবং ডাক্তার। রাত্রি প্রায় দশটা।]

ডাক্তার। দেখুন, এখনো বোধ হয় সময় আছে। আপনি কালই এ বাড়ীটা ছেড়ে অন্য একটা নূতন বাড়ীতে উঠে যান্—

অধ্যাপক। আপনাদের ঐ এক কথা! কিন্তু কথাটির মানে আমি একেবারেই বুঝিনে।...ভূত বলে কিছু নেই; ওটা শুধু দুর্ব্বল মনের একটা আতঙ্ক মাত্র—

ডাক্তার। মানলুম। কিন্তু...যখন এই বাড়ীটাতে ঐ আতঙ্ক থেকেই আপনার স্ত্রী মরণাপন্ন কাতর, তখন কি, অন্ততঃ তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্যও এ বাড়ীটা ছেড়ে—

অধ্যাপক। আপনি রোগের মূল কারণটি ভুলে যাচ্ছেন। আতঙ্কটার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল গৃহ নয়, মন। হাঁ ডাক্তার বাবু, এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্ভুল—

ডাক্তার। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা শোভা পায় না, যখন আপনি এই প্রেততত্ত্ব নিয়েই পি-আর-এস এর থিসিস্ লিখছেন।...শেষ হয়েছে?

অধ্যাপক। হয়নি, কিন্তু, আজ রাত্রের ভেতরই শেষ কর্ত্তে হবে। শেষ কর্ত্তেই হবে। কেন, জানেন?

ডাক্তার। আজ রাত্রেই শেষ কর্ত্তে হবে কেন?

অধ্যাপক। ঐ থিসিস্ দাখিল করবার শেষ দিন হচ্ছে কাল। আজ সারাটি রাত আমাকে লিখ্‌তে হবে—

ডাক্তার। রোগিনীর সেবা এবং থিসিস্ লেখা এক সঙ্গে—কি করে হবে?

অধ্যাপক। সে আমি ভাবিনে সেবা কর্ব্বার লোক আছে।

ডাক্তার। লোক পেয়েছেন? রাত্রে তো এ বাড়ীতে ভয়ে কেউ থাক্‌তে চায় না আমি শুনেছি; সে কথা কি তবে—

অধ্যাপক। সবাই মিথ্যা আতঙ্কে ভীত নয় ডাক্তার বাবু। যারা সত্যের সন্ধানে বের হয়েছে—

ডাক্তার। এ বাড়ীতে সেরূপ সৎসাহসী কি একজনের বেশী আছে? অর্থাৎ আপনার দোসর—?

অধ্যাপক। না থাকলে আমার থিসিস্ লেখা চলতো কি করে? বিশেষ, রাত্রি ভিন্ন এরূপ গভীর গবেষণায় আমার মন বসে না, অথচ রাত্রেই ওর অসুখ বাড়ে—। তারা রাত্রে এসে মনীষার সেবাশুশ্রূষার ভার নেয়। আমি নিশ্চিন্ত মনে লিখি—

ডাক্তার। তারা কে?

অধ্যাপক। আমার পাঁচজন ছাত্র। হাঁ, আপনি তো তাদের দেখেছেন ..ক্ষিতীশ...অপরেশ...

ডাক্তার। দেখেছি, এবং এও দেখেছি মনীষাদেবী বিকারের ঘোরে ওদের ভয়েই বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন—

অধ্যাপক। সে আমিও দেখেছি। অথচ সে ভয় নিতান্তই কি নিরর্থক নয় ডাক্তারবাবু? মনীষার এই মানসিক বিকার, এই চিত্তবিভ্রমই আমার থিসিসের গোটা একটি অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু করেছি—। আমার ঐ ছাত্ররা মনীষার চিত্তবিকারের খোরাক যোগায়, নির্ভয়ে। আমি পর্য্যবেক্ষণ করি...গবেষণা করি...লিখি—

ডাক্তার। আমিও লিখব—

অধ্যাপক। লিখবেন! কি লিখবেন—?

ডাক্তার। খুব সম্ভবতঃ একটি থিসিস্-ই—

অধ্যাপক। কি বিষয়ে?

ডাক্তার। আপনার সঙ্গে আমার আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। তবে তাতে হাত দিতে পার্ব্ব—

অধ্যাপক। বলুন না—বলুন না—আজই বলুন—না—

ডাক্তার। না, আজ নয়। সে কথা যাক্। কাল সকালে দুটো ওষুধ পাঠাবো...একটা মনীষাদেবীর, অপরটা—

অধ্যাপক। অপরটা—?

ডাক্তার। আপনার।

অধ্যাপক। আমার!

ডাক্তার। হাঁ, আপনার। আপনি খাবেন। যদি না খান—

অধ্যাপক। আমি ওষুধ খাব! আমার আবার কি হল—?

ডাক্তার। অসুখ হয়েছে—

অধ্যাপক। আমি তো কোন অসুখ বুঝ্ ছিনে—

ডাক্তার। ব্যাধি ঐ।...শুনুন, আপনি যদি ওষুধ না খান, মনীষা-দেবীকেও আমার ওষুধ দেবেন না।

অধ্যাপক। আমার অসুখ—!

ডাক্তার। হাঁ।...আর শুনুন। মনীষাদেবী বেশ ঘুমোচ্ছেন। আজ রাত্রে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা না হয় নাই হ'ল। ক্ষিতীশ বাবুরা এলে আজ রাত্রে তাদের বাড়ী গিয়ে ঘুমুতে বলবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থিসিস লিখুন...নমস্কার—

অধ্যাপক। নমস্কার। [ডাক্তারের প্রস্থান।] ডাক্তার বাবু বেশ রসিক লোক দেখছি, অথবা, ওঁরও কি মানসিক বিকার? অসুখ হল মনীষার, আর ওষুধ খাব আমি! হাঃ হাঃ হাঃ [উচ্চহাস্য। তাহাতে মনীষা চমকিয়া উঠিলেন।]

মনীষা। কে ও?

অধ্যাপক। আমি—

মনীষা। ক্ষিতীশ বাবু?

অধ্যাপক। না—

মনীষা। অপরেশ—?

অধ্যাপক। আমি—আমি—

মনীষা। তেজেশ?

অধ্যাপক। আঃ—আমি।

মনীষা। কে? মরুত্তম বাবু?

অধ্যাপক। [কাছে আসিয়া] আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না মনীষা?

মনীষা। আ—তুমি! আমি ভাবছিলুম বুঝি ব্যোমকেশ বাবু।

অধ্যাপক। তারা এখনো আসে নি। এই এল বলে। ওরা না এলে আজ আমার উপায় নেই। মনীষা, কাল বেলা ১০ টায় আমার থিসিস্ দাখিল করতে হবে—আর বারো ঘণ্টা সময়ও নেই!

মনীষা। আমারো নেই,—নেই। আমারো হয়ে এসেছে। এস না... আমার কাছে একটু বসো। তোমার আঙ্গুলিগুলি কই? আমার চুলের ভিতর দাও দেখি—

অধ্যাপক।...দিচ্ছি। কিন্তু আমার থিসিস্‌টা—

মনীষা। শুধু চুলের ভেতর দিলেই হল? ওগুলি চুলের ভেতর এঁকে বেঁকে খেল্‌লে না কেন? তুমি কিছু জান না।...ক্ষিতীশ বাবু সেদিন—

[দরজায় ক্ষিতীশের আবির্ভাব]

ক্ষিতীশ। আমি এসেছি দেবী—!

মনীষা। [আতঙ্কে] না—না—না—

অধ্যাপক। এসো ক্ষিতীশ—

মনিষা। [রুখিয়া উঠিয়া] খবরদার, কখনো না—

অধ্যাপক। ছিঃ মনীষা—

মনীষা। যম! যম! ও আমার যম!

ক্ষিতীশ। মনীষাদেবী, আমি—

মনীষা। [অধ্যাপকের হাত দুখানি আঁকড়িয়া ধরিয়া] ওরা আমায় নিয়ে যাবে। তুমি আমায় ধরে রাখ—

অধ্যাপক। ওরা তোমার সেবা-শুশ্রূষা কর্ত্তে এসেছে। আমাকে যে এখনি থিসিস্‌ লিখতে হবে—ভেবে দেখ মনীষা, আমি পি-আর-এস হব...সে কি তোমারি কম গর্ব্ব মনীষা?

মনীষা। রেখে দাও তোমার পি-আর-এস। তুমি আমার কাছে এস। আমার বিছানায় এস—আমার বিছানায় এস। আমায় আদর করো...ভালোবাসো...আমায় একটি চুমো দাও—

অধ্যাপক। ছিঃ মনীষা, ছিঃ. ক্ষিতীশ, তুমি ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বোস। খানিকটা পরে এসো...এসো কিন্তু—

ক্ষিতীশ। নিশ্চয়—Sir

মনীষা। গেছে?

অধ্যাপক। হাঁ, গেছে। কিন্তু মনীষা, এ সব তোমার কি পাগলামি বল দেখি—

মনীষা। দোরটি দাও—

অধ্যাপক। ওরা তবে কি করে আসবে?

মনীষা। ওদের আসতে হবে না। ওরা এলে ওরা আমায় নিয়ে যাবে—

অধ্যাপক। ছিঃ মনীষা,—আবার ভুল বকছ?

মনীষা। না—না, ভুল নয়। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেই ওরা আসবে। তুমি দোর দাও—

অধ্যাপক। ওদের না আসতে দিলে তোমার সেবা-শুশ্রূষা কর্ব্বে কে?

মনীষা।—কেন, তুমি। তুমি আমার কাছে থাকো। এই একটি বালিসে আমরা দুজনে মাথা রাখি—মুখোমুখী হয়ে শুই, তুমি কথা বল, আমি শুনি...। আমায় একটি চুমো দাও...আমার সকল অসুখ সেরে যাবে,—সত্যি বলছি...আমি সত্যি বলছি—

অধ্যাপক। কিন্তু আমার যে অবসর নেই মনীষা—। আজ রাত্রের মধ্যে আমাকে থিসিস্‌টি শেষ কর্ত্তে হবে—। এই দেখ, রাত প্রায় ১১টা হল। আর তো আমি না গিয়ে পারিনে—

মনীষা।—এস!

অধ্যাপক।—ক্ষিতীশদের ডেকে দি—

মনীষা।—খবরদার। দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক।—তোমার শুশ্রূষা—?

মনীষা।—লাগবে না। আমি বেশ আছি। তুমি দোর বন্ধ কর—

অধ্যাপক। ওরা যে এসেছে!

মনীষা। [কোন কথা কহিলেন না। শালখানি মুখের ওপর টানিয়া আনিয়া মুখ ঢাকিলেন।]

অধ্যাপক। মনীষা—[কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরায় ডাকিলেন] মনীষা!

[দ্বারে ক্ষিতীশ।]

ক্ষিতীশ।' বোধ হয় ঘুমিয়েছেন Sir—

অধ্যাপক। আমারো তাই মনে হচ্ছে।—এস, ভেতরে এস।

মনীষা। [মুখ হইতে শাল সরাইয়া] কখনো না—। আমি ঘুমুব... কিন্তু ওরা এলে আমি পাগল হয়ে যাই... ওরা চলে যাক্—

অধ্যাপক। তাহলে ক্ষিতীশ—

ক্ষিতীশ। বলুন Sir—

অধ্যাপক। শুশ্রূষার আজ আবশ্যক বুঝছি নে—

ক্ষিতীশ। বেশ Sir, আমরা ড্রয়িং-রুমেই শুয়ে থাকব! যদি আবশ্যক হয় আমরা আসব।

মনীষা। দোর দাও—

অধ্যাপক। দিচ্ছি। আর কিন্তু বিরক্ত কর্ত্তে পার্ব্বে না। এই দোর দিলুম। এইবার তুমি ঘুমোও—। আমি আমার লাইব্রেরী-ঘরে লিখতে চললুম...

মনীষা। আমার পাশের এই জানলাটা—

অধ্যাপক।—বন্ধ কর্ব্ব ?

মনীষা। তুমি কি সত্যসত্যই আমায় ছেড়ে...লিখতে যাচ্ছ ?

অধ্যাপক। না গিয়ে যে উপায় নেই মনীষা—

মনীষা। তবে ওটা বন্ধ করে যাও—

অধ্যাপক। কেন মনীষা ? দিব্যি হাওয়া আসছে—

মনীষা। হাঁ, যতক্ষণ তুমি আছ। দিব্যি হাওয়া...ফুরফুরে হাওয়া...! শুধু কি একা ? সঙ্গে এনেছে বকুলের আকুল গন্ধ। সে কি শুধু গন্ধ ? সেই গন্ধে ভেসে বেড়াচ্ছে আমারি মর্ম্মবাণী...তুমি আমার পাশে আছ, আমি তোমার পাশে আছি...আমরা অমর ! আমরা অমর !

অধ্যাপক। বাঃ, বেশ কথা মনীষা। তবে জানালা খোলাই থাক। আমি এখন আসি—

মনীষা। না—না—তবে জানালা বন্ধ করে দিয়ে যাও—

অধ্যাপক। কেন ? ফুরফুরে হাওয়া...বকুলের ব্যাকুল গন্ধ—

মনীষা। হাঁ, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আছ। যেই তুমি আমায় পায়ে ঠেলে দূরে যাবে...অমনি রুখে আসবে এক ঝড়ো হাওয়া ! শুধু কি একা ? তারি সঙ্গে উড়ে আসবে ধূলো আর মাটি...আমার সেই যুগযুগান্তের খেলার সাথী !...শুধু কি ঐ...ঐ যে আকাশ ওর চোখে তখন আগুন জ্বলবে...বিদ্যুতের চমকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে...তাও যদি বা না যাই, ও তখন কাঁদতে বসবে...সে চোখের জলের বৃষ্টিধারাও যদি তুচ্ছ করি.. ঝড়ো হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঐ বাইরে—ওদের ভাণ্ডার থেকে যে রূপ আমি তোমার তরে তিলে তিলে চুরি করে তিলোত্তমা হয়ে পালিয়ে এসেছিলুম...সেই রূপ ওরা আবার তেমনি তিলে তিলে কেড়ে নেবে—

অধ্যাপক। তুমিও কি কোন থিসিস্ লিখছো মনীষা—? এত কথা তুমি কবে কোথা থেকে শিখলে?

মনীষা। কেন? ঐ ক্ষিতীশ...ঐ অপরেশ...ঐ তেজেশ...ঐ মরুত্তম...সেই ব্যোমকেশ! তারা যে এ কথা কত বার কত ভাবে আমায় বলে! কখনো কাণে কাণে! কখনো মনে মনে!

অধ্যাপক। বল কি মনীষা? ওরা?

মনীষা। জান না তো ওদের কীর্ত্তি! গভীর রাতে আমার পাশে বসে যখন ওরা বলে ওরাই সেই ধূলা মাটী, সেই আকাশ বাতাস আগুন এবং জল, আমার জন্য ওরা ওঁৎ পেতে বসে আছে...শুধু দেখছে...তুমি আমায় ছেড়ে কতদূর গেছ...কতদূরে আছ...বল দেখি কেমন করে আমি বাঁচি?

অধ্যাপক। তুমি আজ বড্ড ভুল বকছ মনীষা!

মনীষা। ভুল নয় ভুল নয়। ভুল করছ তুমি। তুমি আমায় যতই ভুলছ...ততই ওরা সাহস পেয়ে এগিয়ে আসছে! তুমি আমায় ছেড়ে যতই দূরে চলে যাচ্ছ, ওরা ততই আমায় গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে!...যে চুমোটি তুমি আমায় দাও না, সেই চুমোটি ওরা দিতে পাগল! আমি কি দেখি, জানো?

অধ্যাপক।—কি

মনীষা। একটা প্রকাণ্ড লড়াই আমাকে নিয়ে অহরহ চলছে!

অধ্যাপক। লড়াই?

মনীষা। হাঁ লড়াই। কোন্ যুগে যেন তুমি মনে প্রাণে শুধু রূপই কামনা করেছিলে। সেদিন ঐ ছিল তোমার ধ্যান, ঐ ছিল তোমার তপস্যা। সেই আকর্ষণেই আমার জন্ম, হাসিমুখে তোমার তরে তিল তিল করে ওদের

ঐশ্বর্য্য হরণ করে তিলোত্তমা হয়ে তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়ালুম...তুমি মনে প্রাণে সেদিন আমায় বরণ করে বুকে নিলে !...তখন...ভাঙলো ওদের ঘুম। কিন্তু জেগে উঠে ওরা দেখে আমি তোমার মনে...আমি তোমার প্রাণে...আমি তোমার ঐ আঁখিতারার মাঝে...!...ওরা আমায় খুঁজেই পেল না...খুঁজেই পেল না...হাঃ হাঃ হাঃ [পাগলের মত হাসিতে লাগিলেন।]

অধ্যাপক। সর্ব্বনাশ হল ! আমার থিসিস্—

মনীষা। [তৎক্ষণাৎ বিরাট বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে] হাঁ, সর্ব্বনাশ হল ঐ থিসিসে ! সেই দিন ওরা ঐ থিসিসের অন্ধকারে পথ পেল। আগে ওরা আমার ত্রিসীমানায়ও আসতে সাহস পায় নি ; কিন্তু যেই ওরা দেখল আমার চেয়ে তোমার কাছে থিসিস্ বড়...সেই দিন—সেই দিন হতে তুমি যতই এক-পা—এক-পা দূরে যাচ্ছ...ওরা এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে— [চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—] শেষে—অবশেষে—

অধ্যাপক। অবশেষে তুমি পাগলই হলে মনীষা—

মনীষা। [সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া] আজ কিনা ওদের আঙুল আমার মাথার চুলে কত খেলাই খেলে ! ওদের ঠোঁট আমার মুখের কাছে কাঁপে ! ওরা আমার পায়ে ধরে কাঁদে। কানে কানে চুপি চুপি ডাকে...আয় ! আয় ! আয় !...কিন্তু, তখন...তুমি—

অধ্যাপক। হয়তো থিসিস্ লিখি, এবং সে থিসিস্ আজ আমাকে শেষ কর্ত্তেই হবে, এই বাকি রাতটুকুর ভেতর, অতএব—

মনীষা। তুমি যাবে ?

অধ্যাপক।—না গিয়ে আমার উপায় নেই। অবশ্য এ ঘরেও লিখতে পারতুম, কিন্তু তোমার জ্বালায়—

মনীষা। থিসিস্ই কি তোমার সব? আমি কি তোমার কেউ নই?

অধ্যাপক। তুমি আমার স্ত্রী। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মনে এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা নেচে বেড়াচ্ছে। অমন প্রশ্ন আর ক'রো না, লোকে শুনলে হাসবে। নাও, জানালা বন্ধ করে দিলুম। এইবার তবে [ঘড়ির দিকে চাহিয়া] বারোটা বাজতে চলেছে—[ত্বরিতপদে পার্শ্বের কক্ষে প্রস্থান।]

মনীষা। শোন—শোন—

[অধ্যাপক। তুমি বলে যাও আমি লিখতে লিখতে শুনে যাচ্ছি—]

মনীষা। এই যে—এই যে—ওগো—তারা—এসেছে—জানালায় তারা এসেছে—

[অধ্যাপক। আসুক—]

মনীষা। ও—হো—হো—

[চিৎকার করিয়া উঠিয়া ভয়ে তখনি পড়িয়া গেলেন।]

* * * *

[দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপক তাঁহার কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন এবং দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন।]

অধ্যাপক।—কে?

[বাহির হইতে। আমরা—!]

অধ্যাপক। কে তোমরা?

[বাহির হইতে। ঝড় উঠেছে, ধূলামাটি উড়ছে, আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টিও নামল। একসঙ্গে পঞ্চভূতের তাণ্ডব নৃত্য—!]

অধ্যাপক। [ছুটিয়া মনীষার নিকট গিয়া] মনীষা—মনীষা—

[কোন উত্তর পাইলেন না—]

*　　　*　　　*　　　*

[এদিকে বাহিরের চাপে দরজাটি ভাঙিতে ভাঙিতে খুলিয়া গেল, অধ্যাপকের পঞ্চ ছাত্র...ক্ষিতীশ, অপরেশ, তেজেশ, মরুত্তম এবং ব্যোমকেশ ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল এবং মনীষার চারিপাশে ঝুঁকিয়া পড়িল।]

অধ্যাপক। মনীষা—মনীষা—[পঞ্চ ছাত্র মনীষার দেহ স্পর্শ করিল।]

পঞ্চ ছাত্র।—হয়ে গেছে। এখন এঁকে নিতে হবে—

অধ্যাপক। কোথায়?

পঞ্চ ছাত্র। শ্মশানে!
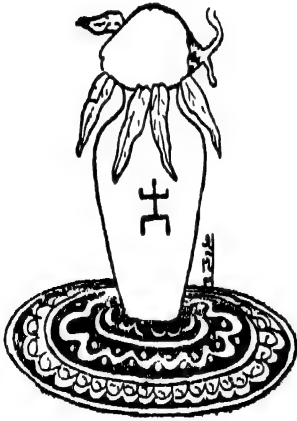
মাতৃ-মূর্ত্তি

মাতৃ-মূর্ত্তি

[গৌড়পতি মহীপাল দেবের রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ শিল্পভবন। শিল্প-ভবনের অঙ্গনে প্রস্তর নির্ম্মিত ছয়টি নারী-মূর্ত্তি পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে ; এবং তাহার পরেই অসমাপ্ত-সপ্তম-মূর্ত্তির-জন্য-নির্দ্দিষ্ট একটি শূন্য বেদী রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি, প্রত্যেকটি একরূপ যেন পরস্পর পরস্পরের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি-শিল্পী ভাস্করের নাম শ্রীমান, নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য্য ধীমানের এক বিখ্যাত তরুণ শিষ্য।

সবে মাত্র জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। আকাশে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে, অদূরবর্ত্তী "রূপসায়রের" জলে তাহারি আলো-ছায়া এক স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিতেছে। এই আলো এবং আঁধারের মাঝে ঐ মূর্ত্তি-গুলি রহস্যময়ীর মতো অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গনের মধ্যভাগে শ্বেত পাথরের গোল বেদীর উপর স্থাপিত একটি ফোয়ারা। বেদীর উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া শ্রীমান দূরের ঐ মূর্ত্তিগুলির পানে তাকাইয়া কি ভাবিতেছেন...। নির্ঝরের মৃদু কলগান এবং দূরাগত ঝিল্লিরব ঐ আলো-ছায়া, ঐ নীরব নিথর মূর্ত্তিগুলি...শিল্পীর অন্তর-বাহিরকে স্বপ্নময় করিয়াছে।

শ্রীমান তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন, তাঁহার সেই তন্ময়তা দূর করিল কাহার পায়ের নূপুর-ধ্বনি।

শ্রীমান পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন রাজদাসী অঞ্জনা। অতিক্রান্ত যৌবনের আরাধনা-লব্ধ রূপসম্পদে গরিমাময়ী অঞ্জনা চোখেমুখে কি এক শঙ্কা এবং উদ্বেগ বহন করিয়া আনিয়াছে আজ।]

অঞ্জনা।...শেষ হয়নি? আজো শেষ হয়নি!

শ্রীমান। কি?

অঞ্জনা। কি, সে কি তুমি বুঝছ না? না, জানো না?

শ্রীমান। শেষ তো অনেক কিছুই হয়েছে, হচ্ছে—

অঞ্জনা।...তার মানে আমার বয়স গেছে, এই বলতে চাওতো?...তা দেখে নেব...সহজে মরছি না—দেখে নেব কার রূপ-যৌবনই বা চিরকাল থাকে, হাঁ—

শ্রীমান। বাঃ, আমি বুঝি তাই বলতে গেছি? তুমি ত বেশ!

অঞ্জনা। দর্প চূর্ণ হবে গো, দর্প চূর্ণ হবে।...শোন, আর রসিকতায় কাজ নেই। রাজার আদেশ এনেছি আমি।...হাঁ!

শ্রীমান। সে আমি জানি। জানি না শুধু এই পাগল রাতে মাতাল হয়ে কে কার কুঞ্জে অভিসারে চলেছে!—সত্যি!

অঞ্জনা। আসিনি গো, আসিনি, তোমার কুঞ্জে অভিসারে আসিনি।...তাই বা কেন! আমি যে অভিসারে যাই, দেখেছ? দেখেছ তুমি কোন দিন? তবে?...বলে দেব আমি রাণীকে...তুমি এমনি করে আমায় যা-তা বল!...আর তোমারই বা লুকিয়ে লাভ কি? যার মনে যা, জগৎশুদ্ধ তা'—সে আমি বেশ বুঝি।...নিজেই যাবে...না...কেউ আসবে?

শ্রীমান। সে তো এসেছে—

অঞ্জনা। কে?

শ্রীমান। তুমি!

অঞ্জনা। এই করে তুমি আমায় ভুলিয়ে, রাজার আদেশ শুনবে না এই বুঝি তোমার মতলব?...শোন গো শোন, তোমাকেই যেতে হবে--

শ্রীমান। কোথায়?

অঞ্জনা। আমার সঙ্গে—

শ্রীমান। তোমার সঙ্গে?—দোহাই তোমার। চেয়ে দেখ অঞ্জনা, কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, দেখেছ অঞ্জনা, ঐ অমন যে চাঁদ—কালো মেঘের আড়ালে তাও ঢাকা পড়লো! ঘোমটার আড়ালে অমনি করেই চাঁদমুখ ঢাকা পড়ে।—সেই জন্যই তো বলি "ঘোমটা খোল, খোল ঘোমটা!"

অঞ্জনা। [মুখে ঘোমটা টানিয়া] তুমি আমার মুখ দেখো না—হাঁ—

শ্রীমান।—কিন্তু এতক্ষণ তো দেখেছি! একটিবার দেখতে পেলেই জীবন-ভরে দেখা হয়, জন্মজন্মান্তর মনে থাকে।—ঐ তো তোমাদের রাণীকে প্রতিমাসে শুধু একটি বার দেখতে পাই, তাতেই প্রতিমাসে তার এক একটি করে ছয়টি প্রতিমূর্ত্তি গড়েছি,—হয় নি ঠিক্?—হয় নি?

অঞ্জনা। ভালো কথা মনে করে দিয়েছ।...রাজার কথা শোন। রাজা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন রাণীর সপ্তম প্রতিমা শেষ হয়েছে কি?

শ্রীমান। [শূন্য বেদীর প্রতি হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া] ঐ সপ্তম বেদী—!

অঞ্জনা। শূন্য! এখনো শেষ হয় নি?—সর্ব্বনাশ!

শ্রীমান।—আরম্ভই করি নি যে অঞ্জনা! এইবার সর্ব্বনাশটা কি শুনি?

অঞ্জনা।। আজ তোমার সপ্তম প্রতিমা শেষ হওয়ার কথা শিল্পীবর—

শ্রীমান। তা বেশ মনে আছে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় তার জন্য তাগিদ এসেছে। শুধু তাই নয়, আজ এই সপ্তম প্রতিমা শেষ হবে এই ব্যবস্থায় রাজা আসছে-কাল বাসন্তী পূর্ণিমায় রাণীর সপ্তম প্রতিমা উন্মোচন-উৎসবের বিরাট আয়োজন করেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি দেশ-বিদেশের বন্ধু-রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। জানি, সব জানি। এও জানি যে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ সেই উপলক্ষে আজ রাজধানীতে উপস্থিত। আমি না জানি কি ?—সব জানি।—জানি না ?

অঞ্জনা। [চঞ্চল হইয়া উঠিয়া] তবে ?—কেন তবে ঐ সপ্তম প্রতিমা শেষ কর নি ?...কেন জেনে শুনে এই মহা সর্ব্বনাশ বরণ করলে ?

শ্রীমান। মহা সর্ব্বনাশটা যে কি, তাই তো এখনো জানলাম না অঞ্জনা !

অঞ্জনা। তুমি এখনো সহজ ভাবে কথা কইতে পারছ ?...বুঝতে পার্চ্ছ না যে তোমার অদৃষ্টে আজ কি নিদারুণ অমঙ্গল লেখা ?

শ্রীমান। অঞ্জনা ! অঞ্জনা ! তবে তুমি কি রাণীর ঐ ছয়টি মূর্ত্তির একটি মূর্ত্তিরও মুখপানে চেয়ে দেখনি ?...দেখনি কি তার চোখ দুটি ?

অঞ্জনা। ও মূর্ত্তি দেখতে হয় পথের লোকে দেখুক, আমি দেখতে যাবো কেন ? আমি তো তাঁকে রক্তে মাংসেই দেখছি !

শ্রীমান। তবে আমার চোখ নিয়ে তুমি দেখনি অঞ্জনা। আমি ঐ পাথরের মূর্ত্তিতেও দেখি কি অপরূপ স্নেহ-স্নিগ্ধ চোখ দুটি !...যেন এই পৃথিবীর সকল আনন্দ ঐ চোখ দুটি হতেই ঝর্ণার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ! যেন বিশ্বের সকল মঙ্গল, সকল কল্যাণ ঐ চোখ দুটিতেই জন্ম নিয়েছে ! ঐ চোখের দৃষ্টির প্রসাদে আমি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি অঞ্জনা, আমার হবে সর্ব্বনাশ ?

অঞ্জনা। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!...আজ তোমার মহা সর্ব্বনাশ!

শ্রীমান। তুমি আমার ঐ কল্যাণী রাণীর অপমান করো না অঞ্জনা—

অঞ্জনা। বীরভদ্র খবর নিয়ে গিয়েছে তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হয় নি। রাজা শুনে বললেন, তা যদি না হয়ে থাকে তবে শিল্পী শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে, আর হয়ে থাকলে...

শ্রীমান। আর, হয়ে থাকলে...?

অঞ্জনা। তুমি যে পুরস্কার চাইবে, সেই পুরস্কারই পাবে।—

শ্রীমান। যে পুরস্কার চাইব, সেই পুরস্কার?

অঞ্জনা। কি আশ্চর্য্য! রাণীও যে রাজাকে হেসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন!

শ্রীমান। বটে! [মুহূর্ত্তকাল থামিয়া] রাজা কি উত্তর দিলেন?

অঞ্জনা। রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্ত্তকাল ভেবে বললেন "অবশ্য সে পুরস্কার যদি অসম্ভব না হয়।"

শ্রীমান। তারপর?

অঞ্জনা। তারপরই রাজা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "অঞ্জনা, তুই গিয়ে দেখে আয়। যদি সপ্তম প্রতিমা শেষ না হয়ে থাকে, তবে, শিল্পীকে এখনি আমার বিচারশালায় ডেকে আন্। সঙ্গে সঙ্গে—[বিষম বিচলিত হইয়া] তুমি কি কর্ব্বে! তুমি এখন কি কর্ব্বে!...আমি যে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম!

শ্রীমান। কি কথা অঞ্জনা?

অঞ্জনা। [চারিদিকে চাহিয়া, ভয়ে] তুমি পালাও! তুমি পালাও!

শ্রীমান। পালাব কেন ?

অঞ্জনা। কথা নয়, এখনো সময় আছে, তুমি পালাও—

শ্রীমান। তবে কি সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকের আহ্বানও শুনে এসেছ। অঞ্জনা ?

অঞ্জনা। [আতঙ্কে]—হাঁ...হাঁ...[সম্মুখ দিকে কাহাকে আসিতে দেখিয়া] ও কে? [চিনিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল] ও-হো-হো !

শ্রীমান। কে ?

অঞ্জনা। বীরভদ্র !

শ্রীমান। কে সে ?

অঞ্জনা। ঘাতকের সর্দ্দার !

[বীরভদ্র শ্রীমানের সম্মুখীন হইল।]

বীরভদ্র। [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা ?

শ্রীমান। হয় নি।

বীরভদ্র। [তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরিয়া] চলে এস—

[অঞ্জনা ভয়ে আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল]

শ্রীমান। কোথায় ?

বীরভদ্র। রাজা তোমার প্রতীক্ষা করছেন, বিচারশালায়।

শ্রীমান। আর রাণী ?

বীরভদ্র। দেখা যদি তার নিতান্তই চাও, তোমার বধ্যভূমিতে দেখ হ'তে পারে।...জানাবো তাঁকে তোমার প্রার্থনা ?

শ্রীমান। হাঁ, সেটা নিতান্তই প্রয়োজন। রাজার পুরস্কার তো মিলল ভাই, কিন্তু রাণীর পুরস্কার...

বীরভদ্র। জীবনের পরপারে?

শ্রীমান। হাঁ, ভাই, জীবনের পরপারে। তুমি শুধু আমায় ঐ দয়াটুকু কর, আর না, আর কিছু না,...দাঁড়াও। ...আমার বাঁশীটি নিতে হবে—[বেদীর উপর হইতে বাঁশীটি তুলিয়া নিলেন।] এইবার চল—

বীরভদ্র। বাঁশীটিও কি তোমার পরপারেরই সাথী? [অগ্রসর হইল]

শ্রীমান। হাঁ ভাই। শুধু পরপারেরও নয়, জন্ম-জন্মান্তরের। কিন্তু ঘাতকের সর্দ্দার হয়ে এত কথা তুমি জানলে কেমন করে ভাই?

বীরভদ্র। [প্রস্থান কালে] জানি, জানি, জানি। জীবন-মরণের কথা, আমরা যত জানি, তোমার রাণীও তা জানেন না,—হাঁ—

[উভয়ের প্রস্থান।

*   *   *   *

আকাশে বিশাল একখণ্ড কালো মেঘ চাঁদকে পরিপূর্ণ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিল। তাহারি অন্ধকারে চোরের মতো এক রমণীমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিল। রমণীমূর্ত্তি কাহাকে খুঁজিতে লাগিল, পরে চঞ্চল হইয়া ডাকিল "অঞ্জনা!"]

অঞ্জনা। [ভয়জড়িত স্বরে] কে?

রমণীমূর্ত্তি। [তৎক্ষণাৎ তাহার পাশে গিয়া] অঞ্জনা!...তুই?

অঞ্জনা। [অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া] কার স্বর?...কে তুমি?

রমণীমূর্ত্তি। শ্মশান নয়, কিন্তু, তার বুঝি আর বিলম্বও নাই অঞ্জনা!

অঞ্জনা। রাণী! [উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমণীমূর্ত্তি। চুপ!...চুপ!

অঞ্জনা। তুমি! এখানে! এত রাত্রে!

রাণী। [কাঁপিতে কাঁপিতে] হয় নি, আমার সপ্তমমূর্ত্তি হয় নি, না ?

অঞ্জনা। না।...তাকে ধরে নিয়ে গেছে রাণী !

রাণী। আমি জানতাম, সে শেষ কর্ব্বে না। গত মাসে যখন সে ষষ্ঠমূর্ত্তি গড়বার সময় আমাকে দেখ্‌ছিল, তখনি বলেছিল যে, আর আমার সপ্তম প্রতিমা গড়বে না,—আমি জান্‌তাম, তখনি জান্‌তাম !

অঞ্জনা। কেন—কেন গড়েনি তোমার সপ্তম প্রতিমা ?

রাণী। পাগল, পাগল ঐ শিল্পী।...সপ্তম প্রতিমা গড়া শেষ হলে সে আর আমার দেখা পাবে না, সেই ছিল তার ভয়।...আমি এত করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু, পাগল...পাগল সে।...পাগলের মতো শুধু প্রলাপ বকে যেতে লাগল। বল্‌লো, সে যতই মূর্ত্তি গড়ছে, যতই দিন যাচ্ছে ...ততই আমি নাকি তার চোখে তার ধ্যানে তার কল্পনায় আরো, আরো অপরূপ, আরো অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠ্‌ছি !...আমার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দানে গড়ে তুলবে, এই ছিল সেই পাগলের প্রতিজ্ঞা—

অঞ্জনা। রাজাকে তুমি বলনি কেন সে কথা রাণী।

রাণী। তার মানে কি এই নয় অঞ্জনা, যে, রাজাকে কেন বলিনি ঐ শিল্পী আমাকে পাগল হয়ে ভালোবাসে ?

অঞ্জনা। এখন উপায় ?

রাণী। কি যে উপায় জানিনে। রাজা গেছেন বিচারশালায়। আমি পালিয়ে এসেছি তোর খোঁজে।...অঞ্জনা...তার শিল্পশালা কোথায় জানিস ?

অঞ্জনা। [অদূরবর্ত্তী শিল্পশালা দেখাইয়া] ঐ তার শিল্পশালা—, কিন্তু সে তো সেখানে নাই !

রাণী। জানি, নাই। জানি সে এতক্ষণ মধ্যভূমিতে চলেছে। কে না জানে রাজার ক্রোধ!...কিন্তু তা নয়, তা নয়...অঞ্জনা, ঐ বুঝি সেই শূন্য সপ্তম-বেদী?

অঞ্জনা। হাঁ—

রাণী। ঐ যে আর ছয় মূর্ত্তি। [এক মূর্ত্তির কাছে গিয়া] অবগুণ্ঠন নাই; সে আমায় বলেছে যে, অবগুণ্ঠন ভালবাসে না।

অঞ্জনা। শুধু কি অবগুণ্ঠনই নাই রাণী? বুকেই বা বসন কই?

রাণী। সে বলেছে, সে আমায় বলেছে, সন্তান যেমন জননীকে ভালোবাসে, এমন ভালোবাসা আর কেউ বাসে না। প্রিয়তম সন্তান প্রিয়তমা জননীর বুকের বসন টেনে ফেলে দেয়।...সে বলেছে এও তাই! এও তাই!...যাক্ সে কথা।...হাঁ, আমি দেখে নিয়েছি।...শোন্ অঞ্জনা, দোহাই তোর, আমার কথা রাখ—

অঞ্জনা। কোন দিন রাখি নি?

রাণী। রেখেছিস, চিরদিন রেখেছিস্, কিন্তু আজ চিরদিনের মধ্যে একটি বিশেষ দিন, বিশেষ রাত্রি!...আমি শিল্পশালায় চললাম। এক মুহূর্ত্তে আমি ঐ সমস্ত প্রতিমা গড়ব...গড়ব...আমি গড়ব...! তুই শুধু ছুটে রাজার কাছে যা...গিয়ে বল্...শিল্পী সপ্তম প্রতিমা গড়ে রেখে এসেছে, রাজা এসে এখনি দেখুন—, শিল্পী পাগল...তার মাথার ঠিক্ নাই, কথার ঠিক নাই—

অঞ্জনা। তোমারও যে আছে, আমারও তো তা মনে হচ্ছে না রাণী।

রাণী। [ক্রুদ্ধ হইয়া]...যা...তুই যা...[পুনরায় মিনতিতে] যা অঞ্জনা, যা—দোহাই তোর, যা—

[অঞ্জনা চলিয়া গেল। রাণীও পথ খুঁজিতে খুঁজিতে শিল্পশালায়

চলিয়া গেলেন। তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হইয়াছে। হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দূর হইতে কাহার আকুল-করা বাঁশীর ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমেই সেই মুরলি-ধ্বনি নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। ক্রমে বংশীবাদক প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। বংশীবাদক আর কেহ নহে, শ্রীমান। সঙ্গে বীরভদ্র।]

বীরভদ্র। শিল্পী! বাঁশী বাজানো তো শেষ হল, এইবার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার হাতে গড়া, ঐ রাণীর ছয় মূর্ত্তি শেষ দেখা দেখে নেবে বলেছিলে, দেখে নাও—কিন্তু দেখবেই বা কেমন করে!...আলো কই?

শ্রীমান। আলো আমার চোখে।...ঐ দেখ সেই আলো...ঐ আকাশের কালো মেঘ সরিয়ে দিচ্ছে...ঐ দেখ ক্রমে চাঁদের চাঁদমুখ ফুটে উঠ্‌ছে...প্রাণভরে বাঁশী বাজালাম কিন্তু, সপ্তম প্রতিমা যদি গড়তে পারতাম, তবে...তবে তো আমার প্রাণ ভরতো বীরভদ্র!

[অঞ্জনাসহ রাজার প্রবেশ]

রাজা। অঞ্জনা! অঞ্জনা! হয় তুই পাগল, না হয়, সেই শিল্পী পাগল—

অঞ্জনা। রাণী বলেছেন সেই শিল্পীই পাগল।...সে সপ্তম প্রতিমা গড়েও মিথ্যা বলেছে—

রাজা। কোথায় শিল্পী, তোমার প্রতিমারাশি? কোথায় তোমার সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান। আমি গড়িনি...আমি গড়িনি!

রাজা। এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—

অঞ্জনা। [চীৎকার করিয়া উঠিল] ঐ সাত—

রাজা। সাত!

[দেখা গেল শূন্য বেদীতে সপ্তম মূর্ত্তি]

রাজা। পাগল, সত্য সত্যই পাগল ঐ শিল্পী। বীর-ভদ্র, শিল্পী মুক্ত।: কাল হতে স্বয়ং রাজ-ধন্বন্তরী যেন ওর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করেন। অঞ্জনা, তোরই কথায় বিশ্বাস করে ভাগ্যিস্ আমি এখানে এসেছিলাম, তাই এক নিরপরাধকে হত্যা কর্ব্বার পাপ থেকে অব্যাহতি পেলাম! এই নে তোর পুরস্কার—

[কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া অঞ্জনার হাতে দিতে গেলেন—কিন্তু অঞ্জনা তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না, "শুধু...রাজা!...রাজা!" বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল।]

রাজা। তবে এ হার তুমি নাও বীরভদ্র, তুমি আমাকে ঐ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যের অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে অনুরোধ করেছিলে, তারি ফলে ঐ নিরপরাধ হতভাগ্যের জীবনহরণের পাপ হতে আমি অব্যাহতি পেয়েছি—

[বীরভদ্র সশ্রদ্ধ চিত্তে জানু পাতিয়া রাজ-কণ্ঠহার গ্রহণ করিল]... এইবার ঐ সম্পূর্ণ সপ্তম মূর্ত্তি আজ রাত্রেই আমার উদ্যান-ভবনে স্থানান্তরিত কর, কাল প্রভাতেই মূর্ত্তি উন্মোচন উৎসব, স্মরণ থাকে যেন—

[বীরভদ্র সম্মতি জানাইল]

শ্রীমান। [তিনি কিন্তু এ সব কথায় কান না দিয়া সপ্তম প্রতিমা দর্শন মাত্র, পরিপূর্ণ বিস্ময়ে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া, বিস্ময় বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে প্রতিমাটি স্পর্শ করিবামাত্র ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তখনি ছুটিয়া আসিয়া রাজার চরণে পড়িয়া কহিলেন] আমি গড়িনি, আমি গড়িনি...ও মূর্ত্তি আমি গড়িনি—

[কিন্তু এই কথাতে কি এক বিষম অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়া দেহ-

মনের পরিপূর্ণ আকুলতায় কহিতে লাগিলেন] না—না—, গড়েছি, আমিই গড়েছি, ওর প্রতিটি অণু পরমাণু আমি গড়েছি, আমার জীবনের শেষ দিন বলে আমারি মানসী-প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হয়েছে আজ!...তুমি যাও রাজা, তুমি যাও—আমার এই নিভৃত অঙ্গনে তোমরা কেন? কেন তোমরা? যাও, যাও, তোমরা যাও—

রাজা। ওরে উন্মাদ! সরে দাঁড়া—বীরভদ্র, নিয়ে চল ঐ সপ্ত প্রতিমা আমার রাজোদ্যানে—

শ্রীমান। না—না—না! [রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।]

রাজা। ছিঃ শিল্পী!

শ্রীমান। [রাজার চরণে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে] আমি গড়েছি, সপ্ত প্রতিমাই আমি গড়েছি, আমার পুরস্কার কই? দাও—দাও—আমার আমার পুরস্কার দাও—

রাজা। সেদিকে দেখছি ভুল নেই! পুরস্কার [হাসিয়া]...কি পুরস্কার তুমি চাও শিল্পীবর?

শ্রীমান। তোমার প্রতিজ্ঞা...তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর রাজা, রক্ষা কর—

রাজা। কি তোমার পুরস্কার? শুনি!

শ্রীমান। শুধু একটি প্রার্থনা।

রাজা। প্রার্থনা?...কি প্রার্থনা?

শ্রীমান। মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হ'লে শিল্পী তাকে পূজা করে। আমার সেই মূর্ত্তিপূজা হয়নি রাজা!...আজ রাত্রে, নিশীথে...আমি মূর্ত্তিপূজা কর্ব্ব... পূজা শেষে, কালপ্রভাতে ঐ মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করো...আজ নয়—আজ এই রাত্রে নয়—শুধু এই! শুধু এই!

রাজা। শুধু এই?...অর্থ নয়, স্বর্ণ নয়, মণি-মাণিক্য নয়, শুধু এই?

শ্রীমান। [পরম মিনতিতে] শুধু এই! শুধু এই!

রাজা। বেশ। তাই হোক্।...এস বীরভদ্র, অতিথিনিবাসে নিরাশ রাজন্যবৃন্দের নিকট সপ্তম প্রতিমা সম্পূর্ণ হবার শুভ সংবাদ আমি স্বয়ং বহন কর্ব্ব—

[বীরভদ্রসহ রাজার প্রস্থান। শ্রীমানও তখনি সপ্তম প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইলেন। অঞ্জনা, রাজা ও বীরভদ্র অঙ্গনের বাহিরে গিয়াছেন কিনা চোরের মতো চুরি করিয়া দেখিয়া লইয়া, ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমানের হাত ধরিল।]

অঞ্জনা। শিল্পী!

শ্রীমান। [চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখেন অঞ্জনা।]—অঞ্জনা?

অঞ্জনা। হাঁ।...শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে এস...

শ্রীমান। কোথায়?

অঞ্জনা। তোমার শিল্পশালায়—

শ্রীমান। কেন?

অঞ্জনা। কথা নয়, কথা নয়, কোন কথা নয়। রাণীর বিষম বিপদ। যদি তাকে বাঁচাতে চাও, আমার সঙ্গে এস...দেরী নয়...এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়—

[শিল্পশালার দিকে ছুটিল]

শ্রীমান। রাণী কোথায় আমি জানি।

[ছুটিয়া সপ্তম প্রতিমার সম্মুখে গিয়া তাহার চরণে মাথা রাখিয়া]

এ তোমার কি খেলা দেবি!

[সপ্তম প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল]

শ্রীমান। তুমি পালাও...তুমি পালাও...রাজা এখনো শয়নাগারে ফেরেন নি, তিনি গেছেন অতিথি-নিবাসে, এই অবসরে তুমি পালাও—।

সপ্তম প্রতিমা। [কোন কথা কহিল না, শুধু শ্রীমানের সম্মুখে হস্ত দুখানি প্রসারিত করিল]

শ্রীমান। নামো, নামো, ঐ বেদী হ'তে নেমে এস।

সপ্তম প্রতিমা। আমার হাত ধর—

[শ্রীমান হাত ধরিলেন] এইবার চল—

শ্রীমান। কোথায়?

সপ্তম প্রতিমা। রাজার শয়নাগারে নয়, তোমার কুঞ্জে।—তোমার যন্ত্র-পাতি নাও, তোমার বাঁশী নাও।—তারপর চল দূরে—দূ—রে, আ—রো দূরে! সমুদ্রের পারে কিম্বা পাহাড়ের ধারে—যেখানে রাজা নাই, প্রাচীর নাই, অবগুণ্ঠন নাই, আবরণ নাই—

শ্রীমান। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] তোমার মুখে এ কি কথা! তোমার চোখে ও কিসের আগুন?

সপ্তম প্রতিমা। লোভের আগুন! কি লোভেই লুব্ধ করেছ তুমি শিল্পী—যে আমার অবগুণ্ঠন খসে গেছে, পাষাণেও কথা ফুটেছে!

শ্রীমান। লুব্ধ করেছি—আমি?—তোমায়?

সপ্তম প্রতিমা। হাঁ,—তুমি!—আমায়। জানি আমি সুন্দর, কিন্তু কে আমায় সুন্দর করেছে? রাজা নয়, তুমি। তোমার চোখের...তোমার হাতের...তোমার বুকের আলো আমার চোখে মুখে বুকে আলো জ্বেলেছে! সেই আলোর মদে মাতাল হয়েছি আমি! আলো কই? আলো দাও! আরো আলো—আরো—আরো!

শ্রীমান। হাঁ, দেবো—কিন্তু আজ নয় এ জন্মে নয়—পরজন্মে!

সপ্তম প্রতিমা। পরজন্মের কথা মিথ্যা! কে তার খোঁজ রাখে! আমি জানি—শুধু আজ! আজ আমাকে রূপ দাও, রস দাও, গান দাও, গন্ধ দাও—আজ আমার মাঝে তোমার মনের কামনা মূর্ত্তিমতী হোক্, সপ্তম প্রতিমা সার্থক হোক!

শ্রীমান।—পরজন্মে, পরজন্মে। আমার এ জন্মের কাজ শেষ হয়েছে, ক্ষমতা শেষ হয়েছে। মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়ে তোমার যে রূপের পরিকল্পনা করেছি, ঐ ষষ্ঠমূর্ত্তিতে তার এক বিন্দুও আভাস দিতে পারি নি! গড়বো, আমি তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়বো, কিন্তু আজ নয়, সেই দিন—যে দিন তুমি আমি এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ হব—সে আজ নয়—আজ নয়—আজ তুমি যাও—

সপ্তম প্রতিমা। এক দেহ! এক মন! এক প্রাণ!

শ্রীমান। হাঁ, এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ...সেই দিন যেদিন তোমাতে আমাতে কোন ব্যবধানই রইবে না, রাজা না, প্রাচীর না, ঐ অবগুণ্ঠন না, বুকের বসন, দেহের আবরণও না...কিন্তু সে আজ নয়, আজ নয়, আজ তুমি যাও—

সপ্তম প্রতিমা। [আকুল আবেগে] আজ! আজ! এখনি।

[বেদী হইতে তখনি নামিয়া ব্যগ্র বাহুতে শ্রীমানকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন। দেখা গেল সপ্তম প্রতিমা রাণী স্বয়ং]

শ্রীমান। না—না—না—[সরিয়া গেলেন] ... তুমি যাও...তুমি তোমার শয়নাগারে যাও, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব বিষম বিপদ ডেকে আনবে।—দোহাই তোমার, তুমি যাও—যাও—যাও—যাও—

রাণী [হাঁ, বৃথা সময় যায়।—তারা কেউ এলেই দেখবে সপ্তম

দেবী—শূন্য। তখনি—তখনি—মহা সর্ব্বনাশ। এসো—তার পূর্ব্বেই আমরা—

[হাত বাড়াইয়া দিলেন]

শ্রীমান। [শেষ চেষ্টায়] আমি তবে এখনি চীৎকার করে রাজাকে ডাকবো!

রাণী। সাবধান্।—শোন।—এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন তুমি আমায় চেয়েছিলে?

শ্রীমান। আমি তোমাকে চাই নি রাণী!

রাণী। চাও নি?

শ্রীমান। না—

রাণী। মিথ্যা কথা। নারী সব ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু ভুল বোঝে না শুধু ঐখানে। ঐখানে কেউ কোনদিন তাকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তুমি আমায় চেয়েছ, তুমি আজও আমায় চাও—

শ্রীমান। হাঁ, চাই। কিন্তু তোমার ও মূর্ত্তি নয়। তোমার যে মূর্ত্তি আমি চাই, সে মূর্ত্তি আমি এ জীবনে চেয়ে দেখতে পারব না বলেই আমি সে মূর্ত্তি গড়ি নি—

রাণী। তার অর্থ?

শ্রীমান। তোমার সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা যে চোখে দেখতে হয় আমি সে চোখ হারিয়েছি—হারিয়েছি বলেই সে মূর্ত্তি গড়ি নি—গড়্‌ব না।

রাণী। সেই হেঁয়ালীই রয়ে গেল শিল্পী! তুমি আমায় পাগল কর্লে! তুমি আমায় মাতাল কর্লে! [আবেগে] শিল্পী! শিল্পী! আমার সে মূর্ত্তি কি তোমার চোখ ঝল্‌সে দেবে?

শ্রীমান। না, রাণী না, আজ যদি তোমার সে মূর্ত্তি গড়তাম, তবে তা চোখ ঝল্‌সে দিত না, আমার দেহ মনে আগুন জ্বালতো!

রাণী। অলঙ্কার না হয় তাতে নাই দিতে!

শ্রীমান। অলঙ্কার সে মূর্ত্তির কলঙ্ক। অলঙ্কার নয়, অলঙ্কার নয়—

রাণী। একটিমাত্র কণ্ঠহার, এক জোড়া বলয়, এক জোড়া চরণপদ্ম, তাও না—?

শ্রীমান। [বিরক্ত হইয়া] না—না না!

রাণী। কিন্তু এই অবগুণ্ঠন?

শ্রীমান। অবগুণ্ঠন দূরে থাক্, কোন আবরণই না—

রাণী। [এইবার বোধ হয় বুঝিয়া উঠিয়া] বুঝেছি, বুঝেছি,—তবে কি—তবে কি—

শ্রীমান। চুপ!—

রাণী। [আকুল আবেগে] তাই হোক্—তাই হোক্—ওগো শিল্পী, তাই হোক্—

শ্রীমান। [পরিত্রাহি চীৎকারে] রাজা! রাজা!

রাণী। বটে!

শ্রীমান। হাঁ।

রাণী। [স্তম্ভিত হইলেন। ওদিকে শ্রীমান দৃঢ়সংবদ্ধওষ্ঠে রাণীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাতে তাকাইয়া আছেন] উত্তম!—তবে একবার রাজাকে ডাকব আমি। রাজা! আজা!

[দূর হইতে অঞ্জনার কণ্ঠ শোনা গেল]

অঞ্জনা। রাজা! রাজা! এই দিকে—ঐ—রাণীর কণ্ঠস্বর—

রাণী। এইবার? [শ্রীমানের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন]

শ্রীমান। [পরম মিনতিতে] পালাও! এখনো পালাও! এখনো সময় আছে!

রাণী। [হাত দুখানি পুনরায় তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া]— হাত ধর...নিয়ে চল...

শ্রীমান। [মুখ ফিরাইলেন]

রাণী। না!...

[রাজা ও বীরভদ্রসহ আলো হস্তে অঞ্জনার প্রবেশ।]

রাণী। [সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া শ্রীমানকে] আমার সপ্তম প্রতিমা?

অঞ্জনা। রাণি রাণি! তুমি এখানে!

রাজা। এখানে, এ অসময়ে কেন রাণি? অঞ্জনা তোমাকে কোনো-খানে খুঁজে না পেয়ে আমার কাছে ছুটে গেছে অতিথি-নিবাসে। অতিথি-নিবাসেই শুনতে হ'ল রাণী এই নিশীথে রাজান্তঃপুরে নাই! এ কি লজ্জার কথা রাণি?

রাণী। [রাজার কথায় কান না দিয়া শ্রীমানের প্রতি] আমার সপ্তম প্রতিমা?

[উত্তর না পাইয়া রাজার প্রতি]

কোথা আমার সপ্তম প্রতিমা? [ক্ষোভে রোষে কাঁদিয়া ফেলিলেন]

[সকলে তাকাইয়া দেখেন সপ্তম বেদী শূন্য]

রাজা। [শ্রীমানের প্রতি] সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান। [নির্ব্বাক্।]

রাজা। [ক্রুদ্ধ স্বরে] কোথায় সেই সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান। [অন্তরযুদ্ধে কাতর হইয়া] রাণি! রাণি!

রাজা। এই শেষবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোথায় রাণীর সপ্তম প্রতিমা?

শ্রীমান। রাণীকেই জিজ্ঞাসা করুন রাজা।

রাজা। [রাণীর প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে] রাণি ?

রাণী। শয়নাগারে খবর পেলাম ঐ উন্মাদ আমার সপ্তম প্রতিমা—ঐ—ঐ রূপসায়রের জলে নিক্ষেপ করেছ—খবর পেয়েই আমি—

রাজা। বীরভদ্র, ঐ দুর্ব্বৃত্তকে বধ কর—এখনি—এই মুহূর্ত্তে—

[বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিল]

রাণী। [রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া] না—না—

রাজা। বধ কর বীরভদ্র, বধ কর—

রাণী। না রাজা, না—

[রাজার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন]

শ্রীমান। না রাজা, না—আমায় বধ কর। যদি রাণীর সপ্তম প্রতিমা চাও, তবে আমায় বধ কর—

রাণী। উন্মাদ! উন্মাদ! শিল্পী আজ উন্মাদ!...রাজা! রাজা! কোন দিন কি শুনেছ শিল্পীর মৃত্যুতে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ?

শ্রীমান। হয়। সপ্তম প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কেন হবে না ? [রাণীকে] দুইটি আত্মার প্রতি মুহূর্ত্তের কামনায় তোমারি গর্ভে হবে আমার স্থান। দুজনের হবে এক দেহ এক মন এক প্রাণ। আমি হব তোমার পুত্র, তুমি হবে আমার মা!

রাজা। উন্মাদ ? পরিপূর্ণ উন্মাদ!

রাণী। শিল্পী! শিল্পী!

শ্রীমান। পুত্র হয়ে সন্তানের চোখ দিয়ে শিল্পী তোমার সপ্তম প্রতিমা গড়বে!—প্রাণভরে দেখবে।—সেই মূর্ত্তি, যার কোন অলঙ্কার নাই, আভরণ নাই, আবরণ নাই।

রাজা। নগ্নমূর্ত্তি ?

শ্রীমান। হাঁ, নগ্নমূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি।—কিন্তু এ জন্মে তো তা পারব না রাণী। তাই চাই মৃত্যু, দাও মৃত্যু। ওগো রাণী, তোমার শূন্য বুকে আমায় তুলে নিয়ো, অমৃত দিয়ো, স্নেহ দিয়ো—

রাজা। [বীরভদ্রের প্রতি] মায়াবী ঐ শিল্পী—বধ কর——

বীরভদ্র অসি হানিল, রাণী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই ষষ্ঠমূর্ত্তির পাশে এক অপরূপ মহিমায় মর্ম্মরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।